রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৩০, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩রা বৈশাখ, ১৪০৪/১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৭

এস, আর, ও নং ৯৯-আইন/শ্রওজ/রায়-৩/৯৬(অংশ-১)—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নাম্বার/বৎসর
১	২	৩
১।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৯/৯৬
২।	আই, আর, ও মামলা নং	৪০/৯৬
৩।	আই, আর, ও, মামলা নং	৪২/৯৬
৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৭/৯৬
৫।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৫/৯৬
৬।	আই, আর, ও, মামলা নং	১০/৯৬
৭।	আই, আর, ও, মামলা নং	১২/৯৬

মূল্য ঃ টাকা-৩২.০০

১	২	৩
৮।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৩/৯৬
৯।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৮/৯৬
১০।	আই, আর, ও, মামলা নং	২১/৯৬
১১।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৫/৯৬
১২।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৯/৯৬
১৩।	আই, আর, ও, মামলা নং	২০/৯৬
১৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	২২/৯৬
১৫।	আই, আর, ও, (আপীল) মামালা নং	৯/৯৬
১৬।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৪/৯৬
১৭।	আই, আর, ও , মামলা নং	১১/৯৬
১৮।	আই, আর, ও, (আপীল) মামালা নং	৭/৯৬
১৯।	আই, আর, ও, (আপীল) মামালা নং	৮/৯৬
২০।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৬/৯৬
২১।	আই, আর, ও, (আপীল) মামালা নং	১৭/৯৬
২২।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩১/৯৬
২৩।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৩/৯৬
২৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৯/৯৬
২৫।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৫/৯৬
২৬।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩২/৯৬
২৭।	আই, আর, ও, মামলা নং	৫৯/৯৬
২৮।	আই, আর, ও, (আপীল) কেস নং	১০৫/৯৫
২৯।	কমপ্লেইন্ট কেস নং	১৩/৯৫
৩০।	অভিযোগ মামলা নং	২৫/৯৫
৩১।	অভিযোগ মামলা নং	৩/৯৫
৩২।	অভিযোগ মামলা নং	২৬/৯৫
৩৩।	অভিযোগ মামলা নং	২৪/৯৫
৩৪।	আই, আর, ও, কেস নং	৩১/৯৫
৩৫।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৮/৯৫
৩৬।	পি, ডাব্লিউ, কেস নং	৪/৯৫
৩৭।	পি, ডাব্লিউ, কেস নং	৫/৯৫
৩৮।	পি, ডাব্লিউ, কেস নং	৬/৯৫
৩৯।	পি, ডাব্লিউ, কেস নং	৭/৯৫
৪০।	ডাব্লিউ সি, কেস নং	২/৯৫

১	২	৩
৪১।	অভিযোগ মামলা নং	১৮/৯৫
৪২।	আই, আর, ও, মামলা নং	১০৪/৯৫
৪৩।	অভিযোগ মামলা নং	১৯/৯৫
৪৪।	পি, ডাব্লিউ, কেস নং	৩/৯৫
৪৫।	অভিযোগ মামলা নং	৪/৯৫
৪৬।	আই, আর, ও, মামলা নং	৪৭/৯৫
৪৭।	আই, আর, ও, কেইস নং	১০৩/৯৫
৪৮।	কমপ্লেইন্ট কেইস নং	১/৯৫
৪৯।	অভিযোগ কেস নং	১৭/৯৫
৫০।	অভিযোগ মামলা নং	১২/৯৪
৫১।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং	৪২/৯৪
৫২।	অভিযোগ মামলা নং	২০/৯৪
৫৩।	অভিযোগ কেইস নং	১/৯৪
৫৪।	কমপ্লেইন্ট কেস নং	৮/৯৩
৫৫।	কমপ্লেইন্ট কেস নং	৩৮/৯৩
৫৬।	কমপ্লেইন্ট কেস নং	৪০/৯৩
৫৭।	সি, কেইস নং	৪৬/৯৩
৫৮।	ফৌজদারী কেস নং	১৭/৯৩
৫৯।	কমপ্লেইন্ট কেস নং	৫০/৯২
৬০।	কমপ্লেইন্ট কেস নং	৫১/৯২
৬১।	পি, ডাব্লিউ, কেস নং	১/৯২
৬২।	পি, ডাব্লিউ, কেস নং	১৯/৯২
৬৩।	পি, ডাব্লিউ, কেস নং	১/৯১
৬৪।	ফৌজদারী কেস নং	১২/৮৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৩৯/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী--১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারন সম্পাদক,
শেরপুর হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট মালিক সমিতি,
(রেজিঃ নং রাজ--৮৫৬), বাসষ্ট্যাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া--২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তারিখ ৬-১০-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইন জীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামালায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষ মামালায় ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। তাহা প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ শেরপুর হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট মালিক সমিতি তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৫৬) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির সংবিধানের ২৫ নং ধারা অনুযায়ী ২৪-২-৯০ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের সমিতির ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৪৯ নং স্মারক মারফত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ইহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ শেরপুর হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট মালিক সমিতি ইং ২৪-২-৯০ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৫নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ২৩-৪-৯৫ তারিখের ৮৪৯ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন--১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ--১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৫নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯১২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরনের জন্য কারন দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামালায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামালার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের শেরপুর হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৫৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামালা নং ৪০/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গুরুদাসপুর উপজেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাধজ-৭১৫), চাচকৈ, বাজার, গুরুদাসপুর, নাটোর—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তারিখ ৬-১০-৯৬

অদ্য মামালাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য ধার্য আছে। বাদী পক্ষের রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধ মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। তাহা প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষ সাক্ষী দিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বাদীপক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ গুরুদাশপুর উপজেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭১৫) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩নং ধারা অনুযায়ী ১২-১০-৮৮ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪৫৫ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ গুরুদাশপুর উপজেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন ১২-১০-৮৮ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩নং ধারার বিধান অনুসারে ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪৫৫ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৩নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রদান লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামালা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের গুরুদাসপুর উপজেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭১৫) বাতিল করবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৪২/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টীমারঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৬০৪), সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টীমারঘাট, সিরাজগঞ্জ—২য় পক্ষ।

১। জনাব এম, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তারিখ ৮-১০-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অদ্য মামলার কোন পদক্ষেপ নেন নাই। নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদী প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টীমারঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬০৪) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ১-২-৮৭ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২২-৩-৯৫ইং তারিখের ৪৭৪ নং স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টীমারঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ১-২-৮৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪৭৪নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন—১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের

২৩নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের জন্য কারন দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমানিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে,অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টিমারঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬০৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুখেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৩৭/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী--১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাঘাবাড়ী সরকারী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ--৬৭৭), বাঘাবাড়ী খাদ্যগুদাম, সিরাজগঞ্জ--২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তাং ২-১০-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীর প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষে নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বাদী পক্ষে ফিরিস্তি করিয়া কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। তাহা প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বাঘাবাড়ী সরকারী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৭১) প্রদান করা হয়। পরবর্তীতেকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩নং ধারা অনুযায়ী ২২-৩-৮৮ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪৭৩ নং স্মারক মারফত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বাঘাবাড়ী সরকারী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন ২২-৩-৮৮ ইং তারিখে রেজিষ্টেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪৭৩নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৩নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বাঘাবাড়ী সরকারী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৭১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-১৫/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৯৮৬), মেইন রোড, ডিমলা, নীলফামারী—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তারিখ : ৭-৭-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষ সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষ সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গৃহীত হইল।

বাদী পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন জবানবন্দি দিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদী অন এডমিশান প্র-১ চিহ্নিত হইল।

বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৮৬) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির কোন নির্বাচন সম্পন্ন করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির হন নাই। তাই মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হয়।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন ১৯-২-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই।

১ম পক্ষ সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর এর ২০-৫-৯৫ ইং তারিখের সশ্রপ/রং/টিইউ-৮৩/৯২/৮৩ নং স্মারকটি দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ২য় পক্ষের ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন পরীক্ষার জন্য ২য় পক্ষের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট বারবার লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন, কিন্তু ২য় পক্ষের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক সেইভাবে তাহা না করায় তিনি ৭-৫-৯৫ ইং তারিখে ডিমলা যান। তিনি সেখানে গিয়া উক্ত শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তার সাক্ষাৎ পান নাই এবং তিনি ঐ শ্রমিক ইউনিয়নের কোন কার্যালয় খুঁজিয়া পান নাই। ফলে, তিনি ২য় পক্ষের রিটার্ন পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। এখানে দেখা যাইতেছে, ১ম পক্ষের অভিযোগের আলোকে কোন কথা সহকারী শ্রম পরিচালক বলেন নাই। তবে তাহার প্রতিবেদনে একটি জিনিষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে ২য় পক্ষ ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই। সময়মত বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করিলে কোন শ্রমিক সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশন থাকিবার কথা নহে। অত্র মামলার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন অভিযোগ আনা না হইলেও উক্ত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের একটি কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি ২ বৎসর পর নির্বাচন করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য নাই। ১ম পক্ষের প্রতিনিধি আদালতকে জানান যে, ২য় পক্ষ আইন মত কোন রিটার্ন দাখিল না করায় তাহারা অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। ২য় পক্ষ অত্র মামলার নোটিশাদি পাওয়ার পরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আসেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের ডিমলা থানা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৮৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১০/৯৬

রেজিষ্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
বগুড়া ডিষ্ট্রিক্ট মটর ওনার্স এসোসিয়েশন,
(রেজিঃ নং রাজ-৩৩৪), রাজাবাজার, বগুড়া—দ্বিতীয় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৫, তারিখ : ৭-৭-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষ সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষ সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হইল।

বাদী পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

বাদী পক্ষ মামলায় কোন জবানবন্দি দিবেন না মর্মে মত প্রকাশ করেন।

বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি অন এডমিশন প্র-১ চিহ্নিত হইল।

বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তি শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বগুড়া ডিষ্ট্রিক্ট মটর ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৩৩৪) প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৮৭ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২১-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৫৩ নং স্মারকমূলে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ কোন বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় অত্র মামলা একতরফা বিচারের জন্য লওয়া হয়।

১ম পক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং তাঁহার অফিসের ২১-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৫৩ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদ :-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৮৭ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং তাই তাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষ ১৯৮৭ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক বিবরণী দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহারা অত্র মামলায় হাজির হন নাই। তাই ১ম পক্ষের বক্তব্য সঠিক ও সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/সমিতির বার্ষিক বিবরণী দাখিল করিতে বাধ্য এবং কোন রিটার্ন দাখিল না করায় আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। অত্র মামলায় ২য় পক্ষ ১৯৮৭-১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে অধিকারী। তাই ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বগুড়া ডিষ্ট্রিক্ট মটর ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৩৩৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গল।

সুধেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-১২/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
জয়পুরহাট জেলা ট্রাক্টর মালিক সমিতি,
(রেজিঃ নং রাজ-১০১৫), সদর রোড, জয়পুরহাট—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৫, তারিখ : ১-৭-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

মালিক পক্ষ সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষ সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

বাদী পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাদী পক্ষ ফিরিস্তি আকারে কিছু কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। তাহা অদ্য এ্যাডমিশন প্র-১ মার্ক হইল।

বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ জয়পুরহাট জেলা ট্রাক্টর মালিক সমিতি তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্টেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৫) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের সমিতির ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বাষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ১৮-১২-৯৫ তারিখের ২২৩৪ নং স্মারকমূলে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ কোন বাষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১ম পক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং তাহাদের অফিসের ১৮-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৩৫ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বাষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং তাই তাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় ২য় পক্ষ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বাষিক বিবরণী দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহারা অত্র মামলায় হাজির হন নাই। তাই ১ম পক্ষের বক্তব্য সঠিক ও সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোন ট্রেড ইউনিয়ন/সমিতি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/সমিতির বাষিক বিবরণী দাখিল করিতে বাধ্য এবং কোন রিটার্ন দাখিল না করিলে আইনে বিধান অনুযায়ী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। অত্র মামলায় ২য় পক্ষ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বাষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে অধিকারী। তাই ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের মুলাডলি রাজাপুর হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৬৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৩/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
মুলাডলি রাজাপুর হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-১০৬৩, মুলাডলি, ঈশ্বরদী, পাবনা—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৬, তারিখ : ১-৫-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

মালিক পক্ষ সদস্য জনাব আব্দুল লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষ সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

বাদীপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

বাদীপক্ষে ফিরিস্তি আকারে কিছু কাগজাদী দাখিল করিয়াছেন। তাহা অন এডমিশন প্র-১ মার্ক হইল।

বাদীপক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বাদীপক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ মুলাডলি রাজাপুর হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৬৩) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ১৮-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৩৫ নং স্মারকমূলে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ কোন বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় অত্র মামলা একতরফা বিচারের জন্য লওয়া হয়।

১ম পক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং তাহাদের অফিসের ১৮-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৩৪ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং তাই তাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক বিবরণী দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহারা অত্র মামলায় হাজির হন নাই। তাই ১ম পক্ষের বক্তব্য সঠিক ও সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/সমিতির বার্ষিক বিবরণী দাখিল করিতে বাধ্য এবং কোন রিটার্ন দাখিল না করিলে আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। অত্র মামলায় ২য় পক্ষ ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে অধিকারী। তাই ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের জয়পুরহাট জেলা ট্রাক্টর মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ১৮/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
হোটেল এণ্ড রেস্তরা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৪৬৩), জেলা নীলফামারী—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং-৪, তারিখ ৩-৮-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেয় নাই।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষী দিবেন না বলিয়া মৌখিকভাবে মত প্রকাশ করেন। বাদী পক্ষে দাখিলী কাগজাদী অন এডমিশান প্র-১ চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ হোটেল এণ্ড রেস্তরা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, নীলফামারী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৪৬৩) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির কোন নির্বাচন সম্পন্ন করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির হন নাই। তাই মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হয়।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ হোটেল এণ্ড রেস্তরা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন ইং ৩১-১০-৮৪ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৪নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ৮-৪-৯৫ তারিখের আরটিইউ/রাজ/৩৪৩/৮৪/৭৩৩ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের ২৪ নং ধারানুযায়ী ২ বৎসরের অধিক কাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় নির্বাচিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকেনা মর্মে এবং ১৯৯২-৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্নের স্বপক্ষে রেকর্ডপত্র হাজির করার জন্য বলা হইলেও তাহা অমান্য করার কারণে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি ২ বৎসর পর নির্বাচন করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের হোটেল এণ্ড রেস্তরা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, নীলফামারী এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৪৬৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ২১/৯

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহ বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
বাঘোপাড়া হাট বাজার লেবার ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-১০৭৫), বাঘোপাড়া, গকুল, বগুড়া—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং ৪, তারিখ : ৩-৮-৯

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষী দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন।

বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদী অন এডমিশন প্র ১ চিহ্নিত করা হইল। কাগজাদী ফিরিস্তি করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বাঘোপাড়া হাট বাজার লেবার ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৭৫) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের আর্থিক বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২০-১২-৯৫ ইং তারিখের ২২৫০ নং স্মারকমূলে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ কোন বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় অত্র মামলা একতরফা বিচারের জন্য লওয়া হয়।

১ম পক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং তাহাদের অফিসের ইং ২০-১২-৯৫ তারিখের ২২৫০ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করেন নাই এবং তাই তাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান

হয়, ২য় পক্ষ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক বিবরণী দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্বে নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহারা অত্র মামলায় হাজির হন নাই। তাই ১ম পক্ষের বক্তব্য সঠিক ও সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/সমিতির বার্ষিক বিবরণী দাখিল করিতে বাধ্য এবং কোন রিটার্ণ দাখিল না করিলে আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। অত্র মামলায় ২য় পক্ষ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে অধিকারী। তাই ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বাঘোপাড়া হাট বাজার লেবার ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১০৭৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ২৫/৯৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মাদারগঞ্জ হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-৪৬৪৬), মাদারগঞ্জ, গুপিগ্রাম জেলা রংপুর—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং-৪, তারিখ ৭-৮-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি হাজিরা প্রদান করিয়াছেন। ২য় পক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল।

১ম পক্ষের ইং ১৬-১১-৯৫ তারিখের আরটিইউ/রাজ/২০৩৯ নং স্মারক ফিরিস্তি মোতাবেক দাখিল করা হইয়াছে এবং তাহা প্রদঃ-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধির বক্তব্য শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ মাদারগঞ্জ হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৪৬) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ৬-১-৮৮ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থণা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির হন নাই। তাই মামলাটি একতরফাভাবে নিস্পত্তির জন্য গৃহীত হয়।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে ২য় পক্ষ মাদারগঞ্জ হাট-হাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ইং ৬-১-৮৮ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ১৬-১১-৯৫ তারিখের আরটিইউ/রাজ/২০৩৯ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩ নং ধারানুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের মাদারগঞ্জ হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ৬৪৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৯/৯৬

রেজিষ্ট্রেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, পাটগ্রাম উপজেলা ব্যবসায়ী সমিতি,
(রেজিঃ নং রাজ-১০০৭), পোষ্ট অফিস রোড, পাটগ্রাম, লালমনিহরহাট—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-৪ তাং ৫-৮-৯৬ ইং

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষে মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই বা তদবিরও করেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গৃহীত হইল।

বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

বাদী পক্ষে মামলার কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন।

বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদী ফিরিস্তি করা হইল। তাহা স্বীকারোক্তিমূলে প্র-১ চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ পাটগ্রাম উপজেলা ব্যবসায়ী সমিতি, লালমনিরহাট তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৭) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের সমিতির ১৯৯৩ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৩-৪-৯৫ ইং তারিখের ৮৫৭ নং স্মারকমূলে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্বে নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ কোন বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় অত্র মামলা একতরফা বিচারের জন্য লওয়া হয়।

১ম পক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং তাহাদের অফিসের ইং ২৩-৪-৯৫ তারিখের ৮৫৭ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষ তাহাদের সমিতির সংবিধানের ১২ নং ধারা অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিক কাল কোন নির্বাচন করেন নাই এবং ১৯৯৩ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের

বিবরণী দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্বে নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহারা অত্র মামলায় হাজির হন নাই। তাই ১ম পক্ষের বক্তব্যসঠিক ও সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/সমিতির বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল এবং প্রতি দুই বৎসর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য এবং কোন রিটার্ণ দাখিল না করিলে ও নির্বাচন অনুষ্ঠান না করিলে আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। অত্র মামলায় ২য় পক্ষ ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে অধিকারী। তাই ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের পাটগ্রাম উপজেলা ব্যবসায়ী সমিতি, লালমনিরহাট এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০৫৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ২০/৯৬

রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-১০১৫), বাজার ষ্টেশন, সিরাজগঞ্জ—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তারিখ ৫-৮-৮৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নরে প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ মামলায় অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই বা তদবিরও করেন নাই

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গৃহীত হইল।

বাদী পক্ষের রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

বাদী পক্ষে মামলায় কোন স্বাক্ষী পরীক্ষা করিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

বাদী পক্ষের ফিরিস্ত করিয়া দাখিলী কাগজাদি স্বীকারোক্তি মূলে প্র-১ চিহ্নিত করা হইল।

বাদীপক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজি: নং রাজ-১০১৫) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয় ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ১৮-১২-৯৫ তারিখের ২২৩৩ নং স্মারকমূলে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ কোন বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় অত্র মামলা একতরফা বিচারের জন্য লওয়া হয়।

১ম পক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং তাহাদের অফিসের ১৮-১২-৯৫ তারিখের ২২৩৩ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করেন নাই এবং তাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক বিবরণী দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহারা অত্র মামলায় হাজির হন নাই। তাই ১ম পক্ষের বক্তব্য সঠিক ও সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমিতির বার্ষিক বিবরণী দাখিল করিতে বাধ্য এবং কোন রিটার্ণ দাখিল না করিলে আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। অত্র মামলা ২য় পক্ষ ১৯৯২—৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে অধিকারী। তাই ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজি: নং রাজ-১০১৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ২২/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বগুড়া জেলা চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতি,
(রেজিঃ নং রাজ ১১০৭), নওয়াব বাড়ী, রোড বগুড়া—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তারিখ ৫-৮-৯৬।

অদ্য মামলাটি এক তরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরাদাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই বা তদবিরও করেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গৃহীত হইল।

বাদী পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

বাদী পক্ষের ফিরিস্তি করিয়া দাখিলী কাগজাদি স্বীকারোক্তিমূলে প্র-১ চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বগুড়া জেলা চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতি তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১০৭) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের সমিতির ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয় ব্যয়ের বিবরণী ১ম পেক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২০-১২-৯৫ তারিখের ২২৪৬ নং স্মারকমূলে

২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ কোন বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় অত্র মামলা একতরফা বিচারের জন্য লওয়া হয়।

১ম পক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং তাহাদের অফিসের ২০-১২-৯৫ তারিখের ২২৪৬ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করেন নাই এবং তাই তাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ১৯৯৩-৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহারা অত্র মামলায় হাজির হন নাই। তাই ১ম পক্ষের বক্তব্য সঠিক ও সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমিতির বার্ষিক বিবরণী দাখিল করিতে বাধ্য এবং কোন রিটার্ন দাখিল না করিলে আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। অত্র মামলায় ২য় পক্ষ ১৯৯৩-৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোকাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার তাই ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর ও মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বগুড়া জেলা চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজি: নং রাজ-১১০৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং ৯/১৯৯৬

আপীলকারী : ১। মো: একরামুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মো: গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক,
প্রস্তাবিত অটো টেম্পু মালিক সমিতি, সান্তাহার, বগুড়া।

বনাম

রেসপনডেন্ট : রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

১। জনাব মো: কোরবান আলী, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব এস, এম সাইফুদ্দিন আহমেদ, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব আনোয়ারুল হক, মালিক পক্ষ]

২। জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

মঙ্গলবার, ২৩শে জুলাই, ১৯৯৬

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার আপীল মামলা।

আপীলকারীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহারা ২৮-৪-৯৫ তারিখে সান্তাহার থানার ১৯ জন অটোটেম্পুর মালিক এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত "অটোটেম্পু মালিক সমিতি" গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাহারা সমিতির গঠনতন্ত্র অনুমোদন করিয়া ১ নং আপীলকারী মো: একরামুল ইসলামকে সভাপতি ও ২ নং আপীলকারী মো: গোলাম মোস্তফাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া তাহাদের প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করেন। আপীলকারীগণ ৬-৬-৯৫ তারিখে রেসপনডেন্ট, রেজিষ্ট্রার, ট্রেডইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বরাবর রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। রেসপনডেন্ট গত ১৮-৬-৯৫ইং তারিখের আরটিইউরাজ/১১৬৬ নং পত্র মোতাবেক কিছু আপত্তি উত্থাপন করিয়া আপীলকারীগণকে তাহা সংশোধন করিবার নির্দেশ দিলে আপীলকারীগণ ২৭-৬-৯৫ তারিখে ত্রুটিসমূহ সংশোধন করিয়া দেন। রেসপনডেন্ট একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা আপীলকারীগণের প্রস্তাবিত সমিতির অস্তিত্ব ও গঠন সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করার এবং তদন্ত প্রতিবেদনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু রেসপনডেন্ট তাঁহার ৫-৮-৯৫ তারিখের আরটিইউ রাজ/২৩২৭ নং পত্রে অন্যায় ও বে-আইনীভাবে আপীলকারীগণের আবেদন প্রত্যাখান করেন। তাই অত্র আপীল মামলার উদ্ভব হয়।

রেসপনডেন্ট পক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

রেসপনডেন্ট পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আপীলকারী পক্ষ ৬-৬-৯৫ তারিখে "অটোটেম্পু মালিক সমিতি" নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন দাখিল করেন। রেসপনডেন্ট পক্ষ উক্ত আবেদনপত্র কিছু ভুলত্রুটি পাইয়া তাহা সংশোধন করিয়া দিতে বলিলে আপীলকারী পক্ষ ২৭-৬-৯৫ তারিখে সংশোধন করিয়া দেন। রেসপনডেন্ট পক্ষ তাঁহার ১৮-৬-৯৫ তারিখের পত্রে সান্তাহার এলাকায় কতজন অটোটেম্পু মালিক আছেন তাহার একটি সনদপত্র বি, আর, টি, এ, হইতে দাখিল করিবার নির্দেশ দেন, কিন্তু আপীলকারী পক্ষ তাহা দাখিল না করায় রেসপনডেন্ট তাঁহার ৫-৮-৯৫ তারিখের ২৩৯৭ নং পত্রের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(২) ধারা মোতাবেক তাহাদের আবেদন রিজেক্ট করেন। আপীলকারী পক্ষ ৬০ দিনের পরে অত্র মামলা দায়ের করায় তাহারা কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

এখন দেখা যাক আপীলকারী পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা।

স্বীকৃত মতে আপীলকারীদ্বয়সহ সান্তাহারের ১৯ জন অটোটেম্পু মালিক ২৮-৪-৯৫ তারিখে এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত "অটোটেম্পু মালিক সমিতি" গঠন করিয়া প্রস্তাবিত সমিতির গঠনতন্ত্র অনুমোদন করেন এবং আপীলকারীদ্বয়কে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন এবং তাহাদের প্রস্তাবিত সমিতি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য তাহাদের আপীলকারীদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই মোতাবেক আপীলকারীগণ ৬, ৬, ৯৫ তারিখে প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করিলে রেসপনডেন্ট পক্ষ তাহাদের ১৮-৬-৯৫ তারিখে আরটিইউ রাজ-১১৬৬ নং স্মারকমূলে কিছু আপত্তি উৎথাপন করিয়া তাহা সংশোধনের জন্য বলিলে আপীলকারী পক্ষ ২৭-৫-৯৫ তারিখে আপত্তিসমূহ সংশোধন করিয়া দেন। পরে রেসপনডেন্ট পক্ষ বিষয়টি তদন্ত করাইয়া লন। কিন্তু আপীলকারী বি, আর, টি, এ, হইতে সান্তাহার এলাকার অটোটেম্পু মালিকের সংখ্যা সম্বলিত কোন সার্টিফিকেট দাখিল না করায় রেসপনডেন্ট পক্ষ তাঁহার ৫-৮-৯৫ তারিখের ২৩৯৭ নং পত্র মোতাবেক রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করেন। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে, আপীলকারী পক্ষ সান্তাহার এলাকা অটোটেম্পু মালিকের সংখ্যা সম্বলিত বি, আর, টি, এ সার্টিফকেট দাখিল না করায় তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন রেসপনডেন্ট প্রত্যাখান করেন। প্রদর্শন-৪ হইল রেসপনডেন্ট পক্ষের ১৮-৬-৯৫ তারিখের আরটিইউ(রাজ)১১৬৬ নং স্মারক। উক্ত স্মারকে (প্রদঃ-৪) রেসপনডেন্ট পক্ষ উল্লেখ করেন যে, উল্লেখিত এলাকায় মোট কতজন অটোটেম্পু মালিক আছে সেই মর্মে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানব্যক্তির নিকট হইতে সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে। আপীলকারী পক্ষ তাহাদের আপীলের দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে ১৯ জন অটোটেম্পু মালিক প্রস্তাবিত সমিতি গঠন করেন। আপীলকারগণ যে ১৯ জনে প্রস্তাবিত সমিতি গঠন করিয়াছেন তাহা রেসপনডেন্ট অস্বীকার করেন নাই। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(১)(২) ধারার বিধানমতে

কোন শ্রমিক বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যার ৩০% ভাগ সদস্যভুক্ত না হইলে উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার অধিকারী হইবে না। কিন্তু মালিক পক্ষ যদি কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি গঠন করেন সেখানে মোট মালিকের শতকরা কত ভাগ মালিক উক্ত সমিতির সদস্য হইবেন তাহার কোন সংখ্যা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে সমিতির রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই সুতরাং অত্র মামলার ক্ষেত্রে বি, আর, টি, এ কর্তৃক বা কোন যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাপ্তাহার এলাকার অটোটেম্পু মালিকের সংখ্যা সম্বলিত কোন সার্টিফিকেট যদি আপীলকারী পক্ষ দাখিল না করেন তাহাতে তাহাদের প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন পাইবার কোন বাধা থাকে না। সুতরাং রেসপনডেন্ট পক্ষের বি, আর, টি, এ, কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন সার্টিফিকেট দাখিল না করার জন্য আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করা সঠিক ও বৈধ হয় নাই। সুতরাং উপরের আলোচনার আলোকে আপীলকারী পক্ষ তাহাদের প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন পাইতে হকদার।

রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, আপীলকারী পক্ষ তাহাদের আবেদন প্রত্যাখানে ৬০ দিনের মধ্যে অত্র মামলা না করায় অত্র মামলা তামাদি বারিত। কোন প্রস্তাবিত সমিতি রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান হওয়ার পরে ৬০ দিনের মধ্যে মামলা করিতে হইবে মর্মে শিল্প সম্পর্ক কোন কথা বলা হইয়াছে মর্মে রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি দেখাইতে পারে নাই। বরং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রেজিষ্ট্রার ৬০ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন দিতে দেরী করিলে উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন শ্রম আদালতে মামলা করিতে পারিবে। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে অত্র মামলা তামাদি বারিত নহে। এবং তাই রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধির বক্তব্যে কোন সারমর্ম নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আপীলকারী পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও (আপীল) মামলা একমাত্র রেসপনডেন্টের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

রেসপনডেন্ট পক্ষকে আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত "অটোটেম্পু মালিক সমিতি" সাপ্তাহারকে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান ও সার্টিফকেট ইস্যু করিতে বলা হইল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৪-১৯৯৬ইং

মোঃ আবদুল হাই মিয়া, সাধারণ সম্পাদক, নগরবাড়ী, ঘাট কাশিনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, পাবনা (রেজিঃ নং রাজ-৩৮১)—দরখাস্তকারী

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী

সদস্যগণ ১। জনাব আনোয়ারুল হক, মালিক পক্ষ।
২। জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।
বৃহস্পতিবার ১লা আগষ্ট ১৯৯৬ইং

১। জনাব কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা একটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ও ৩৪ ধারার মামলা।

প্রার্থী মোঃ আবদুল হাই, সাধারণ সম্পাদক, নগরবাড়ী ঘাট কাশীনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, পাবনা (রেজিঃ নং রাজ-৩৮১) এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নগরবাড়ী ঘাট কাশিনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন একটি রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত বৈধ ট্রেড ইউনিয়ন এবং প্রতিপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি সংবিধান দ্বারা ও ট্রেড ইউনিয়নের বিধি-বিধান মতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। উক্ত নগরবাড়ী ঘাট কাশিনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর পরিচালিত হইয়া আগাকালীন ইউনিয়নের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পাবনা জেলার প্রায় সকল থানার কিছু কিছু পরিবহন শ্রমিক উক্ত ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ করিবার আবেদন করায় এবং ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা পাবনা জেলার পরিবহন শিল্পে নিয়োজিত মোট সদস্যের ৩০% এর অধিক হওয়ায় ইউনিয়নের কার্যক্রম পাবনা জেলা ব্যাপী বিস্তারের জন্য নগরবাড়ী ঘাট কাশীনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের গঠনতন্ত্র ও সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ইং ১১-৬-৯৫ তারিখে এক বিশেষ সাধারণ সভায় আহবান করেন, যাহাতে ৮৫% জন সদস্যের উপস্থিতিতে ইউনিয়নের সংবিধানের ১ম ও ৪র্থ ধারার প্রস্তাবিত সংশোধনীর উপর আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং উক্ত সংশোধনী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভের প্রার্থনা করিয়া ইং ২১-৬-৯৫ তারিখে আবেদন করা হয়। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী ইউনিয়নের প্রস্তাবিত সংশোধনীর অনুমোদনের আবেদন প্রাপ্তির পর দীর্ঘদিন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে প্রার্থী ইং ১২-১২-৯৫ ও ২৪-২-৯৬ তারিখে পুনরায় সংশোধনীর অনুমোদন প্রদানে

জন্য অনুরোধ করিলে প্রতিপক্ষ ইং ১৩-৪-৯৬ তারিখের অফিস স্মারকমারফত কিছু কাগজপত্র দাখিলের নির্দেশ দেন। প্রার্থী যথাসময়ে উক্ত কাগজপত্র প্রতিপক্ষের বরাবর দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ ঐ কাগজপত্র ও আইনের বিধান উপেক্ষা করিয়া অন্যান্য ও বেআইনীভাবে ইং ২৫-৫-৯৬ তারিখে প্রার্থীর ইউনিয়নের প্রস্তাবিত সংশোধনীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তাই প্রার্থী অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া একখানা লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

প্রতিপক্ষের মামলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রার্থী নগরবাড়ী ঘাট কাশিনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৩৮১), গত ইং ২১-৬-৯৬ তারিখে ঐ সংগঠনের রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ১ ও ৪ নং ধারা সংশোধন পূর্বক অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন। প্রতিপক্ষ তাহাদের কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া আরও কিছু কাগজপত্র দাখিলের জন্য প্রার্থীকে ইং ১৩-৪-৯৬ তারিখের ৩৩০নং পত্রের মাধ্যমে নির্দেশ দেন। কাগজপত্র দাখিল করার পর দেখা যায় যে পাবনা জেলায় মোট কতজন মটর শ্রমিক কর্মরত আছেন সেই সম্পর্কে বি, আর, টি, এ, (ধারা ২ (ক) (৯) আই, আর, ও, ১৯৬৯) এর সনদ পত্র নাই। তাহাদের নিকট হইতে সনদপত্র না পাওয়ায় এবং প্রার্থীপক্ষে ইং ১১-৬-৯৫ তারিখের সভায় কতজন শ্রমিক এর উপস্থিতিতে সংশোধন অনিয়ম করা হইয়াছে যাহা রেজুলেশনে উল্লেখ না থাকায় প্রতিপক্ষ ইং ২৩-৫-৯১ তারিখের ৫১ নং পত্রের মাধ্যমে তাহাদের আবেদন প্রত্যাখান করেন। তাই প্রার্থী পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন এবং অত্র মামলা খারিজ হইবে।

এখন দেখা যাক প্রার্থী পক্ষ প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নের প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুমোদন দানের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশের আদেশ পাইতে পারেন কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

স্বীকৃত মতে নগরবাড়ী ঘাট কাশিনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, পাবনা, একটি রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন যাহার রেজিঃ নং রাজ-৩৮১। প্রার্থীর মামলার বিবরণ এই যে তাহাদের ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা পাবনা জেলার পরিবহন শিল্পে নিয়োজিত মোট সদস্যের ৩০% এর অধিক হওয়ায় এবং ইউনিয়নের কার্যক্রম পাবনা জেলা ব্যাপী বিস্তারের জন্য তাহাদের গঠনতন্ত্র ও সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ইং ১১-৬-৯৫ তারিখে এক বিশেষ সাধারন সভার আহবান করা হয় এবং উক্ত সভায় ৮৫% জন সদস্যের উপস্থিতিতে ইউনিয়নের সংবিধানের ১ম ও ৪র্থ ধারার প্রস্তাবিত সংশোধনীর উপর আলোচনা অন্তে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সেই মর্মে তাহাদের সংশোধিত সংবিধান অনুমোদনের প্রার্থনা করিয়া ইং ২১-৬-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন করেন। প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় প্রার্থী ইং ১২-১২-৯৫ ও ২৪-২-৯৬ তারিখে পুনরায় প্রতিপক্ষকে সংশোধিত সংবিধান অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করেন। প্রতিপক্ষ ইং ১৩-৪-৯৬ তারিখের আদেশমূলে কিছু কাগজপত্র দাখিল করিবার নির্দেশ দিলে প্রার্থী তাহা দাখিল করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহাবিবেচনা না করিয়া ইং ২৩-৫ ৯৬ তারিখে বেআইনীভাবে প্রার্থীর আবেদন নামঞ্জুর করেন। প্রতিপক্ষকে বলা হয় যে, প্রার্থী বি, আর, টি, এ, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত পাবনা জেলার কর্মরত মটর শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখ কোন সনদপত্র দাখিল করেন নাই এবং ১১-৬-৯৫ ইং তারিখের মিটিং এ কতজন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন তাহা রেজুলেশনে উল্লেখ না করায় ইং ২৩-৫-৯৬ তারিখে প্রার্থীর আবেদন নামঞ্জুর করা হয়।

প্রার্থী তাহার ইউনিয়নের সংবিধানের ১ ও ৪ ধারার কি সংশোধন আনিয়াছিলেন তাহা তাহাদের আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন নাই। প্রদর্শন ৬ হইল সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ইং ১১-৬-৯৫ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার বিবরনী। প্রদঃ ৬ হইতে প্রতিয়মান হয় যে উক্ত সভায় ইউনিয়নের ৮৫% জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং পাবনা জেলার পরিবহন শ্রমিকদের ৩০% এর অধিক তাহাদের ইউনিয়নের সদস্য থাকায় তাহাদের ইউনিয়নের নাম "নগরবাড়ী ঘাট কাশিনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন" পরিবর্তন করিয়া "পাবনা জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন" নামকরণ করার প্রস্তাব করেন এবং সংবিধানের ৪ ধারায় সংশোধনের কথা সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। প্রদঃ ৮ হইল নগরবাড়ী ঘাট কাশিনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নর সংবিধান গঠনতন্ত্র। প্রদ-৮ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ইউনিয়নের সদস্যগন তাহাদের ইউনিয়নের নাম "পাবনা জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রদঃ-৮ হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের সংবিধানের ৪ ধারা "জাতী, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলা, সুজানগর উপজেলা ও সাথিয়া উপজেলার বাস, ট্রাক, মিনিবাস, ট্র্যাংকলরীতে ও নাইট কোচে কর্মরত সকল মটর শ্রমিক যেমন ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর, হেলপার এবং কেরানী ইত্যাদি সংবিধানের বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পরিবেন এবং আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত ফর্মে আবেদন করিতে হইবে" পরিবর্তন করিয়া "জাতী, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে পাবনা জেলার সবকয়টা থানার বাস, মিনিবাস, ডে-কোচ, নাইট কোচ কর্মরত কল মটর শ্রমিক ড্রাইভার, কনডাক্টর, ও হেলপার এবং কেরানী ইত্যাদি সংবিধানের বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত ফর্মে আবেদন করিতে হইবে।" এইভাবে সংশোধিত হইবে। উপরের আলোচিত সংশোধনী অতি সাধারণ বিষয়। উক্ত সংশোধনীর দ্বারা ইউনিয়নের কাজের আকৃতি বা প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। প্রদঃ-২ হইল প্রতিপক্ষের ১৩-৪-৯৬ তারিখের আর টি ইউ রাজ ৩৩০ নং স্মারক। উক্ত স্মারক (প্রদঃ-২) হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিপক্ষ প্রার্থীপক্ষের সংশোধিত সংবিধানের অনুমোদন চাহিয়া প্রার্থনা করিলে মূল সনদপত্র ও বর্তমান সদস্যগনের তালিকা (১২৬০) জন সম্পর্কীয় কাগজপত্র ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবার নির্দেশ দেন। প্রদঃ-৩ হইল নগরবাড়ী ঘাট কাশিনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউয়নয়নের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরিত ইং ১৫-৪-৯৬ তারিখের আবেদনের কপি। প্রদঃ-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রতিপক্ষের ইং ১৩-৪-৯৬ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক মূল সনদপত্র ও সদস্য তালিকা ৩(তিন) কপি দাখিল করেন এবং প্রতিপক্ষের দপ্তরের কোন কর্মচারী তাহা গ্রহণ করেন। প্রদঃ-২ এ কিসের মূল সনদপত্র চাওয়া হইয়াছে তাহার উল্লেখ নাই। তবে প্রতিপক্ষ তাহার ইং ১৩-৪-৯৬ তারিখের পত্রে প্রার্থীপক্ষকে যে বি, আর টি, এ, এর সনদপত্র দাখিল করিতে বলেন নাই তাহা সুস্পষ্ট। সুতরাং কিসের মূল সনদপত্রের অভাবে প্রতিপক্ষ প্রার্থী পক্ষের ইউনিয়নের সংবিধানের সংশোধন অনুমোদন করেন নাই তাহা স্পষ্ট নহে। প্রদঃ-১০ হইল প্রার্থীপক্ষের ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের তালিকা (ফরম পি)। প্রদঃ-১০ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থীপক্ষের ইউনিয়নে ১২৬০ জন সদস্য রহিয়াছেন এবং তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রতিপক্ষের চাহিদা মোতাবেক কাগজপত্র প্রার্থী পক্ষ সরবরাহ করিয়াছেন। এখন দেখা যাক প্রার্থী পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা। ইহা স্বীকৃত যে প্রার্থী পক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ১২৬০ জন। প্রার্থী পক্ষ পাবনা জেলার বাস-মিনিবাস মালিক সমিতি পাবনায় সাধারণ সম্পাদকের প্রত্যায়ন পত্র (প্রদঃ-৭) দাখিল করিয়াছেন। উক্ত প্রত্যায়ন পত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পাবনা জেলায় বাস-মিনিবাস, দিবা ও রাত্রিকালিন কোচে ৩০০০ (তিন

হাজার) জন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত আছেন। শুনানীকালে প্রতিপক্ষ অত্র প্রত্যায়নপত্র সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নাই। তাহা ছাড়া প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি পাবনা জেলায় পরিবহন সংক্রান্ত আরও শ্রমিক আছে বলিয়া কোন বক্তব্য রাখেন নাই। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রার্থীপক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের বিধিবদ্ধ সংখ্যক এর চেয়ে বেশী শ্রমিক আছেন। তাহা ছাড়া অত্র মামলার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি কোন তর্কিত বিষয় নহে। কারণ ইতিপূর্বে প্রতিপক্ষ প্রার্থী পক্ষের ট্রেড ইউনিয়নকে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিয়াছেন।

স্বীকৃত মতে প্রার্থী তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নের সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধন অনুমোদনের জন্য প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন করেন। ১৯৭৭ সনের শিল্প সম্পর্কে বিধিমালার ১১ ধারা মোতাবেক কোন ট্রেড ইউনিয়ন তাহার নাম পরিবর্তন বা প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন করিলে পরিবর্তনের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের সম্পাদক বা সভাপতি, নিবন্ধকের কাছে তাহা অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট জমা দিবেন। অত্র মামলার প্রার্থী মোঃ আবদুল হাই, নগরবাড়ী ঘাট কাশিনাথপুর ত্রিবেনী সড়ক পরিবহনশ্রমিক ইউনিয়ন এর সাধারণ সম্পাদক। তাহার বর্ণনামতে ইং ১১-৬-৯৫ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভায় তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নের সংবিধান গ্রহ তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করিয়া এক সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন এবং তাহা অনুমোদনের জন্য ইং২১-৬-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষ (নিবন্ধক, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ) এর নিকট আবেদন করেন। উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থীপক্ষ আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধন করেন এবং তাহা অনুমোদনের জন্য প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন করেন। আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রার্থী পক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেন। উপরের আলোচনার আলোকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইলাম যে, প্রতিপক্ষ প্রার্থী পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক অনুমোদনের আবেদন সঠিকভাবে মুল্যায়ন না করিয়া প্রত্যাখান করিয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক অত্র মামলার প্রতিকার পাইতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব;

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

প্রতিপক্ষের ইং ২৩-৫-৯৬ তারিখের ৫১৬ নং পত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত আদেশ রদ ও রহিত হয় এবং প্রতিপক্ষকে প্রার্থী পক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের সংবিধানের সংশোধনের যথারীতি অনুমোদন দেওয়ার জন্য বলা হইল।

সুখেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-১১/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ

বনাম

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক,
ইশ্বরদী উপজেলা মটর মালিক সমিতি,
(রেজিঃ নং রাজ-৬৪৩), ইশ্বরদী পাবনা ২য় পক্ষ

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি

আদেশ নং -৫, তারিখ ৯-৭-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষ সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষ সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা বোর্ড গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হইল।

বাদী পক্ষে রেজিঃ অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য গৃহীত হইল।

বাদী পক্ষ মামলার কোন জবানবন্দি দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন।

বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ অন এডমিশান প্র-১ ও ২ চিহ্নিত হইল। কাগজাদি ফিরিস্তি করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় মামলা

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ ইশ্বরদী উপজেলা মটর মালিক সমিতি তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৪৩) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহাদের সমিতির ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরনী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ১৮-১২-৯৬ তারিখের আরটিইউ ২২৩৬ নং স্মারকমূলে ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ

কোন বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির না হওয়ায় অত্র মামলা একতরফা বিচারের জন্য লওয়া হয়;

১ম পক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং তাঁহার অফিসের ইং ১৮-১২-৯৫ তারিখের ২২৩৬ নং স্মারক ও ২২-৭-৯৫ ইং তারিখের ১৩৩৪ নং স্মারক যাহা যথাক্রমে প্রদর্শন-১ ও২ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করেন নাই এবং তাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। প্রঃ-২ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষ ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল না করায় উক্ত পত্র (প্রঃ-২) প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের রিটার্ন দাখিল করিতে বলা হয় এবং প্রঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক বিবরনী দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহারা অত্র মামলায় হাজির হয় নাই। তাই প্রথম পক্ষের বক্তব্য সঠিক ও সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/সমিতির বার্ষিক বিবরনী দাখিল করিতে বাধ্য এবং কোন রিটার্ন দাখিল না করার আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল যোগ্য। অত্র মামলায় ২য় পক্ষ ১৯৯২ হইতে ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে অধিকারী। তাই ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের ঈশ্বরদী উপজেলা মটর মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৬৪৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং-৭/১৯৯৬

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব আবদুল লতিফ খান চৌধুরী, মালিক পক্ষ।
২। জনাব কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

বৃহস্পতিবার ১১ই জুলাই ১৯৯৬

১। মোঃ আলতাফ হোসেন, সভাপতি,

২। কে, এম, আসাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক,
এল, সি, সি, এণ্ড এফ এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
সাং-সিপি রোড, পোঃ-বাংলাহিলি, থানা-হাকিমপুর, জেলা-দিনাজপুর—আপীলকারীগণ।

বনাম

রেজিষ্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১নং রেসপনডেন্ট।

২। মোঃ আশরাফ আলী, সভাপতি,

৩। মোঃ এমদাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ৮৮৩)।

৪। মোঃ নুরু, সভাপতি,

৫ মোঃ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৪)।

৬ আব্দুল লতিফ, সভাপতি,

৭। মোঃ আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৬)।
২ হইতে ৭নং ক্রমিক পর্যন্ত পক্ষভুক্ত রেসপনডেন্ট।

১। জনাব কোরবান আলী, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১নং রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি।

৩। জনাব খাজা মইনুদ্দীন, ২-৭নং রেসপনডেন্ট পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার আপীল মামলা।

আপীলকারীগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আপীলকারীগণ এবং তাহাদের অন্যান্য সদস্যগণ সর্বমোট ১৪৫ জন শ্রমিক ১-৯-৯৫ ইং তারিখে এক সাধারণ সভায় মিলিত হন এবং ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশন কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের জন্য কমিটি গঠন, সংবিধান অনুমোদন এবং রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ১ ও ২নং আপীলকারীগণকে যথাক্রমে তাহাদের প্রস্তাবিত "ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং

এজেন্ট এসোসিয়েশন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন'' এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন। ১৬-১০-৯৫ ইং তারিখে ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এসোসিয়েশন বাংলাহিলি, দিনাজপুর একটি প্রত্যায়ন পত্র দ্বারা প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির স্বীকৃতি দেন। আপীলকারীগণ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের জন্য রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর ২৭-১১-৯৫ ইং তারিখে আবেদন করেন। রেজিষ্ট্রারের পক্ষে একজন কর্মকর্তা ২০-১২-৯৫ ইং তারিখে ইউনিয়নটি সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সকল রেকর্ডপত্র তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী প্রস্তাবিত ইউনিয়ন আইন অনুযায়ী গঠিত হওয়া সত্ত্বেও, ২৬-১২-৯৫ ইং তারিখের আদেশবলে নামঞ্জুর করেন এবং মন্তব্য করেন যে উক্ত এলাকায় একই শ্রেণীর তিনটি ইউনিয়ন রহিয়াছে। বাংলাহিলি ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড এজেন্ট এসোসিয়েশনের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কুলি শ্রমিকদের কোন ইউনিয়ন নাই। রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী তাহার ২৬-১২-৯৫ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২২৭৭ নং পত্রে কথিত তিনটি ইউনিয়নের নাম উল্লেখ করে নাই। তাঁহার উক্ত আদেশ আইনানুগ নহে। তাই আপীলকারী পক্ষ অত্র আপীল মামলা দায়ের করেন।

১নং রেসপনডেন্ট রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ও পক্ষভুক্ত রেসপনডেন্ট নং-২ হইতে ৭ পৃথক-পৃথক লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র আপীল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

১নং রেসপনডেন্টের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আপীলকারীগণ ২৭-১১-৯৫ ইং তারিখে তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বগুড়া আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ করা হয়। বগুড়া আঞ্চলিক অফিস ২০-১২-৯৫ ইং তারিখে সরেজমিনে তদন্ত এবং জানা যায় প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কোন নিজস্ব অফিস নাই। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সভায় ১৪৫ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সদস্য সংখ্যা দেখানো হইয়াছে ২২৫ জন। ১-৯-৯৫ ইং তারিখের সভার সভাপতি ছিলেন কে, এম, আসাদ আলী অথচ সংগঠনের সভাপতি করা হইয়াছে জনাব মোঃ আলতাফ হোসেনকে। সাধারণ সভায় ১৪৫ জন শ্রমিকের উপস্থিতিতে কার্যকরী কমিটি করা হয় ১২ জনের যাহা আই, আর, ও/৭৭ এর ৬(১) ধারার পরিপন্থি। বাংলাহিলি এলাকায় তিনটি রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন যথা (১) বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৮৮৩), (২) বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৪) ও (৩) হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৬) রহিয়াছে। একই এলাকায় ৪র্থ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার কোন বিধান না থাকায় আপীলকারীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। এল, সি, সি এণ্ড এফ এজেন্ট-এসোসিয়েশনের নিজস্ব কোন ষ্টক ইয়ার্ড বা গোডাউন নাই। সমস্ত ষ্টক ইয়ার্ড ও গোডাউন কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের আওতাধীন। তাই এজেন্টগণের কোন নিজস্ব শ্রমিক থাকিতে পারে না এবং প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকগণ এজেন্টগণের নিজস্ব শ্রমিক নয়।

কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ তাহাদের ১৩-১-৯৬ ইং তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন যে কিছু অসৎ এজেন্ট তাহাদের স্বার্থ হানীর জন্য নূতন একটি শ্রমিক সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশনের চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং আপীলকারীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং তাহাদের আবেদন নামঞ্জুর হইবে।

২-৭নং রেসপনডেন্ট পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তর্কিত এলাকায় বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৮৮৩), বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৪) ও হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ই নিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৬) নামে তিনটি শ্রমিক সংগঠন রহিয়াছে এবং ঐ শ্রমিক ইউনিয়নগুলি জেলার হাকিমপুর থানাধীন বাংলাহিলি স্থল কাষ্টমস গোডাউন ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত কাষ্টমস ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্টগণের গোডাউন ষ্টক ইয়ার্ডে নিয়োজিত কুলি শ্রমিক সমন্বয়ে রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করিয়া যথারীতি কাজকর্ম করিতেছেন। সম্প্রতি কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টগণ শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে গোপনে মালামাল লোড আনলোডের কাজ কিছু অশ্রমিক ও তাহাদের হাতের সন্ত্রাসী লোকের দ্বারা সম্পন্ন করাইতে থাকিলে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তায় বাংলাহিলি কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন গোডাউনসমূহে উক্ত ইউনিয়নসমূহের শ্রমিক দ্বারা কাজ করাইবার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। ইহাতে ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্টগণ ক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারীদের লইয়া একটি মনগড়া ইউনিয়ন গঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করেন যাহা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ্য যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাকিমপুর থানা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং আপীলকারীগণ বাংলাহিলি কাষ্টমস কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের নিয়মিত সদস্য। সভাপতি লিয়াকত আলী দিনাজপুর জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। আপীলকারীগণ ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্টগণের ছত্র ছায়ায় অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন। আপীলকারীগণ কোন রেজিষ্ট্রেশনের আদেশ প্রাপ্ত হইলে এলাকায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইবে। তাই অত্র আপীল মামলা খরচাসহ নামঞ্জুর হইবে।

এখন দেখা যাক আপীলকারীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদের প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইবার হকদার কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

ইহা অস্বীকৃত নয় যে, আপীলকারীগণ এবং অন্যান্য সদস্যগণ সর্বমোট ১৪৫ জন শ্রমিক ১-৯-৯৫ ইং তারিখের এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত "ল্যাণ্ড কাষ্টমস" ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাহিলি" নামে একটি শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠন করেন এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কমিটি গঠন, সংবিধান অনুমোদন এবং রেজিষ্ট্রেশন পাইবার জন্য আপীলকারীদ্বয়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে, আপীলকারীগণ তাহাদের প্রস্তাবিত

ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাইবার জন্য ২৭-১১-৯৫ ইং তারিখে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বরাবর একখানা দরখাস্ত দাখিল করিলে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীর পক্ষে একজন কর্মকর্তা ২০-২২-৯৫ইং তারিখে বিষয়টি তদন্ত করেন। পরবর্তীকালে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এই অভিমত পোষণ করেন যে উক্ত এলাকায় একই শ্রেণীভুক্ত তিনটি শ্রমিক ইউনিয়ন রহিয়াছে এবং তাই তিনি ২৬-১২-৯৫ ইং তারিখের আর, টিইউ/রাজ/২২৭৭ নং পত্র মোতাবেক তাহাদের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। প্রদর্শন-১ হইল রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীর ২৬-১২-৯৫ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ-২২৭৭ নং স্মারক। উক্ত স্মারক হইতে প্রতীয়মান হয় যে ১নং রেসপনডেন্ট রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী অভিমত পোষণ করেন যে, যেহেতু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পত্র হইতে দেওয়া প্রত্যাহার পত্র গ্রহণ করা হয় নাই এবং উক্ত এলাকায় একই শ্রেণীভুক্ত তিনটি ইউনিয়ন রহিয়াছে তাই তিনি আপীলকারী পক্ষের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ১নং রেসপনডেন্টের আদেশে (প্রদঃ-১) কথিত তিনটি শ্রমিক ইউনিয়নের নাম নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত এলাকার শ্রমিক ইউনিয়ন দাবী করিয়া তিনটি শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ অত্র মামলায় রেসপনডেন্ট শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং সেই তিনটি শ্রমিক ইউনিয়ন হইল যথাক্রমে (১) বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৮৮৩), (২) বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৪) এবং (৩) হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ১০০৬)। উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়ন এলাকার বিদ্যমান তিনটি শ্রমিক ইউনিয়ন হইতে পৃথক। বিদ্যমান তিনটি শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে দুইটি হইল বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ও বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন এবং অপরটি হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন। শেষ শ্রমিক ইউনিয়নের নাম পড়িলেই বুঝা যায় তাহা সারা হাকিমপুর থানা শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত।

ইহা অস্বীকৃত নয় যে, বাংলাহিলিতে ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন আছে। প্রদঃ-৮ হইল ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত একটি সার্টিফিকেট। উক্ত সার্টিফিকেট (প্রদঃ-৮) হইতে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাহিলি কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশন একটি ব্যক্তি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত এসোসিয়েশনের গোডাউন ও ষ্টক ইয়ার্ড সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালামাল লোড ও আনলোড করিয়া থাকেন বাংলাহিলি কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণ। সভাপতি আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত গোডাউনের সংগে সম্পৃক্ত কোন শ্রমিক প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের সহিত জড়িত নহেন। প্রদঃ-৭(ঠ) হইল হাকিমপুর থানার ১নং হিলি হাকিমপুর পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত একটি সার্টিফিকেট। উক্ত সার্টিফিকেট (প্রদঃ-৭(ঠ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিকগণ কাষ্টমস

কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় এবং ইক ইয়াড কুলি শ্রমিকগণ সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তাবিত ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাহিলি একটি স্বতন্ত্র শ্রমিক ইউনিয়ন। ইহা স্বীকৃত যে কোন ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এরিয়ায় কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের গোডাউন থাকে। আমাদের উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, বিদ্যমান কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরাই সরকারী কাষ্টমস শুল্ক গোডাউনে মালামাল লোড আনলোড এর সহিত সম্পৃক্ত। প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মালামাল লোড আনলোডের সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের ৮ সদস্যদের কাজকর্ম বিদ্যমান শ্রমিক ইউনিয়নের কাজকর্মের সহিত এক নহে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় তিনটি শ্রমিক ইউনিয়ন থাকায় রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি যে প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের কাজকর্ম ও বিদ্যমান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের কাজকর্ম এক নহে। সুতরাং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিলে বিদ্যমান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের কোন ক্ষতির কারণ নাই। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের জন্য অন্য কোন অন্তরায়ের কথা রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে বলা হয় নাই। আপীলকারী পক্ষে দাখিলী ফরম 'পি' এর ফটোষ্ট্যাট কপি (প্রদঃ-৫) হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের ২২৫ জন সদস্য আছেন। প্রদঃ-৭ সিরিজ হইল বিভিন্ন ক্লিয়ারিং এজেন্টগণের প্রদত্ত সার্টিফিকেট যাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশন, বাংলাহিলি, দিনাজপুর-এর নিয়ন্ত্রণাধীন কুলি শ্রমিক দ্বারা মালামাল বহন করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালামাল লোড আনলোড করিয়া থাকেন এবং তাহাদের কাজকর্ম বিদ্যমান শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকদের কাজকম হইতে পৃথক। তাহাছাড়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কোন সদস্য বিদ্যমান ৩টি ইউনিয়নের কোনটির সদস্য মর্মে কোন কথা রেসপনডেন্ট বলেন নাই।

১নং রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি সুপারিনটেনডেন্ট, কাষ্টমস সার্কেল, বাংলাহিলি, দিনাজপুর এর ১৩-১-৯৬ ইং তারিখের পত্রের (প্রদঃ-ক) প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, শ্রমিক সংগঠন যখন তাহার সহিত সরকারী রাজস্ব আহরণে সহযোগিতা করিতেছিল ঠিক তখনই কিছু অসৎ এজেন্টের স্বার্থ হানি হওয়ায় তাহারা একটি নূতন শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার চেষ্টা করিতেছিল এবং তাই তিনি নূতন একটি রেজিষ্ট্রেশন না দেওয়ার সুপারিশ করেন। নূতন শ্রমিক সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করিলে এজেন্ট কিভাবে সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিবেন তাহার কোন ব্যাখ্যা তাহার পত্রে নাই। কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের কাজ হইল সরকারী রাজস্ব আদায়পূর্বক মালামাল ছাড় করা। অন্য কুলি

সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিলে ক্লিয়ারিং এজেন্টগণ মালামাল সরকারী রাজস্ব প্রদান ব্যতিরেকে কিভাবে ছাড় করিয়া লইবেন তাহার কোন ব্যাখ্যা সুপারিনটেনডেন্টের পত্রে উল্লেখ নাই। আপীলকারীগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে তাহাদের শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের কার্যাবলী বিদ্যমান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের কার্যাবলী হইতে পৃথক এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যদের কার্যাবলী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে।

পক্ষভুক্ত রেসপনডেন্টগণ তাহাদের যৌথ বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাকিমপুর থানা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং আপীলকারীগণ বাংলাহিলি কাষ্টমস কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের একজন নিয়মিত সদস্য। পক্ষভুক্ত রেসপনডেন্টগণ তাহাদের বক্তব্য প্রদান করিবার কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। সুতরাং তাহাদের বক্তব্য সঠিক ও সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আপীলকারীগণ তাহাদের মামলা প্রমাণে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাই তাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে তাহাদের প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাইবার হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, (আপীল) মামলা সকল রেসপনডেন্ট-এর বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় মঞ্জুর হয়।

১নং রেসপনডেন্ট এর ২৬-১২-৯৫ ইং তারিখের আর টি ইউ/রাজ/২২৭৭ নং আদেশ রদ রহিত করা হইল এবং তাঁহাকে আপীলকারীগণের প্রস্তাবিত "ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" এর রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বলা হইল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব আবদুল লতিফ খান চৌধুরী, মালিক পক্ষ।
২। জনাব কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।
বৃহস্পতিবার ১১ই জুলাই, ১৯৯৬

আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং-৮/১৯৯৬

১। মোঃ রিয়াকত আলী, সভাপতি,
২। মোঃ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
ষ্টক ইয়ার্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলাহিলি, দিনাজপুর—আপীলকারীগণ।

বনাম

১। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১নং রেসপনডেন্ট।
২। মোঃ আশরাফ আলী, সভাপতি,
৩। মোঃ এমদাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৮৮৩)।
৪। মোঃ নুরু, সভাপতি,
৫। মোঃ আনছার আলী, সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৪)।
৬। আবদুল লতিফ, সভাপতি,
৭। মোঃ আবদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৬)।
২-৭ নং পক্ষভুক্ত রিসপনডেন্ট।

১। জনাব কোরবান আলী, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১নং রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি।
৩ জনাব খাজা মইনুদ্দিন, ২-৭নং রেসপনডেন্টগণের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার আপীল মামলা।

আপীলকারী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহারা ইং ১৪-৭-৯৫ তারিখে ৫২ জন শ্রমিক লইয়া এক সাধারণ সভায় মিলিত হন এবং দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হাকিমপুর থানাধীন খরন্দা পালপাড়া, উত্তর বাসুদেবপুর ও মধ্য বাসুদেবপুর এলাকায় অবস্থিত ষ্টক ইয়ার্ডের বিভিন্ন আমদানী রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের মালামাল উঠানামার কাজে কর্মরত কুলি শ্রমিকদের "ষ্টক ইয়ার্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" নামে একটি ইউনিয়ন গঠন করেন। তাহারা ইং ২৮-৭-৯৫ তারিখের সভায় ইউনিয়নের সংবিধান অনুমোদন পূর্বক কার্য নির্বাহী কমিটি গঠন করেন এবং আপীলকারীদ্বয়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাইবার দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পণ করেন। আপীল-

কারীগণ ইং ২০-১১-৯৫ তারিখে প্রস্তাবিত ষ্টক ইয়ার্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর আবেদন করেন। রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা ইউনিয়নটি সরেজমিনে তদন্ত করান এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা ইউনিয়নটির গঠন সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন। রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী আপীলকারীগণের আবেদন ও দাখিলী কাগজপত্র বিবেচনা না করিয়া ইং ২৭-১-৯৬ তারিখের আরটিইউ/রাজ/১১৬ নং পত্র মোতাবেক রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তাই আবেদনকারী পক্ষ অত্র আপীল মামলা দায়ের করেন।

১নং রেসপনডেন্ট রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী ও পক্ষভুক্ত ২ হইতে ৭নং রেসপনডেন্টগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র আপীল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

১নং রেসপনডেন্ট পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে আপীলকারীগণ "ষ্টক ইয়ার্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন" নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন। তাঁহার আদেশে রংপুর আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক ইং ১৫-১-৯৬ তারিখে বাংলাহিলি গিয়া বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করিয়া দেখিতে পান যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের দাখিলকৃত ঠিকানায় কোন অফিস নাই এবং 'পি' ফরমে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ দেখিতে পান। তিনি আরও জানিতে পারেন যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাংলাহিলি কাষ্টমস কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৪) এর নিয়মিত সদস্য। সংশ্লিষ্ট এলাকায় আরও তিনটি শ্রমিক সংগঠন যথা (১) বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৮৮৩), (২) বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৪) এবং (৩) হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৬) আছে। প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি ঐ স্থানের ৪র্থ শ্রমিক ইউনিয়ন যাহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের পরিপন্থী। বিদ্যমান তিনটি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৪০৫ এবং ঐ এলাকায় একটি প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ২২৫ এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৫২ জন। সুতরাং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগের অনেক কম। ১নং আপীলকারী মোঃ লিয়াকত আলী দিনাজপুর জেলা মটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিঃ নং-১৭৬৮) সদস্য এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম হাকিমপুর থানা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি। ২নং আপীলকারী ইং ২-২-৯৬ তারিখে তাহাদের ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। সুতরাং আপীলকারীগণ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন এবং তাহাদের আবেদন খরচাসহ খারিজ হইবে।

২-৭নং রেসপনডেন্ট পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তাহারা স্থানীয় তিনটি শ্রমিক সংগঠন যথা (১) বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউয়িন (রেজি নং রাজ-৮৮৩), (২) বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৪) এবং (৩) হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১০০৬) এর কর্মকর্তা। উক্ত তিনটি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণ হাকিমপুর থানাধীন স্থল কাষ্টমস গোডাউন ও লাইসেন্স প্রাপ্ত কাষ্টমস ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টগণের গোডাউন ও ষ্টক ইয়ার্ডে নিয়োজিত কুলি শ্রমিক। সম্প্রতি কাষ্টমস ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টগণ শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার

উদ্দেশ্যে গোপনে মালামাল লোড আনলোডের কাজে কিছু অশ্রমিক ও তাহাদের হাতের সন্ত্রাসী লোক নিয়োগ করিয়াছেন। কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তায় বাংলাহিলি কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন গোডাউনসমূহে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিক দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য একটি যৌথ কমিটি গঠন করেন যাহাতে ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টগণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেন। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাকিমপুর থানা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং বাংলা-হিলি কাষ্টমস কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের নিয়মিত সদস্য। আপীলকারী লিয়াকত আলী দিনাজপুর জেলা মটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। আপীলকারীগণ ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টগণের ছত্র-ছায়ায় অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন। তাই তাহারা তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইবার হকদার নহেন। সুতরাং মামলাটি খরচাসহ ডিসমিশ হইবে।

এখন দেখা যাক, আপীলকারীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদের প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইবার হকদার কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ইহা অস্বীকৃত নয় যে আপীলকারীগণ ও অন্যান্য সদস্য ইং ১৪-৭-৯৫ তারিখে এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া তাহাদের প্রস্তাবিত "ষ্টক ইয়ার্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংলা হিলি" নামে একটি ইউনিয়ন গঠন, সংবিধান অনুমোদন এবং রেজিষ্ট্রেশন পাইবার জন্য আপীলকারীদ্বয়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে আপীলকারীগণ ইং ২০-১১-৯৫ তারিখে তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশ পাওয়ার জন্য রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর আবেদন করেন এবং তিনি (১নং রেসপনডেন্ট) বিভাগীয় কর্মকর্তা দ্বারা ইউনিয়নটি তদন্ত করান। পরে রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন তাহার অফিসের ইং ২৭-১-৯৬ তারিখের আরটিইউ/রাজ/১১৬ নং পত্র মোতাবেক প্রত্যাখ্যান করেন। প্রদঃ-১ হইল রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এর ইং ২৭-১-৯৬ তারিখের আদেশ বা পত্র প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে একই স্থানে আরও তিনটি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন থাকায় তিনি আপীলকারীদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। রেসপনডেন্ট পক্ষে বলা হয় যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় (১) বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডা-উন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৮৮৩), (২) বাংলাহিলি আষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-৯২৪) এবং (৩) হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ১০০৬) নামে তিনটি শ্রমিক ইউনিয়ন আছে। হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন যে বাংলাহিলি এলাকায় তাহা বুঝা যাইতেছে না এবং উক্ত শ্রমিক ইউনিয়ন যে বাংলাহিলি এলাকায় সেই মর্মে রেসপনডেন্ট পক্ষে কোন বক্তব্য নাই। বরং তাহাদের বর্ণনা অনুসারে 'হাকিমপুর থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন' এর নাম পড়িলেই বুঝা যায় তাহা হাকিমপুর

থানার সকল শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত। প্রদঃ-৭ হইল প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যদের তালিকা (পি ফরম)। প্রদঃ-৭ হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তাবিত ইউনিয়ন ৫২ জন সদস্য আছেন এবং তাহারা ষ্টক ইয়ার্ড, ধরলা, হাকিমপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত আছেন। প্রদঃ-৩-৩(ক) হইল যথাক্রমে মেসার্স মেজবাহ ট্রেডার্স এবং ল্যাণ্ড কাষ্টমস ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত ২টি সার্টিফিকেট। উক্ত সার্টিফিকেট দুইটি হইতে প্রতীয়মান হয় যে কুলি শ্রমিকগণ ধরলা, বাসুদেবপুর, উত্তর বাসুদেবপুর ও পালপাড়া এবং বাংলাহিলি স্থল শুল্ক ঘাঁটিতে কাজ করিয়া আসিতেছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বাংলাহিলিতে বাংলাহিলি কাষ্টমস গোডাউন কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ও বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন নামে দুইটি শ্রমিক ইউয়িন আছে। সুতরাং উপরে বর্ণিত সার্টিফিকেটদ্বয় প্রদঃ-৩-৩(ক) হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় না যে আপীলকারীদ্বয় এবং তাহাদের সংগঠনের কথিত অন্যান্য সদস্যরা তাহাদের প্রস্তাবিত 'ষ্টক ইয়ার্ড কুলি শ্রমিক ইউয়িন", বাংলাহিলির সদস্য। তাহাদের দাখিলী সার্টিফিকেট হইতে প্রতীয়মান হয় উক্ত কুলি শ্রমিকগণ বাংলাহিলির অন্য শ্রমিক সংগঠনের সহিত জড়িত।

প্রদঃ-ক(১) হইল সরকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুরের ইং ১৭-১-৯৬ তারিখের প্রস্তাবিত ইউনিয়ন সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে তিনি তদন্তকালে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কোন কার্যালয় পান নাই এবং উহার ষ্টক ইয়ার্ড খুজিয়া পাইলেও তিনি কোন ষ্টক ইয়ার্ড খোলা পান নাই। তিনি তাহার রিপোর্টে আরও উল্লেখ করেন যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ উক্ত ইউনিয়ন ৩টির সদস্য কিনা তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। সুতরাং অত্র মামলায় প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়েনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া যায়।

১নং রেসপনডেন্ট তাহার আপত্তিতে উল্লেখ করেন যে আপীলকারী মোঃ লিয়াকত আলী দিনাজপুর জেলা মটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-১৭৬৮) এর সদস্য এবং আপীলকারী মোঃ নজরুল ইসলাম হাকিমপুর থানা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি। তিনি বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেন যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক (আপীলকারী নং-২ মোঃ নজরুল ইসলাম) ইং ২-২-৯৬ তারিখে একখানি দরখাস্ত দাখিল করিয়া তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দাখিলী আবেদন প্রত্যাহার প্রার্থনা করিয়াছেন। ২-৭নং রেসপনডেন্ট তাহাদের বর্ণনায় একই ধরনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে ২নং আপীলকারী হাকিমপুর থানা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং ১নং আপীলকারী দিনাজপুর জেলা মটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের একজন সদস্য। প্রদঃ-চ (১) হইল বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-৯২৪) এর সভাপতি কর্তৃক রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর প্রেরিত আবেদনের ফটোকপি। প্রদঃ-চ(১) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী মোঃ নজরুল ইসলাম বাংলাহিলি কাষ্টমস শ্রমিক ইউনিয়নের একজন সদস্য এবং তাহার সদস্য নং-২৬। প্রদঃ-ক(২) হইল বাংলাদেশ ট্রাক বন্দোবস্তকারী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং বি-১৭৬৮) এর সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট এর ফটোষ্ট্যাট কপি। প্রদঃ-ক(২) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী মোঃ লিয়াকত আলী বাংলাদেশ ট্রাক বন্দোবস্তকারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। অত্র

মামলার শুনানীকালে রেসপনডেন্ট পক্ষের দাখিলী সার্টিফিকেট প্রদঃ-চ(১) ও ক (২) এর বিরুদ্ধে আপীলকারীদের পক্ষে কোন বক্তব্য রাখা হয় নাই। বা উক্ত সার্টিফিকেটদ্বয় সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করা হয় নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে উক্ত সার্টিফিকেটদ্বয়কে সঠিক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আপীলকারীদ্বয় অন্য রেজিস্ট্রার্ড শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। আপীলকারীর পক্ষে এমন কোন বক্তব্য রাখা হয় নাই বা তাহাদের পক্ষে এমন কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাহারা পূর্বে উল্লেখিত শ্রমিক ইউনিয়ন হইতে সদস্যপদ প্রত্যাহার করিয়া নূতন শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করিয়াছেন। সুতরাং উপরের আলোচনার আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আপীলকারীদ্বয় অন্য শ্রমিক সংগঠনের সদস্য এবং তাই ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে তাহারা এক শ্রমিক সংগঠনের সদস্য থাকিয়া অন্য শ্রমিক সংগঠন করিতে অধিকারী নহেন। তাই উপরের আলোচনার আলোকে আপীলকারীদ্বয় কর্তৃক দাখিলী আপীল মামলা রক্ষণীয় নয়।

প্রদঃ-৩(১) হইল আপীলকারী মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর ২-২-৯৬ ইং তারিখের আবেদনের ফটোষ্ট্যাট কপি। প্রদঃ-ঙ (১) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী মোঃ নজরুল ইসলাম তাহার প্রস্তাবিত ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য দাখিলী আবেদন প্রত্যাহার করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ২নং আপীলকারী পক্ষে অত্র মামলার শুনানীকালে তাহার দাখিলী আবেদন (প্রদঃ-ঙ(১) সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখা হয় নাই বা তিনি ঐরূপ কোন দরখাস্ত দাখিল করেন নাই মর্মে কোন কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, আপীলকারীগণ তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের প্রার্থনা করিবার পর ২নং আপীলকারী তাহাদের অবস্থা সঠিক মূল্যায়ন করিতে পারিয়া তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের জন্য দাখিলী আবেদন প্রত্যাহারের আবেদন করেন। ২নং আপীলকারী অত্র আবেদন তাহাদের মামলা টানিয়া মাটিতে নামাইয়া ফেলে।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আপীলকারীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের জন্য রেজিস্ট্রেশন পাইবার কোন আদেশ পাইতে অধিকারী নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও (আপীল) মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ১৬/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, পাট শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৪৬২), চৌরঙ্গী মোড়, নীলফামারী—২য় পক্ষ।
১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৫, তারিখ, ১১-৮-৯৬ইং।

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন

প্রতিপক্ষ অদ্য ও কোন পদক্ষেপ নেন নাই বা তদবিরও করেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল।

বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

বাদী পক্ষে দাখিলী কাগজাদী স্বীকারোক্তি মূলে প্র:-১ চিহ্নিত করা হইল।

বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ পাট শ্রমিক ইউনিয়ন, নীলফামারী তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে (রেজিঃ নং রাজ ৪৬২) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ২৪ নং ধারা অনুযায়ী ৩১-১০-৮৪ইং তারিখে রেজিষ্টেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা রায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ পাট শ্রমিক ইউনিয়ন ৩১-১০-৮৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৪ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৫-৪-৯৫ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৩৪২/৮৪/৭২২ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শন-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ নং ধারানুযায়ী ১৯৮৪ সালের রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর কার্যনির্বাহী কমিটির কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় নির্বাচিত ব্যক্তিগণের ২ বৎসরের অধিককাল নিজ নিজ পদে দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকে না এবং ১৯৯২-৯৩ ইং সনের বার্ষিক রিটার্ন এর স্বপক্ষে রেকর্ডপত্র দাখিলের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহা দাখিল না করায় রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের পাট শ্রমিক ইউনিয়ন, নীলফামারী এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজি: নং রাজ-৪৬২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব আজিজুর রহমান, মালিক পক্ষ।
২। জনাব আলাউদ্দিন খান, শ্রমিক পক্ষ।
সোমবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং ১৭/৯৬

১। লিটন মজুমদার, পিতা রাখাল মজুমদার, সভাপতি, জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সি ও অটোটেম্পু চালক শ্রমিক ইউনিয়ন, জয়পুরহাট।
২। রঞ্জু, পিতা মৃত সোলায়মান আলী, সম্পাদক, জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সি ও অটোটেম্পু চালক শ্রমিক ইউনিয়ন, জয়পুরহাট—আপীলকারীগণ।

বনাম

রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট (প্রতিপক্ষ)।

১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার মামলা।

আপীলকারী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আপীলকারীগণ ও তাহাদের সংগী জয়পুরহাট জেলার বেবী ট্যাক্সি ও অটো টেম্পু চালকগণ "জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সি ও অটো টেম্পু চালক শ্রমিক ইউনিয়ন" গঠন করিবার জন্য ২২-১১-৯৫ ইং তারিখে এক সাধারণ সভায় মিলিত হন। তাহারা তাহাদের প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়ন করেন এবং আপীলকারীদ্বয়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন এবং তাহাদেরকে তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করিবার দায়িত্ব অপণ করেন। আপীলকারীগণ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইবার জন্য ২৯-১-৯৬ ইং তারিখে রেসপনডেন্টের নিকট আবেদন করেন। রেসপনডেন্ট পক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির তদন্তভার উপ-শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়াকে প্রদান করেন। আঞ্চলিক শ্রম পরিচালক, বগুড়া আপীলকারী পক্ষের কাগজপত্রে কিছু ভুল তথ্য দেখিতে পাইয়া তাহা সংশোধনের জন্য ১০-২-৯৬ ইং তারিখের উশ্রপ/বগ/টিইউ/১/৯৫/৮৭ নম্বর স্মারকমূলে আপীলকারীদের নির্দেশ প্রদান করেন। আপীলকারীগণ ঐ নির্দেশ মোতাবেক উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়ার সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইয়া উক্ত ভুলত্রুটিসমূহ সংশোধন করিয়া দেন। তাহার পর রেসপনডেন্ট তাঁহার ২৮-৩-৯৬ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৫৪ নং স্মারকমূলে জয়পুরহাট জেলায় কতজন বেবী ট্যাক্সি ও

অটোটেম্পু চালক রহিয়াছে যে সম্পর্কে বি, আর, টি, এ, হইতে কোন সনদপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার খোড়া অজুহাতে প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন তাই আপীলকারীগণ অত্র আপীল মামলা দায়ের করেন।

রেসপনডেন্ট পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী অত্র মামলায় হাজির হইয়া একখানি লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

রেসপনডেন্ট পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আপীলকারীগণ গত ২২-১১-৯৫ ইং তারিখের এক সভায় "জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সি ও অটোটেম্পু চালক শ্রমিক ইউনিয়ন" নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করিয়া ২৯-১-৯৬ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন। তিনি আপীলকারী পক্ষের আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তদন্তের জন্য ৫-২-৯৬ ইং তারিখের ১৪৬ নং পত্র মোতাবেক বগুড়াস্থ আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ করেন। বগুড়া আঞ্চলিক অফিস হইতে ৫-৩-৯৬ ইং তারিখে বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করা হয়। তদন্তকালে আপীলকারী পক্ষ ঐ জেলায় কতজন বেবী ট্যাক্সি ও টেম্পু শ্রমিক আছেন তাহার কোন প্রামাণ্য সনদ পত্র দাখিল করিতে পারেন নাই এবং বি, আর, টি, এ, হইতে কোন সনদ পত্র দাখিল করিতে পারেন নাই। আপীলকারীগণ তাহাদের ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ১৯ জন বলিয়াছেন। উক্ত সংখ্যা মোট শ্রমিকের ৩০% শতাংশ কিনা তাহা যাচাই করা সম্ভব না হওয়ায় ২৮-৩-৯৬ ইং তারিখের আর টি ইউ/রাজ/২৫৪ নং পত্র মোতাবেক আপীলকারীগণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। তাই আপীলকারীগণ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন এবং তাহাদের মামলা খারিজ হইবে।

এখন দেখা যাক আপীলকারী পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক তাহাদের প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইবার অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

ইহা অস্বীকৃত নয় যে, আপীলকারীদ্বয় ও অন্যান্য কিছু শ্রমিক "জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সি ও অটোটেম্পু চালক শ্রমিক ইউনিয়ন" নামে একটি সংগঠন গঠন করেন এবং ২২-১১-৯৫ ইং তারিখে তাহারা এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়ন করেন এবং আপীলকারীদ্বয়কে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে, আপীলকারীগণ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের বিধান মতে তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন পাইবার জন্য রেসপনডেন্টের নিকট ২৯-১-৯৬ ইং তারিখে আবেদন করেন। রেসপনডেন্ট উক্ত আবেদন পাইয়া উপ-শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়াকে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিতে বলিলে উপ-শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া আপীলকারী পক্ষের কাগজপত্রে কিছু ভুল ত্রুটি পাইয়া তিনি তাঁহার

১০-২-৯৬ ইং তারিখের উপ্রপ/বগা/টিইউ/১/৯৫/৮৭ নম্বর স্মারক (প্রদঃ-৭) মূলে কিছু ভুলত্রুটি উথাপন করেন এবং তাহা আপীলকারীগণকে সংশোধনের জন্য নির্দেশ দেন। আপীলকারীগণ বলেন যে তাহারা উক্ত ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া দেন, কিন্তু রেসপনডেন্ট পক্ষ তাহার ২৮-৩-৯৬ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/২৫৪ নং স্মারক(প্রদঃ-৫) মূলে জয়পুরহাট জেলায় কতজন বেবী ট্যাক্সি ও অটো টেম্পু চালক রহিয়াছে সেই সম্পর্কে বি, আর, টি, এ, হইতে কোন সনদপত্র না থাকায় তাহাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাই তাহারা অত্র মামলা দায়ের করেন। প্রদর্শন-৫ হইতে প্রতীয়মান হয় যে,রেসপনডেন্ট পক্ষ জয়পুরহাট জেলায় কতজন বেবী টেক্সী ও অটো টেম্পু চালক রহিয়াছেন সেই সম্পর্কে বি, আর, টি, এ, কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র দাখিল করিতে আপীলকারী পক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় আপীলকারীদের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করা হয়। অত্র মামলার শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষ বি,আর, টি, এ, কর্তৃক কোন সার্টিফিকেট দাখিল করেন নাই এবং পরবর্তীকালে তাহাদেরকে বি, আর, টি, এ, এর সার্টিফিকেট দাখিল করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। আপীলকারী পক্ষ বি, আর, টি, এ, জয়পুরহাট কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট (প্রদঃ-১৭) ও জয়পুরহাট জেলা বেবী টেক্সী ও অটোটেম্পু মালিক সমিতি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যাধন পত্র (প্রদঃ-১৮) দাখিল করেন। প্রদর্শন-১৭ হইতে প্রতীয়মান হয় বি আর, টি, এ, জয়পুরহাট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রে দেখা যায় জয়পুরহাট জেলায় বেবী টেক্সী সংখ্যা ৮ ও অটো টেম্পু সংখ্যা ১৪। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই জয়পুরহাট জেলায় বেবী টেক্সী ও অটো টেম্পুর মোট সংখ্যা ১০২টি। আপীলকারী পক্ষের দাখিলী জয়পুরহাট জেলা বেবী টেক্সী ও অটোটেম্পু মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইস্যুকৃত (বরাবর চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, রাজশাহী) (প্রদঃ-১৬) হইতে প্রতীয়মান হয় যে,জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সী ও অটোটেম্পু মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-১৪১৪)র সহিত ৬৫টি বেবী ট্যাক্সী ও অটো টেম্পু জড়িত। আমরা বি, আর, টি, এ, জয়পুরহাট কর্তৃক দাখিলী সনদপত্র (প্রদঃ-১৭) হইতে দেখিতে পাই জয়পুরহাট জেলায় ১০২টি বেবী টেক্সী ও অটোটেম্পু আছে এবং জয়পুরহাট জেলা বেবী টেক্সী ও অটো টেম্পু মালিক সমিতির সার্টি ফিকেট হইতে দেখিতে পাই সেখানে ৬৫টি বেবী টেক্সী ও অটো টেম্পু আছে। আমরা সাধারণ নিয়মে দেখিতে পাই যে, প্রতিটি বেবী টেক্সী ও অটো টেম্পুতে কমপক্ষে একজন শ্রমিক অর্থাৎ চালক প্রয়োজন হয়। তাই যদি আমরা বি, আর, টি, এ, এর সনদপত্রকে মূল্যায়ন করি তাহা হইলে ১০২টি বেবী টেক্সী ও অটো টেম্পুর জন্য ১০২ জন চালক/শ্রমিক আছে এবং মালিক সমিতির প্রদত্ত সংখ্যা অনুযায়ী ৬৫টি বেবী ট্যাক্সী ও অটো টেম্পু জন্য ৬৫টি চালক/শ্রমিক আছে। উপরের আলোচনা মতে আমরা আপাততঃ ধরিয়া লইতে পারি যে, জয়পুরহাট জেলায় বেবী ট্যাক্সী ও অটো টেম্পুর জন্য ১০২/৬৫ জন চালক/শ্রমিক আছে। প্রদর্শন-৪ হইল প্রস্তাবিত জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সী ও অটো টেম্পু চালক শ্রমিক ইউনিয়নের সভায় কার্যবিবরণী। প্রদর্শন-৪ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ ২২-১১-৯৫ ইং তারিখে এক সাধারণ সভায় মিলিত হন এবং উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ২০ জন। প্রদঃ-৪ হইতে আরও প্রতীয়মান হয় ১৭ জন সদস্য ১৯-১২-৯৫ ইং তারিখে, ১৫ জন সদস্য ১০-১-৯৬ ইং তারিখে, ১৪ জন সদস্য ১৮-২-৯৬ ইং তারিখে, ১৪ জন সদস্য ৯-৩-৯৬ ইং তারিখে এবং ১৫ জন সদস্য

১৪-৪-৯৬ ইং তারিখের এক সভায় মিলিত হন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন ২৮-৩-৯৬ ইং তারিখের আদেশবলে রেসপনডেন্ট পক্ষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উপরের আলোচনা হইতে দেখিতে পাই আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়নের ২০ জনের বেশী সদস্য সংখ্যা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারায় বিধানমতে কোন প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিকের৩০% ভাগ সদস্যভুক্ত না হইলে শ্রমিকদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার অধিকারী হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে আপীলকারী পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। প্রদর্শন ২ হইল প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ভর্তি বই। প্রঃ-২ হইতে প্রতীয়মান হয় সর্বমোট ৫৯ জন সদস্য প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য হইয়াছেন। প্রঃ-২ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় কেবলমাত্র ১,২,৩,২১,৩১,৩২,৩৫,৪৩ ও ৪৬ নং ক্রমিকে বর্ণিত সদস্যগণ (মোট ৯ জন) ২৮-৩-৯৬ ইং তারিখের পূর্বে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য পদ লাভ করিয়াছেন। প্রদর্শন-১ সিরিজ হইতে প্রতীয়মান হয় ৪৩ জন সদস্য প্রস্তাবিত ইউনিয়নের 'ডি' ফরম পূরণ করিয়া সদস্য হইবার আবেদন করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি সদস্য ভর্তির বহিতে ৫৯ জন সদস্য ভর্তি হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন জাগে যে, উক্ত সদস্যগণের মধ্যে কেন মাত্র ৪৩ জন 'ডি' ফরম পূরণ করিলেন। অধিকন্তু প্রঃ ১ সিরিজ হইতে প্রতীয়মান হয় সদস্য মোঃ কাবুল হোসেন ও মোঃ আনিসুর রহমান ২৩-৩-৯৬ ইং, মোঃ আমিরুল ইসলাম ২৮-৩-৯৬ ইং, মোঃ এনামুল মণ্ডল ১২-৩-৯৬ইং, মোঃ নুরুজ্জামান ২১-৩-৯৬ ও মোঃ রব্বান আলী ২১-৩-৯৬ তারিখে সদস্য পদ লাভ করিয়াছেন। উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় ২৮-৩-৯৬ ইং তারিখের পূর্বে মাত্র ৬ জন সদস্য প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য হইয়াছেন। আমোদের পূর্বের ভর্তি বহি আলোচনার সহিত 'ডি' ফরম পূরণ করিয়া সদস্য হওয়ার বিষয়টির কোন মিল নাই। সুতরাং উক্ত সদস্য ভর্তির বিষয়টি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, আপীলকারী পক্ষ তাহাদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের জন্য রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যানের পূর্বে যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য দ্বারা ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছিল মর্মে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। প্রঃ-১২ সিরিজ হইল প্রস্তাবিত ইউনিয়নের বেবী ট্যাক্সী ও ও অটোটেম্পু চালকদের লাইসেন্স। প্রঃ-১২ সিরিজ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের ১২জন বেবী ট্যাক্সী ও অটোটেম্পু ড্রাইভার আছেন। প্রস্তাবিত শ্রমিক ইউনিয়ন হইল "জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সী ও অটোটেম্পু চালক শ্রমিক ইউনিয়ন"। আমরা তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লই যে, জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সী ও অটোটেম্পুর শুধু চালকগণ উক্ত ইউনিয়ন গঠন করিয়াছেন, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আইনের বিধান অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক চালক উক্ত ইউনিয়ন গঠন করেন নাই। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া ও অত্র মামলার ঘটনা,পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আপীলকারী পক্ষ আইনের বিধান অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক চালক/শ্রমিক লইয়া 'জয়পুরহাট জেলা বেবী ট্যাক্সী ও অটোটেম্পু চালক শ্রমিক ইউনিয়ন' গঠন করিয়াছেন তাহা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সুতরাং রেসপনডেন্ট পক্ষ সঠিকভাবে তাঁহার ২৮-৩-৯৬ ইং তারিখের আদেশবলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাই আপীলকারীগণ অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইবার অধিকারী নহেন।

বিচার্য বিষয়টি আপীলকারী পক্ষের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করা হইল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও (আপীল) মামলা রেসপনডেন্ট এর বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৩১/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, কামদিয়া সরকারী খাদ্য গোডাউন শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-১০১৬), কামদিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তারিখ : ২৫-৯-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হয়। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মামলায় মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মৌখিকভাবে বলেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্র-১ চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌলিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ কামদিয়া সরকারী খাদ্য গোডাউন শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৬) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩নং ধারা অনুযায়ী ১১-৮-৯২ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৩০-৩-৯৫ইং তারিখের ৬১২ নং

পত্র মারফত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ কামদিয়া সরকারী খাদ্য গোডাউন শ্রমিক ইউনিয়ন ১১-৮-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৩০-৩-৯৫ ইং তারিখের ৬৬২ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্ট্রার্ড সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সাক্ষ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের কামদিয়া সরকারী খাদ্য গোডাউন শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৩৩/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী--১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
শেরপুর পৌরসভা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৯৮৯), শেরপুর বাসষ্ট্যাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তারিখ: ২৪-১-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষে মামলায় কোন জবানবন্দি দেন নাই। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদী প্র--১ চিহ্নিত করা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ শেরপুর পৌরসভা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ৯৮৯) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩নং ধারানুযায়ী ১১-৩-৯২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ৪-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৩০ নং স্মারক মাধ্যমে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ইহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ শেরপুর পৌরসভা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন ১১-৩-৯২ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাহার অফিসের ৪-৫-৯৫ ইং তারিখের ৯৩০নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্ট্রার্ড সংবিধানের ২৩নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের জন্য কারন দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল]

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের শেরপুর পৌরসভা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৯৮৯) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৯/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
মহাদেবপুর উপজেলা হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৫৭৪), মহাদেবপুর বাজার, পোঃ মহাদেবপুর, জেলা নওগাঁ—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি

আদেশ নং ৩, তারিখ : ১১-১-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ অদ্যও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তার দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদী পক্ষের প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদী প্র-১ হইতে ২ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হইল।

বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ মহাদেবপুর উপজেলা হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজি-ষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৫৭৪) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪নং ধারা অনুযায়ী ২২-৯-৮৬ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল না করায় ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২৯-৩-৯৫ ইং তারিখের ৬৩৩ নং পত্র মারফত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ইহাতেও ১ম পক্ষ কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ মহাদেবপুর উপজেলা হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ২২-৯-৮৬ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৪ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ৮-৮-৯৪ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১২১৮ নং স্মারক ও ২৯-৩-৯৫ইং তারিখের ৬৩৩ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা যথাক্রমে প্রদর্শন-১ ও ২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষ তাহাদের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় উক্ত পত্র প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে উল্লেখিত সনের রিটার্ন দাখিল করিতে বলা হয়। প্রদঃ-২ হইতে প্রতিয়মান হয় যে, রেজিষ্ট্রার্ড সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের জন্য কারন দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের মহাদেবপুর উপজেলা হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৫৭৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৩৫/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
বাঘাবাড়ী ঘাট নৌবন্দর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৭৬৭), বাঘাবাড়ী, শাহজাতপুর, সিরাজগঞ্জ—২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৩, তারিখ ২৮-৯-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হইল।

বাদী পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ অত্র মামলায় কোন সাক্ষী দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ বাঘাবাড়ী ঘাট নৌ-বন্দর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানমতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭৬৭) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধানের ২৩নং ধারা অনুযায়ী ১৫-৫-৮৯ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন নির্বাচন করেন নাই বা তাহার কোন ফলাফল ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ১২-৩-৯৫ ইং তারিখের ৪৭১ নং পত্রমূলে ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

২য় পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ বাঘাবাড়ী ঘাট নৌবন্দর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন ১৫-৫-৮৯ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাহাদের সংবিধানের ২৩নং ধারার বিধান অনুযায়ী ২ বৎসরের অধিককাল কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই বা ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ইং ১২-৩-৯৫ তারিখের ৪৭১ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রেজিষ্টার্ড সংবিধানের ২৩নং ধারা মোতাবেক নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করণেরজন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন করিয়াছেন এবং ১৯৯১ হইতে ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাহাদের প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই আর, ও, মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের বাঘাবাড়ীঘাট নৌবন্দর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৭৬৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩২/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাড়াদহ লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-১১২৮), গাড়াদহ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ—২য় খণ্ড।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তারিখ ২৮-১০-৯৬।

অত্র মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষী দিবেন না বলিয়া মত ব্যক্ত করেন। বাদী পক্ষের দাখিল কাগজাদী প্র-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ গাড়াদহ লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১২৮) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ১৮-১২-৯৫ তারিখের ২২০১ স্মারক মারফত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ইহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ গাড়াদহ লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন অদ্যাবধি ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই। ১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ১৮-১২-৯৫ তারিখের ২২৩১ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করার জন্য ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলকরণের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির হন নাই বা কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষের মামলা প্রমানিত হইয়াছে এবং তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ৩ মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের গাড়াদহ লেবার শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং-রাজ-১১২৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৫৯/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী--১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
শেরপুর শহর দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-১০০০), বাসষ্ট্যাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া--২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৪, তারিখ ১৯-১০-৯৬

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ নিজে মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক বক্তব্য শুনা হইল। বাদী পক্ষ মামলায় কোন সাক্ষ্য দিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করে। বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজ প্রঃ-১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল। সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ শেরপুর শহর দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করিলে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০০০) প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ তাহার অফিসের ২৮-৩-৯৫ তারিখের আরটিইউ/রাজ/৬১৮ নং স্মারক মারফত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই এবং পরবর্তীতে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করেন নাই। তাই ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হাজির না হওয়ায় মামলাটি একতরফা-ভাবে নিষ্পত্তির জন্য লওয়া হইল।

১ম পক্ষের প্রতিনিধি বলেন যে, ২য় পক্ষ শেরপুর শহর দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের এবং পরবর্তীতে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেন নাই।

১ম পক্ষ তাঁহার অফিসের ২৮-৩-৯৫ তারিখের আরটিইউ/রাজ/৬১৮ নং স্মারক দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রদ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে কোন রেজিষ্ট্রার্ড ইউনিয়ন বা সমিতি বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করিতে বাধ্য। কিন্তু ২য় পক্ষ তাহা করেন নাই।

অত্র মামলায় ২য় পক্ষ তাহাদের ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল, করিয়াছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ বা কাগজপত্র লইয়া আদালতে হাজির হন নাই। ইহাতে ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর ও মামলা একতরফা বিচারে মঞ্জুর হয়।

১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের শেরপুর শহর দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন (রেজি: নং রাজ-১০০০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman, ;
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Abdul Latif Khan Chowdhury, for the Employer.
2. Mr. Rafiqul Islam Dulal, for the Labour.

Thurs day, the 10th October' 1996

I. R. O. (Appeal) Case No. 105/1995

1. Md. Idris Ali Sarker, President, Nilphamari Zilla Truck Tanklorry Sramik Union, Banga Bandhu Sarak, Rangpur Road, Sayedpur, Nilphamari.
2. Fakir Mohammad, General Secretary, Nilphamari Zilla Truck Tanklorry Sramik Union, Banga Bandhu Sarak, Rangpur Road, Sayedpur, Nilphamari—*Appellants.*

Versus

1. Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi—*Respondent No.*1
2. Md. Altaf Hossain, General Secretary, Nilphamari Zilla Bus, Truck Mini-Microbus Sramik Union, Regn. No. Raj-22M—*Respondent No.* 2.

1. Mr. KorbanAli, Advocate for ,the Applellants.
2. Mr. S.M. Saifuddin Ahmed Representative for the Respondent No. 1.
3. Mrs. Purnima Bhattacharya, Advocate for the Respondent No. 2.

Judgment

This is an Appeal U/S 8(3) of the Industrial Relations Ordinance, 1969.

The Case of the Appellants is, in short, that 210 Sramiks of Nilphamari Zilla Truck Tanklorry held a General Meeting on 20-9-1995 at 5 P.M. in the ground of Bangla High School, Shaedpur, Nilphamari for forming Trade Union in the name and style "Nilphamari Zilla Truck Tanklorry Sramik Union". They constituted their constitution of their proposed "Nilphamari Zilla Truck Tank. loorry Sramik Union". They elected the Appellants President and General Secretary of their proposed trade Union for registration of their Trade Union Accrodingly the Appellants filed an application along with the necessary papers to the Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rahjshahi on 26-9-95. praying for registration of their proposed Trade Union.Registrar of Trade Unions, Rajshahi by his Memo bearing No. RTU/Raj/1806 dated 4-10-95 directed the Appellants to rectify some defacts found by Respondent No.1. The Appellants cured all the defacts on 24-10-95. The Registrar of Trade Unions, Rajshahi by his Memo No. RTU/Raj/1938 dated 30-10-95. directed the Appellants to produce Cash book, Notice book, Resolution Book, Register of Members and Proof of regination on 6-11-95 before him and accordinly ted, Appellants produced all the papers to him. Mr. S. M. Saifuddin Ahmh Assistant Director of Labour examined the papers, but Registrar of Trade Ueny ons did not register the proposed Trade Union within 60 days. Subsequentl

Registrar of Trade Unions, Rajshahi by his Memo No. RTU/Raj/21011 dated 29-11-95 rejected the petition for registration of the proposed Trade Union. on the allegations that the defects found by him were not cured and the Appellants failed to produce any certificate from the competent authority. Hence the Appellants preferred this Appeal.

Respondent No. 1 Registrar of Trade Unions, Rajshahi and added Respondent No. 2 General Secretary, Nilphamari Zilla Bus, Truk, Mini-Microbus Sramik Union (Reg. No. Raj 220) contested the Appeal by filling separate written statements.

The case of Respondent No. 1 is, in short, that on having an application from the Appellants on 26-9-95, the Respondent No. 1 directed them tho cure some defects by his letter No. RTU/Raj/1906 dated 4-10-95. The Appellants made appearance on 24-10-95 and cured some defects. Respondent No. 1 re-examined the papers of the Appellants and found that the Appellants did not file any certificate issued by the B.R.T.A concerned. The Appellants filed 2 certificates which showed that there are 354 Truck Sramik in the Nilphamari Zilla and there were 175 Sramik in the 'p' Form. So the prayer for registration of the proposed Trade Union was rejected under Memo No. RTU/Raj/2101 dated 29-11-95. So the Appellants are not entitled to relief sought for.

The case of Respondent No. 2 is, in short, that the Appellants in collusion with some Terrorist and Chandabaj formed "Nilphamari Zilla Truck Tanklorry Sramik Union" which is false, imaginary and collusive. They prayed for registration of their proposed Union and attacked the Union Office of "Nilphamari Zilla Bus, Truc,Mini-Micorbus Sramik Union" (Regn. No.Raj-220) for raisig. subscription by force. The Members of Nilphamari Zilla Bus, Truck, Mini-Microbus Sramik Union and the Drivers of Trucks lodged Ejahars with Nilphamari P.S. against the Appellatns. They also prayed to the Deputy Commissioner, Nilphamari against the Appellants for their illegal activities. Registrar of Trade Unions, Rajshahi on careful scrutiny of their papers rejected the petition for registration of their proposed Union on 29-11-95.The Appellants have preferred this Appeal on false allegations.Some Members of the proposed Trade Unions are Members of another registrared Trade Union.T he Appellants with a view to gaining wealth in illegal way and degrading the status of Nilphamari Zilla Bus, Truc Mini-Microbus Sramik Union (Registration No. 220 have filed this Appeal on false assertions. So, the Appellants are not entitled to get any relief as prayed for and the Appeal in liable to be dismissed with cost.

POINT FOR DETERMINATION

1. Are the Appellants entitiled to get an order directing the Respondent No. 1 Registrar of Trade Unions, Rajshahi to register their proposed Trade Union ?/

FINDINGS AND DECISION

At the time of hearing of the case some documents filed by the Appellants were market Exts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26 and the documents filed by the Respondent No. 2 were market Exts. Ka, Kha, Ga, Gha, Umo, Cha, Chha, Ja, Jha, Eno, Ta, Tha, Da, Dha and Dha(1) on admission.

It is not disputed that the Appellants and others formed the proposed Trade Union in the name and style "Nilphamari Zilla Truck Tanklorry Sramik Union" and they elected the Appellant No. 1 & 2 the President and the General Secretary for registration of the proposes Trade Union. and the Appellants field an application (Ext. 4) to Respondent No. 1 on 26-9-95 praying for registration of their proposed Trade Union and Responsdent No. 1 by his fileer under Memo No. RTU/Raj/1806 dated 4-10-95 (Ext. 2) directed the Appellants to cure some defects found by him within 15 days. It appears from Fxt. 2 that Respondent No. 1 observed that "D' Forms of the members, tcerificate from B. R. T. A, certificated from the Proprietors of the Establishment showing the member s of the proposed Trade Union, photo copies of litence, Blue-cook, certifcate from T. N. O. or Proprietors of the Establishment showing number of Truck and Tanklorry, certificates from the Owners' of Ttuck & Tanklorry for the members, Resolution Book, Members Register and Notice Book were not submitted along with other papers and the President so the proposed Union did not sign the list of general members. Ext. 3 chows that the Presidnet on the proposed Trade Union by his letter dated 24-10-95 submitted the papers and cured the defects found by him Respondent No. 1 to him. Ext. 17, the photostat copy of Memo No. RTU/Raj/2101 dated 29-11-95 shows that the Respondent No. 1 rejected the petition of the Appellants praying for registration of their proposed Trade Union on the ground that the Appellants did not rectify the defects found by him and of failure of the Appellants for filing the certificates form appropriate authority. We hav seen earlier that the Appellants filed the papers wanted by the Respondent.e No. 1 vide his letter dated 4-10-95 (Ext. 2) on 24-10-95. The Respondent No. 1 did not mention in his letter dated 29-11-95 (Ext. 17) regarding failure of filing certificates from the appropriate authority. Ext. 1 is the photostat copy of Memo No. RTU/Raj/1938 dated 30-11-95 of Respondent No. 1 Ext. 1 shows that the Respondent No. 1 directed the Appellants to produce Cash Book, Notice Book, Resolution Book, Member Register and certification of resignation on 6-11-95 at 10 A. M. This letter (Ext. 1) strengthens to prove that the Appellants filed all the papers found short on 24-10-95 by Respondent Nol 1 vide his letter dated 4-10-95 (Ext. 2). If the Appellants did not file the wanting papers as observerd by Respondent No. 1 vide his letter dated 4-10-95 (Ext. 2) the Respondent No. 1 had no earthly reason to direct the Appellants to produce papers of for inspection of some registers of the proposed Trade Union vide his letter dated 30-4-95 (Ext. 1). The Respondent No 1 has no case that the Appellants did not produce the registers for inspection as directed by him under his Memo No. RTU/Raj/1938 dated 30-10-95. (Ext. 1). So, from the above findings and evidences on record it is held that the grounds of rejection the prayer of the Appellants for registration of the proposed Trade Union by Respondent No. 1 were not according to his (Respondent No. 1) demand and defect found by him.

Respondent No. 1 states in the written statement that Respondent No. 1 reexamined the papers of the Appellants and found that the Appellants did not file any certificate issued by the B.R.T.A.. We have seen earlier that the Appellants filed certificate issued by B.R.T.A along with other papers demanded by Respondent No. 1 on 24-10-95. If the Appellants did not file the same, the Respondent No. 1 would surely direct the Appellants to produce the same for inspection by his letter dated 30-10-95 (Ext. 1) Moreover, as per case of the Respondent No. 1 the certificate in question was not filed at the time of re-examination of the papers. It indicates that the certificated in question was once examined by Respondent No. 1.

Respondent No. 2 alleges that the Appellants in collusion with some Terror rist and Chandabaj fromed "Nilphamari Zila Truck Tanklorry Sramik Union' which is imaginary, false and collusive and they attacked the office of the "Nilphamari Zilla Bus, Truc, Mini-Microbus Sramik Union" (Ren,. No. Raj-220) for raising subscription by force and accordinly the Members of the Trade Union lodged Ejahar with Nilphamari P.S. aginst the Appellants. In a case like this we are to see whether the Appellants have been able to prove the requirements for having registration of their proposed Trade Union as per provisions of section 7 of the Industrial Relations Ordinance. The allegations made by the Respondent No. 2 is no bar for having registration of the proposed Trade Union of the Appellants. If the Appellants along with their men attacked the Office of the Trade Union of Respondent No. 2 for raising subscription by force or by illegal means, the Appellants and their man would surely face consequences for their alleged illegal works. So, I find no substance in deciding this allegation.

The contention of Respondent No. 2 is that Shree Kajal Kumar mentioned in serial No. 57, members mentioned in serial Nos. 29 and 30 of the 'p' Form are not labours and as such the Appellants are not entitled to get registration. Further case of Respondent No. 2 is that the members mentioned in serial Nos. 92, 93, 96, 101, 102 and 106 of 'p' Form are not at all Drivers, the members mentioned in serial Nos. 127—176 are not Assistants of the truck and they are vague persons, the members mentioned in serial Nos. from 86 to 108 are alleged to have been Dirvers, but there are only six Tanklorry in Nilphamari District, that the members mentioned in serial Nos. 13, 16, 19—22, 32, 38, 40, 41, 43, 47. 48, 50, 54, 55,, 71, 76, 95, 110 and 176 are members of the union of Respondent No. 2 and they paid their subscription upto December' 1995 and there are 200 (two thousand) labour of Truck Bus, Taxi and lorry in Nilphamari District. So the Appellants failed to prove that the members of their proposed Union is 30% and as such they are not entitled to get registration. Ext. 10 is the list of members (From-P) of the proposed Union. As per admission of Respondent No. 2 the names entered in serial Nos. 29, 30 and 57 of the 'p' Form have been alleged the members of the proposed Union. The Respondent No. 2 did not adduce any evidence to prove that the persons entered in serial Nos. 29, 30 and 57 are vague persons. So more assertion does not do. None of them is coming to disown their membership of the proposed Union. It appears from 'p' Form (Ext. 10) that the persons entered in serial No. 92, 93, 96, 101, 102 and 106 are Drivers having their licences. The Respondent No. 2 states that they are not Drivers and they have no licences. But at the time of hearing of the case Respondent No. 2 did not deny the licence Numbers shown against each of them. The Respondent No. 2 also did not say anything regarding the licence numbers mentioned against their names. The Respondent No. 2 has filed some photostat copies (Exts. Gha series of Affidavits. Ext. Gha series were shown by Drivers Abdul Majid having licence No. 387/92,

Md. Delwar Hossain having licence No. 2325/82, Niranjan Kumar Das having licence No. 3964/86, Md. Ismail having licence No. 2526/91, Md. Lutfar Rahman having licence No. 3144/77, Md. Bekhar Udding having licence No. 3580/87 and Md. Nehal having licence No. 388/92. All these Drivers shown that they are members of Nilphamari Zilla Bus, Truck, Mnini-Microbus Sramik Union (Regn. No. Raj-220) and they are not members of the proposed Trade Union before us. On scrutiny the 'p' Form (Exts. 10 and Cha) if appears that only names of Nehar Uddin having licence No. 388/92, A. Majid having licence No. 387/92 and Niranjan Kumar Das having licence No. 3964/86 have been shown. So, we get here that only 3 Drivers out of alleged 7 Drivers are members of Trade Union of Respondent No. 2.

The Respondent No. 2 has filed some receipts Exts. Ga series showin payment of Taxes. Respondent No. 2 alleges that 21 members (who are now alleged to have been the members of the proposed Union) paid their subscriptions upto December, 1995. The learned Advocate appearing on behalf of the Appellants contended that subscription may be shown realised but it can not be a conclusive evidence to prove that they are the members of the Trade Union of Respondent No. 2, None of the members (whose names have been entered in serial Nos. 13, 16, 19—22, 32, 38, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 54, 55, 71, 76 95, 110 and 176) came before the Court to say that they are not members of the proposed Union. In 'p' list (Ext. 10 a& Cha) their names have been entered as the members of the proposed Union. The Respondent No. 2 states in para 4 of the written statement that the members mentioned in serial Nos. from 127—176 were never Assistants of the Trucks. So a question arises asto how the member entered in serial No. 176 became member of the Trade Union of Respondent No. 2. The Respondent No. 2 has not filed any paper from B.R.T.A. to prove that there are only six Tanklorries in Nilphamari District. So the statements that the members mentioned in serial Nos. from 86 to 108 of 'p' Form are not Dirvers of Tanklorry are not reliable It appears from 'p' Form (Ext. 10) that the persons entered in serial Nos. from 86 to 108 are Truc/Tanklorry Drivers. So the contention of Respon dent No. 2 does not hold good.

Now we are to see whether the Appellants have been able to prove that there are 3% labours of the total labours in their proposed Trade Union.

The Appellants state in the Memo of Appeal that there are 354 Truck and Tanklorry labours in the district of Nilphamari and there are 176 labours in their proposed Trade Union. The Respondent No. 2 did not deny that there are 354 labours in Truck and Tanklorry in the Nilphamari District. We have seen earlier that Respondent No. 1 Registrar of Trade Union, Rajshahi did not raise any allegation asto whether the proposed Union had requisite number of members. So the Respondent No. 2 is not competent to say anything on this point. We have seen earlier that the Respondent No. 2 has been able to prove that 3 out of 176 members (as show in 'p' Form Ext. 10) are members of the Union of Respondent No. 2 So, at this stage we see that there are 173 members in the proposed Trade Union. We have seen earlier that Respondent No. 2 alleged that 21 members out of 173 are members of their Trade Union. We have seen earlier that the Respondent No. 2 has failled to prove the assertion. For the sake of argument if we conecde that 21 members out of 176 are members of the Trade Union of Respondent No. 2, the case of Respondent No. 2 does not devlope. Because the Appellants have been able to prove then that the members of the proposed Trade Union is (176—21—30)

152. Moreover, the Appellants have filed 157 licence (of Drivers and Assistants (Exts. 5 series) of members of the proposed Union. So, it is above 30% of the total Members 354 of Nilphamari District. Mloreover, in this case the learned Advocate appearing on behalf of the Appellats contended that the members who were members of Trade Union of Respondent, No. 2 resigned submitting resignation letter from the Union concerned and those papers are lying with the Respondent No. 1. He also urged that the Appellants called for those records, but the Respondent No. 1 did not submit the same and as such it proves that the Appellants have been able to discharge their onus for proving resignation of some of the members of their proposed Union.

The Appellants and other members have formed a Trade Union in the name and style "Nilphamari Zilla Truck Tanklorry Sramik Union" claiming them to be the labour of Trucks and Tanklorries of Nilphamari District. Respondent No. 2 is the General Secretary of Nilphamari Zillas Bus, Truck, Mini-Microbus Sramik Union. Section 2 of Industrial Relation Ordinance, 1969 provides that in this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(I) "Arbitrator" means a person appointed as such.....
(ix) "Establishment" means any office, firm, industrial unit, transport vehicle, undertaking, shop or permises in which workmen are employed for the purpose of carrying on any industry.

Provided that each class or transport vehicles, such as, "truck/tank lorry" "bus/minibus", "taxi" and baby taxi/tempo". operating in a region of a trans port committee shall be deemed to be an establishment for the purpose of a transport committee shall be deemed to be an establishment for the purpose of registration of trade union of workmen employed in such transport vehicles;
.....
So, from the above findings it is clear that the Establishment of the Appellants is different from that of the Respondent No. 2. In view of my above findings I hold that the Respondent No. 2 has no right to oppose the Appellants for getting registration of this proposed Union.

Therefore, having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the Appellants have been able to cross all the hurdle for getting an order directing the Respondent No. 1 for registration of their proposed Union.

The leanred Members were discussed and consulted with.

Hence, it is

ORDERED

that the I.R.O. (Appeal) is allowed on contest against Respondent Nos. 1 and 2 without any order as to cost.

The Respondent No. 1 is directed to register the proposed Trade Union of the Appellants and issue certificate accordingly.

SUDHENDU KUMAR BISWAS

Chairman,
Labour Court, Rajshah.

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,;
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. A.H.M. Shafiqur Rahman, for the Employer.
2. Mr. Rafiqul Islam Dulal, for the Labour.

Monday, the 18th July, 1996

COMPLAINT CASE NO. 13/95

Md. Merajuddin Khandaker, S/o. Late Md. Hafizuddin Khandaker, Vill. Dhakkamara, P.S. Bada, Dist. Dinajpur,
Discharge Khalashi, Natore Sugar Mills Ltd. —*Petitioner.*

Versus

General Manager, Natore Sugar Mills Ltd. P.O. & Dist, Natore—*Oppesite Party.*

1. Mr. Khaja Moinuddin, Advocate for the Petitioner.
2. Mr. Mujibur Rahman Khan, Advocate for the Opposite Party.

JUDGMENT

This is Complaint Case Under Section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

Facts leading for filling of this case are, in short, that petitioner Md. Merajuddin Khandaker Joined Natore Sugar Mills Ltd. in the post of Khalashi on 5-9-94. He was an active worker of the Trade Union and he was elected Vice President of the Trade Union of the Sugar Mills. On 26-12-96 there was ascuffle between the Drivers of the Mill and Cane Carriers. For the protection of the wealth of the Sugar Mills the petitioner tried to control the scuffle and he was injured on his right leg with a brick throuwn in the scuffle. As a result of the injury his right leg was amputed. The Mill authority did not arrange for his treatment and pay him any compensation thereof. The petitioner bore all the expenses for his treatment. His prayer is pending for consideration In 1989 his annual increment was stopped. The petitioner prayed for his annual increment and the authority having fitness certificate from the Civil Surgeon allowed his annual increment and thus the authority regularised his pay. The petitioner prayed for compensation for his injury and at this the authority became dissatisfied with him. After C.B.A. election the authority became dissatisfied with him and formed a Medical Board to victimize the petitioner and on having a report on the assertion that the petitioner was unfit physically to continue his present job and discharged the petitioner from the service on 4-4-95. The petitioner is still fit for his duties. The Petitioner filed a grievance petition on 17-4-95 and without having any result of the same the petitoner brought this case for reinstatement in his job with back wages along with compensation treating the dismissal order dt. 4-4-95 illegal, unlawful and against principles of Labour Law.

O.P. No. 1 has contested the case by filling a written statement denying the material allegations made in the petition and contending inter alia that the petr. has no right to file this case and that the case is barred by limitation.

Defence case is, in short, that the right leg of the Petitioner was amputed for his physical condition and since then the petitioner became unfit for his duty. So the Mill authority formed a Medical Board and got the petitioner to examine by Civil Surgeon. The Medical Export opined that the petitioner was unfit physically for his post and accordingly the petitioner was discharged from his post as per provisions of Section 16 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 on 1-4-95. The petitioner was never victimized and he was discharged from the service for the interest of the Mill concerned. The petitioner filed the grievance petition on 17-4-95. So the petitioner is not entitled to relief prayed for an the case is liable to be dismissed with cost.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Is the case maintainable in its present form.
2. Is the case barred by limitation ?
3. Is the dismissal order illegal and unlawful ?
4. Is the petitioner entitled to get an order for reinstatement in the service with back wage and compensation as grayed for ?

FINDINGS AND DECISION

All the points have been taken up together for the sake of convenience of discussion and brevity.

It is not disputed that petitioner Md. Merajuddin Khandaker was employed in the post of Khalashi of Natore Sugar Mills Ltd. It is not also disputed that on 26-12-86 the petitioner became injured on his right leg and as a result of the same his leg was amputed. The petitioner also was in his service after his treatment and subsequently the petitioner was dismissed from service by the Mill authority.

The petitioner contends in the petition that on 26-12-86 there was a scuffle between the Drivers of the Mill and Cane Carriers and in that scuffle he came forward for the interest of the Mill and he was injured on his leg. The O.P. admitted the injury on the right leg of the petitioner but the O.P. contends that the petr. was not injured in any occurrence held on 26-12-86. The O.P. also contends that for physical condition of the petitioner his leg was amputed. Now let us see first whether the petitioner was injured at the time of his employment in the Mill area. The petitioner Md. Merajuddin Khandaker as P.W. 1 made statements in support of the case pleaded of the petition. He stated that on 26-12-86 there was a scuffle in the Mill, when he was Vice-President of the Trade Union of the Mills. He further stated that he came forward for the protection of the goods of the Mills and subsequently he was injured. In cross P.W. 1 stated that a scuffle arose between the Cane contractors and the labour of the Mill. This statement of P.W. 1 strengthens the scuffle of 26-12-86 in the Mill. The defence did not deny his statements regarding his injury caused in the scuffle held on 26-12-86 in the Mill area between the Cane contractors and the labours. So his statement goes unchallenged P.W. 1 stated in his deposition that he was under the treatment of the Doctor of the Mill and since he was not cured the Mill authority sent him to Dhaka for treatment and after recovery from the injury he joined in the Mill and discharged his duty as usual. All these statements of the P.W. 1 are not denied by the defence. So all these indicate that the petitioner was injured

in a scuffle held in the Mill area. The petitioner has filed a series of documents (Exts. 3, 4, 8, and 9 series) which show that the petitioner was under the treatment of the Doctor of the Mill for his injury and he was then referred to Head Office for his better treatment and accordingly after full scale of treamtent he came round. Therefore, having regard to my above findings it is seen that the petitioner was softly and sympathetically dealt with for his injury. If the petitioner was not injured in a scuffle alleged by the petitioner, the Mill authority would not consider his case regarding treatment so softly and sympathetically and after his recovery he was not permitted to work in his post. All these facts, circumstances of the case and material evidences on record lead me to hold that there was a scuffle held on 26-12-86 in the Mill area and when the petitioner went there as the Vice-president of the Trade Union he was injured in the scuffle and, thus, it indicate that he was injured at the time of his employment.

The defence contention is that the petitioner was not physically fit to resume his duties and as such a Medical Team was formed, the Medical Team opined that the petitioner was not fit physically to resume his duties after examining him and as such he was dismissed from serivce as per provisions of section 16 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. On the other hand the petitioner contends in the petition that the O.P. with the ill advice of some of the Members of newly elected C.B.A. and Sr. Officers of the petitioner managed to have a false Medical report to victimize the petitoner and then the authority discharged him. The petitioner as P.W. 1 does not make such statement in his deposition. Ext. kha, the Medical Eaxmination report given by the Civil Surgeon, Natore, being the Chairman of the Medical Examination Board and other two Members shows that the Medical Examination Board examined the petitioner on 20-10-94 at 11 A.M. in the office of Civil Surgeon, Natore and found that his right leg was amputed. They also opined on considering his physical inability that he was not fit for his present job (as khalashi). All these go to show that the authority dismissed him from the service on the report of a Medical Team properly constituted.

The petitioner has prayed for reinstatement in the service with back wages and for compensation of the accident. We have seen earlier that the authority on having the Medical report and on considering the opinion of the Medical Examination Team dismissed the petitioner from service on the ground of his inability to continue his service. The petitioner as P.W. 1 stated in his deposition that Medical Board told him to perform light work and the Medical Board opined that he was not fit for the post of Khalashi. The petitioner lost his right leg. So it is sure that he is not in a position to perform his duties as a Khalashi. Now if we pass an order directing the authority for reinstatement of the petitioner, the petitioner would be reinstated as Khalashi, then the petitioner would not be in a position to perform his duties. So it will be harmful to the authority. Ext. 5, a petition filed by the petitioner to the authority of Bangladesh Sugar & Food Insdustries Corporation appears to show that the petitioner prayed for appointing him in the post of Pump Driver/Peon from the post of Khalashi. This prayer of the petitioner proves beyond reason that the petitioner faces troubles in discharging his duties in the post of Khalashi. So all these lead me to hold that an order directing the O. P. for reinstatement of the petitioner in the post he was would be infructuous. Ext. 6, the Memo under E. R./S. F./Nachik-19/Gena: (angsha)/ 222, dated 24-8-95 shows that the Chief incharge of Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation sent the petition of the petitioner Ext. 5) to the

General Manager, Natore Sugar Mills Ltd. to consider his prayer sympathetically for appointing him in the post of Pump Driver/Peon. We have seen earlier that the petitioner was injured in an incident held in the Mill area and subsequently he lost his leg. Having regard to my above findings and on considering the facts, circumstances of the case and materials on record I hold in the tune of the Chief of Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation that the prayer of the petitioner may be considered by the authority on humanitarian ground.

The O. P. states in the written statement that the petitioner was dismissed from service on 1-4-95 and since the petitioner submitted grievance petition on 17-4-95, the case is barred by limitation. The petitioner has not filed his discharge letter. On the other hand O. P. filed the same Ext. Ga which appears to show that the petitioner was discharged vide order conveyed under Memo No. Nasumi/Bya: Nathi, 336/3280 dated, 2-4-95. It is admitted that the petitioner submitted grievance on 17-4-95. Since we have opined that the petitioner may be given a job on his prayer on humanitarian ground, this aspect is immaterial.

In this case the petitioner has prayed for compensation for accident. It is a case U/S 25 of the Employment of Labour (S. O.) Act, 1965 and not under the Workmen's Compensation Act. So in this case we are not concern here regarding compensation of the petitioner for his injury.

In view of what have been discussed above I hold that the petitioner is not entitled to relief sought for, but the authority may consider his case as we have seen earlier.

I, therefore, reply the points under determination accordignly. The Learned Members are discussed and consulted with. Hence, it is

ORDERED

that the Complaint case is dismissed on contest without any order asto cost.

The authority of Natore Sugar Mills Ltd. may consider the case of the petr. regarding his appointment in a light post like Pump Driver/Peon as prayed by him.

Sudhendu KumarBiswas

Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব আবদুস সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

অভিযোগ মামলা নং ২৫/৯৫

শামছুদ্দিন, পিতা জামাল উদ্দিন, সাং খেরবাড়ী, পো: আলম নগর, রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

ম্যানেজার, আর, কে, জুট মিলস লিঃ, পো: আলমনগর, রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব আসাদুজ্জামান (মাখন), দরখাস্তকারীর পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৩, তারিখ : ২২-৯-৯৬।

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার, মামলা।

প্রার্থী শামসুদ্দিনের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাধীন আর, কে, জুট মিলে গত ১২-২-৮৭ইং তারিখ হইতে সহকারী প্রেসম্যান হিসাবে মাসিক ৪৭৫ টাকা বেতনে স্থায়ীভাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। প্রার্থীর বেতন বৃদ্ধি হইয়া মাসিক ১০৯২ টাকা হইয়াছে। প্রার্থী নৌখিকভাবে প্রতিপক্ষের নিকট ২/৩ মাসের অগ্রিম বেতনের আবেদন করিলে প্রতিপক্ষ ১৬-৯-৯৫ তারিখে প্রার্থীকে ৩২৭৬ টাকা অগ্রিম প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ ৩০-১১-৯৫ইং তারিখের পূর্বে না জানাইয়া, কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, ছাড়পত্র প্রদান না করিয়া, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ আইনের (স্থায়ী আদেশ) বিধান অনুসারে না করিয়া, নোটিশ বেতন, ক্ষতিপূরণ, অর্জিত ছুটি ও উৎসব ছুটির বেতন প্রভৃতি প্রদান করিয়া প্রার্থীকে নৌখিকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। একইভাবে অপর ২ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়। প্রার্থী ৫-১২-৯৫ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রীভান্স পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া ৩০-১১-৯৫ইং তারিখের নৌখিক আদেশ প্রত্যাহার, বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ বা প্রতিপক্ষকে প্রার্থীর সাভিস বেনিফিট প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রার্থী অত্র মামলায় নিজেকে পরীক্ষা করেন এবং কাগজপত্র (প্রদর্শন ১, ২, ৩ ও ৪) দাখিল করেন। প্রদর্শন-১ হইল প্রার্থীর অগ্রিম লইবার বিবরণ প্রদঃ-২ হইল গ্রিভান্স পিটিশনের কপি, প্রদঃ-৩ ডাক রশিদ এবং প্রদঃ-৪ হইল প্রাপ্তি স্বীকারপত্র। প্রার্থী তাহার নিয়োগপত্র দাখিল করেন নাই। প্রার্থী তাহার মূল আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন একই তারিখে অপর ২ জন শ্রমিককে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। একই তারিখের অন্য ২টি মামলা যথাক্রমে অভিযোগ ২৪/৯৫ ও ২৬/৯৫ নং মামলার শুনানী হয়। অভিযোগ ২৪/৯৫ নং মামলার প্রার্থীর নিয়োগপত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আর, কে, জুট মিলস লিঃ এর ডিরেক্টর তাহাকে নিয়োগ প্রদান করেন। সুতরাং অত্র মামলার ক্ষেত্রে আমরা ধরিয়া লইতে

পারি প্রার্থীকে ডিরেক্টর আর কে, জুট মিলস লিঃ নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। প্রার্থী তাহার মূল আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে প্রতিপক্ষের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাধীন আর কে জুট মিলে তিনি ১২-২-৮৭ইং তারিখ হইতে প্রসম্যান হিসাবে চাকুরী করিতেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তাহাকে প্রতিপক্ষ ৩০-১১-৯৫ইং তারিখে চাকুরী হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করিলে তিনি গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন। প্রদঃ-২ হইল গ্রিভান্স পিটিশনের কপি। প্রদঃ-২ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী ১২-২-৮১ তারিখ হইতে মাসিক ৪৭৫ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে তিনি ১৯৮৭ সালে চাকুরীতে ঢুকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রার্থী তাহার ইচ্ছা মাফিক তারিখ উল্লেখ করিয়া তাহার চাকুরী করিবার কথা বলিয়াছেন। বিভিন্ন ধরণের তারিখ উল্লেখে চাকুরী করিবার কথা বলায় প্রার্থীর মামলা যথাযথভাবে দাখিল হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, প্রতিপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন প্রতিপক্ষ হইলেন ম্যানেজার, আর, কে, জুট মিলস লিঃ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রার্থীকে আর, কে, জুট মিলস লিঃ এর ডিরেক্টর নিয়োগ দিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠে কি করিয়া ঐ মিলের ব্যবস্থাপক তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলেন। প্রার্থী অত্র মামলায় শুধু ম্যানেজার, আর, কে, জুট মিলস লিঃ কে পক্ষ করিয়াছেন। তিনি ডিরেক্টর বা মিলের পরিচালনা বোর্ডকে পক্ষ করেন নাই। এখন প্রশ্ন উঠে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যদি কোন আদেশ প্রদান করা হয় তাহা হইলে কি করিয়া প্রার্থীর নিয়োগদানকারী ডিরেক্টরের প্রতি অত্র আদেশ বাধ্যকর হইবে। সুতরাং অত্র মামলায় প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। তাই, অত্র মামলা অত্রাকারে রক্ষণীয় নহে।

অত্র মামলায় প্রার্থী ম্যানেজার আর, কে, জুট মিলস লিঃ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পক্ষ করেন নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এই মামলা যথাযথ হয় নাই। তাই অত্র মামলায় প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারে না।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র মামলা অভিযোগ একতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩/৯৫

মোঃ মকবুল হোসেন, পিতা মোঃ সাবের আলী,
সাং শনিবাড়ী (সাতমাথা), পোঃ মাহিগঞ্জ, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর।
শ্রমিক, আলতুর হোটেল, সাতমাথা, মাহিগঞ্জ, রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ আলতাফ হোসেন (আলতু মিয়া), পরিচালক আলতুর হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট,
সাতমাথা, মাহিগঞ্জ, রংপুর শহর, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ

১। জনাব সাইফুর রহমান খান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৫, তারিখ : ৮-৯-৯৬।

অদ্য মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তির জন্য ধার্য্য আছে

বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষকে ১-৭-৯৬ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী এডিসহ ডাকযোগে নোটিশ পাঠানো হয় তাহা নোটিশের খামের গায়ে ডাক পিয়ন "গ্রাপক গ্রহণ না করা মর্মে ফেরৎ" লিখিয়া দিয়াছেন প্রতিপক্ষ অদ্য নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ জাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

বাদীর জবানবন্দি পরীক্ষা করা হইল। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর দাখিলী কাগজাদি প্র-১ হইতে ,৫ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হইল। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনা হইল।

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ও ২৫ ধারার মামলা।

প্রার্থী মোঃ মকবুল হোসেনের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ১-২-১৯৯৩ইং তারিখ হইতে মাসিক ১২০০ টাকা বেতনে তিন বেলা খাওয়াসহ পরোটা কারিগর পদে প্রতিপক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন (আলতু মিয়া) এর হোটেলে চাকুরী করিয়া আসিতে থাকেন এবং তাহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া ১৩৫০ টাকা হয়। প্রতিপক্ষ তাহাকে দৈনিক ১৪/১৫ ঘন্টা খাটাইয়া লইয়াও অতিরিক্ত মজুরী প্রদান করেন নাই। প্রার্থীর দারিদ্রতার সুযোগ লইয়া প্রতিপক্ষ তাহাকে চাকুরীচ্যুতির হুমকি প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ ৪-২-৯৫ইং তারিখ তাহাকে মৌখিকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন এবং ২৬-১-৯৫ হইতে ৪-২-৯৫ইং পর্যন্ত ১২ দিনের বেতন প্রদান করেন নাই। প্রার্থী ৯-২-৯৫ইং তারিখে চাকুরীতে পুর্নবহালের প্রার্থনা করিয়া মালিক বরাবর গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন এবং ১৮-২-৯৫ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স প্রতিবেদনের একটি সংশোধনী দাখিল করেন। তিনি কোন প্রতিকার না পাইয়া ৪-২-৯৫ইং তারিখের মৌখিক আদেশ রদ ও রহিত করিয়া বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুর্নবহালের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় জবাব দাখিল করিয়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই এবং মামলার একতরফা নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হয়।

প্রার্থী নিজেকে পরীক্ষা করেন। তিনি তাহার মামলার সমর্থনে জবানবন্দী প্রদান এবং তিনি বকেয়া বেতনসহ চাকুরীর প্রার্থনা করেন। তিনি কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন যাহা প্রদর্শন-১, ২, ৩, ৪ ও ৫ চিহ্নিত হয়।

প্রার্থীর মামলা অনুসারে তিনি বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুণর্বহালের প্রার্থনা করেন। প্রদঃ-১ হইল গ্রিভান্স পিটিশনের ফটোকপি। প্রদঃ-১ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করায় তিনি বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুণর্বহালের প্রার্থনা করিয়া প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন করেন। প্রার্থী তাহার মূল আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে, তিনি গ্রিভান্স পিটিশন সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধানমতে বরখাস্তকৃত কোন শ্রমিককে লিখিতভাবে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে স্বীয় অভিযোগ মালিকের নিকট পেশ করিতে হইবে। অত্র মামলার ক্ষেত্রে প্রার্থী আইনের বিধান মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সুতরাং তাহার অত্র মামলা রক্ষণীয় নহে। প্রার্থী ১৮-২-৯৫ইং তারিখে একখানা আবেদন পত্র ডাকযোগে পাঠাইয়া পূর্বের প্রেরিত গ্রিভান্স পিটিশনের কিছু সংশোধন করিয়াছেন। ১৮-২-৯৫ইং তারিখের আবেদন (প্রদঃ-৩) কে কোন রকমেই গ্রিভান্স পিটিশন বলা যাইবে না।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইবার অধিকারী নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র অভিযোগ মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব আবদুস সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

অভিযোগ মামলা নং ২৬/৯৫

সাবান আলী, পিতা জামাল উদ্দিন, সাং খেরবাড়ী, পোঃ আলমনগর, রংপুর—দরখাস্তকারী।
বনাম
ম্যানেজার, আর, কে, জুট মিলস লিঃ, পোঃ আলমনগর, রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব আসাদুজ্জামান (মাখন), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৩, তারিখ ২২-৯-৯৬।

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার মামলা।

প্রার্থী সাবান আলীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাধীন আর, কে, জুট মিলে গত ১২-২-৮৭ইং তারিখ হইতে সহকারী প্রেসম্যান পদে মাসিক ৫০৫ টাকা বেতনে স্থায়ীভাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। প্রার্থীর বেতন বৃদ্ধি হইয়া মাসিক ১১৬৭ টাকা হইয়াছে। প্রার্থী মৌখিকভাবে প্রতিপক্ষের নিকট ২/৩ মাসের অগ্রীম বেতনের আবেদন করিলে প্রতিপক্ষ ১৬-৯-৯৬ইং তারিখে প্রার্থীকে ৩৫০১ টাকা অগ্রীম প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ ৩০-১১-৯৫ইং তারিখ পূর্বাহ্নে না জানাইয়া, কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, ছাড়পত্র প্রদান না করিয়া, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান অনুসরণ না করিয়া, নোটিশ বেতন, ক্ষতিপূরণ, অর্জিত ছুটি ও উৎসব ছুটির বেতন প্রদান না করিয়া প্রার্থীকে মৌখিকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। একইভাবে অপর ২ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়। প্রার্থী ৫-১২-৯৫ইং তারিখে রেজিষ্টী ডাকযোগে গ্রিভান্স পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া ৩০-১১-৯৫ইং তারিখের মৌখিক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করিয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ বা প্রতিপক্ষকে প্রার্থীর সার্ভিস বেনিফিট প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রার্থী অত্র মামলায় নিজেকে পরীক্ষা করেন এবং কিছু কাগজপত্র (প্রদর্শন ১, ২, ৩ ও ৪) দাখিল করেন। প্রদঃ-১ হইল আর, কে, জুট মিলস লি এর ১-১-৮৭ইং তারিখের আর কেএমএল-পি, এফ/১১৩-১৪ নং স্মারক, প্রদঃ-২ হইল গ্রিভান্স পিটিশনের কপি, প্রদঃ-৩ রশিদ এবং প্রদঃ-৪ হইল প্রাপ্তি স্বীকারপত্র। প্রার্থী তাহার নিয়োগ পত্র দাখিল করেন নাই। প্রার্থী তাহার মূল আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে, একই তারিখে অপর ২ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইয়াছে। অত্র মামলার সাথে একই তারিখে আনা ২টি মামলা দায়ের করা হয় যাহার অভিযোগ নং ২৪/৯৫ ও ২৫/৯৫ এবং উক্ত মামলা দুইটিও একই দিনে শুনানী হয়। অভিযোগ ২৪/৯৫ মামলার প্রার্থীর নিয়োগ পত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আর, কে, জুট মিলস লিঃ এর ডিরেক্টর তাহাকে নিয়োগ পত্র প্রদান করেন। সুতরাং অত্র মামলার ক্ষেত্রেও আমরা ধরিয়া লইতে পারি প্রার্থীকে ডিরেক্টর, আর, কে, জুট মিলস লিঃ নিয়োগ পত্র প্রদান করেন। প্রার্থী তাহার মূল আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাধীন আর, কে, জুট মিলে তিনি ১২-২-৮৭ইং তারিখ হইতে প্রেসম্যান হিসাবে চাকুরী

করিতেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তাহাকে প্রতিপক্ষ ৩০-১১-৯৫ তারিখে চাকুরী হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করিলে তিনি গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন। প্রদঃ-২ হইল গ্রিভান্স পিটিশনের কপি। প্রদঃ-২ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী ১২-২-৮১ তারিখ হইতে মাসিক ৪৭৫ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে তিনি ১৯৮৭ সালে চাকুরীতে ঢুকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রার্থী তাহার ইচ্ছা মাফিক তারিখ উল্লেখ করিয়া তাহার চাকুরী করিবার কথা বলিয়াছেন। বিভিন্ন ধরণের তারিখ উল্লেখে চাকুরী করিবার কথা বলায় প্রার্থীর মামলা যথাযথভাবে দাখিল হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, প্রতিপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ হইলেন ম্যানেজার, আর, কে, জুট, মিলস লিঃ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রার্থীকে আর, কে, জুট, মিলস লিঃ এর ডিরেক্টর নিয়োগ দিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠে কি করিয়া ঐ মিলের ব্যবস্থাপক তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলেন। প্রার্থী অত্র মামলায় শুধু ম্যানেজার, আর, কে, জুট, মিলস লিঃ কে পক্ষ করিয়াছেন। তিনি ডিরেক্টর বা মিলের পরিচালনা বোর্ডকে পক্ষ করেন নাই। এখন প্রশ্ন উঠে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যদি কোন আদেশ প্রদান করা হয় তাহা কি করিয়া প্রার্থীর নিয়োগদানকারী ডিরেক্টরের প্রতি অত্র আদেশ বাধ্যকর হইবে। সুতরাং অত্র মামলায় প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। তাই, অত্র মামলা এত্রাকারে রক্ষণীয় নহে।

অত্র মামলায় প্রার্থী ম্যানেজার, আর, কে, জুট মিলস লিঃ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পক্ষ করেন নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এই মামলা যথাযথ হয় নাই। তাই অত্র মামলায় প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে। কোন আদালত অকার্যকর আদেশ প্রদান করিতে পারে না।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র অভিযোগ মামলা একতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব আবদুস সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

অভিযোগ মামলা নং-২৪/৯৫

মোঃ জামাল উদ্দিন, পিতা-আবদুল করিম, সাং-ফেরবাড়ী, পোঃ আলমনগর, জেলা রংপুর
দরখাস্তকারী।

বনাম

ম্যানেজার, আর,কে,জুট মিলস লিঃ, পোঃ আলমনগর রংপুর—প্রতিপক্ষ।
১। জনাব আসাদুজজামান (মাখন), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি

আদেশ নং-১৩ তারিখ ২২ ৯-৯৬

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার মামলা।

প্রার্থী মোঃ জামাল উদ্দিনের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি প্রতিপক্ষের আর, কে, জুট মিলস লিমিটেডে গত ১২-২-৮৭ তারিখ হইতে প্রেসম্যান পদে মাসিক ৫৭৫ টাকা বেতনে স্থায়ী ভাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। পর্যায়ক্রমে তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া মাসিক ১৮২২ টাকা বেতন ধার্য হয়। প্রার্থীর সাংসারিক কাজে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় প্রতিপক্ষের নিকট মৌখিকভাবে ২/৩ মাসের অগ্রীম বেতনের প্রার্থনা করিলে প্রতিপক্ষ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১১-৩-৯৫ তারিখে প্রার্থীকে বিভিন্ন কাগজপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া ৫,৪৬৬ টাকা অগ্রীম প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ ইং ৩০-১১-৯৫ তারিখ পূর্বাহ্নে না জানাইয়া, কোন তদন্ত না করিয়া, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, কোন ছাড়পত্র প্রদান না করিয়া, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান অনুসরণ না করিয়া বেতন, ক্ষতিপূরণ, অর্জিত ছুটি ও উৎসব ছুটির বেতন প্রদান না করিয়া তাহাকে মৌখিকভাবে বলেন, যে অগ্রীম দেওয়া হইয়াছে, আর কোন টাকা তিনি পাইবেন না এবং তাহাকে চাকুরী হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেন। প্রতিপক্ষ ঐরূপভাবে আরও ২জন শ্রমিককে বরখাস্ত করেন। প্রার্থী ইং ৫-১২-৯৫ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করিয়া কোন সুফল পান নাই। তাই তিনি ইং ৩০-১২-৯৫ তারিখের বেআইনী বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার ও বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল বা প্রার্থীকে সার্ভিস বেনিফিট প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

অত্র মামলার শুনানীকালে প্রার্থী নিজেকে পরীক্ষা করেন এবং তাহার পক্ষে কিছু কাগজ পত্র (প্রদর্শন-১, ২, ৩, ৪, ও ৫) দাখিল করেন।

প্রার্থী তাহার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে তিনি ১২-২-৮৭ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন। তাহার দাখিলী নিয়োগ পত্র (প্রদঃ-১) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আর, কে, জুট মিলস লিঃ এর ডাইরেকটর তাহাকে ১২-২-৮১ তারিখে জুট পাকা প্রেসের-মেশিনম্যান হিসাবে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করেন এবং ১৫-২-৮১ তারিখের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন। প্রদঃ-২ হইল আর,কে,জুট মিলস লিঃ এর ইং ১-১-৮৭ তারিখের আর,কে, এম, এল/পি,এফ/১০১/৮৭/০২ নম্বর স্মারক। প্রদঃ-২ হইতে প্রতীয়মান হয় আর, কে, জুট মিলস এর পক্ষে তাহাকে ইং ১-১-৮৬ তারিখ হইতে জুনিয়র টার্নার-১ পদে নিয়োগ করা হয়। প্রার্থীর দাখিলী কাগজপত্রের সংগে প্রার্থীর মামলার বর্ণনায় কোন মিল নাই। তাহার কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তাহাকে ১২-২-৮১ তারিখে নিয়োগ করিয়া ১৫-২-৮১ তারিখের মধ্যে কাজে যোগদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ইং১২-২-৮৭ তারিখে যোগদান করিয়াছেন মর্মে উল্লেখ করেন। তাই, তাহার কাজে যোগদানের বিষয় প্রমানিত হয় নাই।

প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে প্রতিপক্ষ তাহাকে ৩০-১১-৯৫ তারিখে চাকুরী হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রার্থীকে আর, কে,জুট মিলস লিঃ এর ডাইরেকটর নিয়োগ করেন। প্রতিপক্ষ আর,কে,জুট মিলস লিঃ এর ব্যবস্থাপক যেখানে ডাইরেকটর তাহার নিয়োগ কর্তা সেখানে প্রতিপক্ষ (ব্যবস্থাপক) তাহাকে কি করিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলেন তাহার কোন ব্যাখ্যা প্রার্থী তাহার মূল আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন নাই এবং তাহার এই কথিত বরখাস্ত সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

অত্র মামলায় রহিম প্রিন্টিং প্রেস, আলমনগর, রংপুর এর ম্যানেজার অত্র আদালতকে ও জানান যে, প্রকৃত পক্ষে আর,কে,জুট মিলস এ কোন ষ্টাফ বর্তমানে নাই এবং আর, কে,জুট মিলে ম্যানেজার পদে কেউ নাই। প্রার্থী আর,কে,জুট মিলের ব্যবস্থাপক ব্যতীত অন্য কাহাকে পক্ষ করেন নাই। এমনকি তিনি আর,কে,জুট মিলস লিঃ কেও অত্র মামলায় পক্ষ করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক তিনি কোন আদেশ পাইতে অধিকারী নহেন। তর্কের খাতিরে যদি আমরা প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করি তাহা হইলে উক্ত আদেশ অকার্যকর হইবে। কারণ প্রার্থী যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন নাই। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র অভিযোগ মামলা একতরফা বিচারে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Abdul Latif Khan Chowdhury, for the Employer.
2. Mr. Abdus Sattar Tara. for the Labour.

Tuesday, the 2nd July, 1996

I. R. O. Case No 231 of 1995

Mr. Maksud Alam, Worker & General Secretary,
Rahatin Industries Sramik & Karmachari Union Alamnagar, Rangpur
—Petitioner.

Versus

General Manager, Rahatin Industries Ltd. Alamnagar, Rangpur—Opposite party

1. Mr. A. K. M. Shamsul Abedin, Advocate for the Petitioner.
2. Mr. Murad Hossain Khan, Advocate for the Opposite Party.

JUDGMENT

This a Case U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 filed by Mr. Maksud Alam, Sramik and General Secretary of Rahatin Industries Sramik & Karmachari Union alleging inter alia that Rahatin Industries Ltd. is an Institution handed over by the People's Republic of Bangladesh in private, Proprietor. The present Sramik and Karmachari have been serving the Industry since its inception. The Institution is a solvent one and the Primary School a Junior High School and a Free Friday Clinic are being managed with the fund of the Institution. The Industry declared holidays for Idul Azha from 11-5-96 to 14-5-96. For its financial deal lock and for went of raw materials the Industry declared lay-off vide letter No. Raili/Prashaon-248/95 dated 11-5-91 from 13-5-95 to 11-6-95 and the employees of the Industry were paid accordingly. The declaration of lay-off is purposeful and illegal. Because there was no financial dead lock and want of raw materials (crude soabin oil). 150 metric tones of raw materials were deposited in the store at the time of declaring lay-off. Tk. 16,64,700 was deposited on 3-5-95 for releasing 100 metric tones of raw materials from Railway and the same was released on 24-5-95. Before declaration of the lay-off 500 metric tones of raw materials imported under L. O. in 1995 was in store of the Office of Chittagong. Though there was not want of raw materials. the authority declared lay off to harash cause loss to the Employees The petitioner filed this case for declaration of the lay-off illegal

O. P. has contested the case by filing a written statement denying most of the material allegations made in the petition and contending inter alia that the case is not maintainable in its present form. that the case is bad for defect Parties and the petitioner has filed this case on false allegation.

Defence case is, in short, that the present owners purchased the Industry when it was denationalised and it is run by a Board of Directors. The Chairman of the Board of Directors lives at 73 Dhanmondi Residential Area, Road No. 8/A Dhaka-1209. As per decision of the Board of Directors lay-off and retrenchement were issued from Dhaka and the local General Manager (persent O. P.) simply implemented those orders. The Industry is facing financial hardship and it is on the verge of closure. The management had no option but to delclare lay-off and subsequently retrench the workers. So the petitioner is not entitled to relief sought for and the case is liable to be dismissed.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Has the petitioner any right to file this case ?
2. Is the case maintainable in its present form ?
3. Is the impugned lay-off illegal ?
4. Is the petitioner entitled to relief sought for ?

FINDINGS AND DECISION

All the points have been taken up together for the sake of covenience of discussion and disposals,

In this case the petitioner examined himself as P. W. 1 who stated the plain case and document marked Ext. 1 was admitted into evidence on behalf of the petr. On the other hand the O. P. did not examine any witness and the document marked Ext. Ka was admitted into evidence on behalf of the O. P.

Admittedly the petitioner Md. Maksud Alam is worker and General Secretary of Trade Union of Rahatin Industries Sramik & Karmachari Union. The petitioner has filed this case as the General Secretary of Rahatin Industries Sramik & Karmachari Union challenging the declaration of lay-off dated 11-5-95 under Memo No. Raili/Prashason/248/95. P.W. 1 stated that there is no other trade union in their Industriy and their union is a registered one having registration No. 203. It is not denyed that the authority declared lay off on 11-5-95. Petitioner Md. Maksud Ali as P.W. 1 stated that the declaration of lay off was illegal as the Industry was a profitable one and it maintains a School and a free Friday Clinic, Though the Mill has sufficient deposit of raw materials (crude soabin oil). On the other hand defence contention is that the Industry faced financial hardship and the Board of Directors decided to declare lay off. P.W. 1 stated in his deposition in chief that the authority declared lay off of the Industry for a month and the authority did not give any notice for itsextension and the authority retrenched the workers from the service. P.W. 1 also admitted that the authority paid them all lay off benefiti. So all these facts indicate that the authority after declaring ay off of the Industry paid the workers all benefits of lay off and the authority did not

extend the lay off and closed the Industry. P.W. 1 stated in his cross examination that the authority retrenched all the workers of the Industry. The authority also retrenched the General Manager of the Industry. P.W. 1 further admitted that the authority as per decision of the Board of Directors appointed some employees for taking care of the Industry after closing the Industry From the admission of P.W. 1 it is seen that the authority delcared lay off of the Industry, retrenched the workers and paid them oil lay off benefits and the Industry is still close. The statement of P.W. 1 proves that the authority could not run the Industry for being hard up and for want of raw materialse.

The learned Advocate appearing on behalf of the O.P. argued that the case is not maintainable in its present form. He referred to a ruling reported in 45 D.L.R. at page 357. In the case of New Eastern Trading Corporation Limited Versus Chairman, Third Labour Court, Dhaka and another their lordships held that a worker or workmen whose termination of service or dismissal or discharge from service have not been in connection with an industrial dispute is not a worker within the meaning of this Ordinance and therefore, section 34 thereof can not apply in such a case. In this instant case the authority declared lay-off, retrenched the workers and subsequently closed the Industry. We have also seen earlier that the Industry authority paid the workers of the Industry all sorts of lay off benefits. It indicates that the workers of the Industry abide by the decision of the Industry authority. So the Petitioner and other workers are out of employment. The law does not recognise the existence of the Industrial dispute unless it is raised by a C.B.A. in the prescribed manner such as by negotiation,conciliation and arbitration. So in view of my above findings I hold that the case does not lie as per provision of section 34 of Industrial Relations Ordinance.

In this case the Industry authority declared lay off, retrenched the workers and closed the Industry, Section 6 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act empowers any employer to stop any section or sections of the Industry wholly or partly for any period. In case of Sultana Jute Mills Ltd. Versus Chairman, Labour Court, Chittagong and others reported in 42 D.L.R. at page 340 their Lordships held that the Labour Court can not question regarding the action of the employer. So in this count the case is not maintainable.

Petitioner Md. Maksud Alam admitted in his deposition that the Industry authority retrenched 50/60 employees including the General Manager (O.P.). In this case the petitioner has filed this case against the general Manager alone. So it is seen that the petitioner's postition is like O.P. Now a question arises asto how a retrenched person can seek relief against a retrenched General Manager. So the case is not maintainable in its present form.

The learned Advocate appearing on behalf of the O.P. contended that the Rahatin Industries Ltd. declared lay off as a result of the decision of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors lives in Dhaka. So this case does not lie before this Court and the petitioner is to file the same in the 2nd Labour Court, Dhaka. The petitioiner as P.W. 1 stated that the Head Office of Board of Directors, at Rangpur. P.W. 1 admitted that Razia Hussain is the Chairman of Board of Directors. P.W. 1 admitted in his deposition that they sent a report to the Joint Director of

Labour, Rajshahi regarding the lay-off in question. He proved the letter Ext. Ka addressed to the Joint Director of Labour, Rajshahi. P.W. 1 admitted that they sent copies of the letter to the Chairman, Rahatin Industries Ltd. and others. Ext. Ka appears to show that the President of Rahatin Industries Ltd. Sramik & Karmachari mentioned the address of Chairman Rahatin Industries Ltd. at 73, Dhanmondi Residential Area, 8/A, Dhaka, 1209. These facts clearly prove that the Head Office of the Chairman of Board or Directors is in Dhaka. The learned Advocated appearing on behalf of the O.P. referred me to a ruling reported in 36 D.L.R. at page 179(AD) and contended that the cause of action of this case arose within jurisdiction of two Labour Courts, Rajshahi and Dhaka and it is triable by 2nd Labour Court, Dhaka, In that case their Lordships held that cases falling within the concurrent jurisdiction of more than one Labour Court the case is triable by Labour Court, II, Dhaka, as per Govt. Notification (Ordinance No. XXIII of 1969). So in vies of my above findings I hold that this Court has no jurisdiction to try this case.

Therefore, having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on recored and in light of my above discussions I hold that the petitioner is not entitled to any relief in this case.

I, therefore, reply the points under determination against the petitioner.

In the result, the case fails,

The learned Members were discussed and consulted with.

Hence it is

ORDERED

that the I.R.O. Case is dismissed on contest against the sole O. P. without any order asto cost.

SUDHENDU KUMAR BISWAS

Chairman,

Labour Court, Rajshshi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ :—১। জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী, মালিক পক্ষ।
২। জনাব আঃ সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

শনিবার, ৬ই জুলাই, ১৯৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং-২৮/৯৫

মোঃ ছামছুল হক, প্রাক্তন মৌসুমী ক্যাশিয়ার,
রংপুর চিনিকল, মহিমাগঞ্জ, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা,
পিতা মৃত আবদুর রহমান মণ্ডল, সাং ওছমানের পাড়া,
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—আবেদনকারী (প্রার্থী)।

বনাম

১। মেসার্স বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
৩। ম্যানেজার (প্রশাসন), রংপুর চিনিকল, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।
৪। ম্যানেজার (অর্থ), রংপুর চিনিকল, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষগণ।

১। জনাব এ, এস, এস, মোহাম্মদ আলী, প্রার্থী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রার্থী মোঃ শামছুল হকের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ইং ১৯৬৬ সনে রংপুর চিনিকলে মৌসুমী ক্যাশিয়ার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘ ১৮ বৎসর চাকুরী করার পর ১৯৮৪-৮৫ সন হইতে তাহাকে উক্ত পদ হইতে নিয়োগ বন্ধ করা হয়। ইহার কারণ এই যে আবেদনকারী ২৯-১২-৮২ ইং তারিখে পারিবারিক কলহের কারণে একটি খুনের মামলার আসামী হন এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণের ফলে তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তিনি উক্ত কারাদণ্ড আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে একটি আপীল দায়ের করেন এবং উক্ত আপীল চলাকালে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ক্ষমায় ১৯৯২ সনে তিনি জেল হইতে খালাস পান। জেল হইতে খালাস পাইয়া তিনি পূর্ববর্তী চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন করিলে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ

ইং ১৪-১২-৯৩ তারিখে আবেদনকারীকে আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ পূর্বক তাহাকে পুনঃ নিয়োগ করিবার জন্য ২নং প্রতিপক্ষ মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকলকে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে ইং ১-৩-৯৪ তারিখে ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), রংপুর চিনিকল উক্ত আদেশকে উপেক্ষা করিয়া নুতন সংশোধিতসেটআপ না আসা পর্যন্ত বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব নহে মর্মে প্রতিপক্ষকে জানান। আবেদনকারী তাহাকে পুনর্বহালের জন্য বার বার ব্যক্তিগতভাবে এবং লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন এবং কোন ফল না পাইয়া এ্যাডভোকেট মারফত ইং ২৩-৫-৯৫ তারিখে একটি রিগ্যাল নোটিশ জারী করেন। ২নং প্রতিপক্ষ ঐ রিগ্যাল নোটিশের কোন জবাব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় আবেদনকারীকে তাহার চাকুরীতে পুনঃ নিয়োগ করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনা করেন।

২নং প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া আবেদনকারীর দরখাস্তে বর্ণিত সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, অত্র মামলা বর্তমান আকারে অচল এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানমতে প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে আবেদনকারী একটি খুনের মামলায় জড়িত থাকায় এবং পরবর্তীকালে মাননীয় আদালত কর্তৃক জরিমানাসহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাকে যথারীতি চাকুরী হইতে অপসারণ করা হয়। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোন গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল না করায় শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মতে অত্র মামলা খারিজ। প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন এবং তাহার অত্র মামলা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

আলোচ্য বিষয়:

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে পুনঃবহালের আদেশ পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

অত্র মামলায় শুনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। আবেদনকারী পক্ষে কিন্তু কাগজপত্র দাখিল করা হয় এবং তাহা প্রতিপক্ষের সম্মতিতে প্রদর্শন ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অপর পক্ষে, প্রতিপক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই।

স্বীকৃতমতে আবেদনকারী রংপুর চিনিকলের একজন মৌসুমী ক্যাশিয়ার ছিলেন এবং তিনি ১৮ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন। আবেদনকারীর স্বীকৃতমতে তিনি একটি খুনের মামলায় জড়িত হন এবং তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং তিনি উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করেন। তাহার স্বীকৃত মতে উক্ত আপীল মামলাটি নিষ্পত্তি হয় নাই এবং সাধারণ ক্ষমায় তিনি জেল হইতে খালাস পান।

অত্র মামলার শুনানীকালে প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী THE PUBLIC SERVANTS (DISMISSAL ON CONVICTION) ORDINANCE 1985 এর ৩(৩) ধারার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াবলেন যে আবেদনকারী তাহার চাকুরীতে পুনঃবহালের আদেশ পাইতে অধিকারী। THE PUBLIC SERVANTS (DISMISSAL OF CONVICTION) ORDINANCE, 1985 এর ৩(৩) ধারায় বলা হইয়াছে, "If a public servant dismissed under sub-section (1) is acquitted on appeal by an Appellate Court, he shall be re-instated in service, provided he has not already attained the age of superannuation or the post or service concerned has not been abolished."

অত্র মামলার দরখাস্তকারী একটি খুনের মামলায় জড়িত হন এবং তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং তিনি ইহার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করেন। আবেদনকারীর স্বীকৃতমতে উক্ত আপীল মামলাটি মহামান্য আপীল আদালত নিষ্পত্তি করেন নাই এবং ঐ আপীল মামলা চলাকালে সরকারঘোষিত সাধারণ ক্ষমায় তিনি খালাস পান। ইহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে আবেদনকারী মহামান্য আপীল আদালত কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় খালাস পাইয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে কোন সারমর্ম নাই বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হয়।

অত্র মামলার আবেদনকারী খুনের মামলায় জড়িত হওয়ার জন্য এবং সাজা হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই আবেদনকারী অত্র মামলায় তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র আই, আর, ও, মামলা দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, কেস নং ৪/৯৫

মোঃ মোজাহার আলী আকন্দ (অবসানকৃত) মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার,
যান্ত্রিক বিভাগ, রচিক, বর্তমান ঠিকানা সাং জগদীশপুর,
পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা---দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর সুগার মিল (সীমিত), মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা---প্রতিপক্ষ।

১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বণাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আনইজীবি
২। জনাব মুজিবুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার মামলা।

আবেদনকারী মোঃ মোজাহার আলী আকন্দ এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিপক্ষের রংপুর সুগার মিল (সীমিত), মহিমাগঞ্জে মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার মাসিক বেতন ২০৫৫ টাকা। এইভাবে কর্ম করিয়া আসিতে থাকায় প্রতিপক্ষ ইং ২৭-১০-৯৪ তারিখে আবেদনকারীকে পুনঃ কাজে যোগদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিলে তিনি প্রতিবারের মত কাজে যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন এবং চাকুরীর সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতে থাকেন। প্রতিপক্ষ ইং ২১-১২-৯৪ তারিখের এক দপ্তর আদেশমূলে আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ইং ৮-২-৯৫ তারিখ (অপরাহ্ণ) হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ বেআইনী ও অবৈধভাবে আবেদনকারীর বিল হইতে ইং ১২-১-৯৩ হইতে ২-২-৯৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ কাটিয়া লইবার নির্দেশ দেন। উক্ত আদেশের পূর্বে আবেদনকারীর কোন বক্তব্য শ্রবন করা হয় নাই বা শুনানীর কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। আবেদনকারী যথারীতি তাহার কর্ম সম্পাদন করিয়া প্রাপ্য মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন। তাই প্রতিপক্ষের কথিত আদেশমূলে আবেদনকারীর অর্থ/বেতন/মজুরী কাটিয়া লইবার আদেশ আইনসংগত নহে। তাই আবেদনকারী প্রতিপক্ষের ইং ২১-১২-৯৪ তারিখের আদেশ বলে ইং ১২-১-৯৩ হইতে ২-২-৯৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ের অন্যায় ও বেআইনীভাবে কর্তিত মজুরী আবেদনকারীকে প্রদান করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া আবেদনকারীর সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন যে আবেদনকারী অত্র মামলা অস্বীকার অচল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনবার সার্কুলার দেওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী-সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ তাহাদের নিয়োগ বা বয়স সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। মিল কর্তৃপক্ষের ইং ২২-১-৯৫ তারিখের পত্র পাইয়া আবেদনকারী তাহার সার্ভিস বুক জমা দেন। উক্ত সার্ভিস বুক হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ২-২-১৯৩৫ ইং এবং সেই কারণে তাহার বয়স ইং ২-২-৯৫ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় তাহাকে ইং ২-২-৯৫ তারিখের রচিক/সংস্থাপন/অবসান/এ-২২৩/৯৫ নং আদেশ মূলে তাহার চাকুরী হইতে টার্মিনেট (অবসান) করা হয়। আবেদনকারী শঠতা পূর্বক অবসর গ্রহণের প্রকৃত জন্ম তারিখ গোপন রাখিয়া বেআইনীভাবে মিলের কাজে নিয়োজিত থাকিয়া যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা মজুরী পর্যায়ে পড়ে নাই। তাই আবেদনকারীর গৃহীত উক্ত সময়কালের অর্থ কর্তনের আদেশ জারী করা হইয়াছে। আবেদনকারীর বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর তিনি কোন সার্ভিস বা আনুষঙ্গিক বেনিফিট পাইবার হকদার নহেন। ফলে আবেদনকারীর মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

এখন দেখা যাক আবেদনকারী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

ইহা অস্বীকৃত নয় যে আবেদনকারী মোঃ মোজাহার আলী আকন্দ প্রতিপক্ষের রংপুর চিনিকলে একজন মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিতেন এবং প্রতি বৎসরের মত ইং ২৭-১০-৯৪ তারিখে প্রতিপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কাজে যোগদানের নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ২-২-১৯৩৫ হওয়ায় এবং তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় প্রতিপক্ষ তাহাকে ইং ২-২-৯৫ তারিখের সূত্র নম্বর রচিক/সংস্থাপন/অবসান/১এ-২২৩/৯৫ (প্রদঃ-৩) মূলে ইং ২-২-৯৫ তারিখ চাকুরী হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন।

প্রতিপক্ষের ইং ২১-১২-৯৪ তারিখের বরাত নং রচিক/সংস্থাপন/অবসান/৯৪/২২৪ (প্রদঃ-২) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ইং ২-২-৯৫ তারিখে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করিয়া দিতে পারেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ইং ২-২-১৯৩৫। সেই মোতাবেক আবেদনকারীর বয়স ইং ১-২-৯৫ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ার কথা এবং ইং ২-২-১৯৯৫ তারিখ হইতে অবসান গ্রহণ করিবার কথা, কিন্তু প্রতিপক্ষতাহার ইং ২১-১২-৯৪ তারিখের আদেশ (প্রদঃ-২) বলে আবেদনকারীকে ইং ৮-২-৯৫ তারিখ হইতে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করিয়া দেওয়ার নির্দেশ যুক্তিসংগত নহে। এই ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে আদালতে হাজির হইয়া ব্যাখ্যা প্রদান করিবার নির্দেশ দিলে প্রতিপক্ষ হাজির হইয়া মৌখিক বক্তব্য পেশ করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ কেন ৮-২-৯৫ তারিখ হইতে আবেদনকারীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। তবে উপরের আলোচনা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে আবেদনকারীর বয়স ইং ১-২-৯৫ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় তাহাকে ২-২-৯৫ তারিখ হইতে টার্মিনেশন প্রদান করা যাইতে পারে।

আবেদনকারী প্রতিপক্ষের, "গত ২-২-৯৫ ইং ও ৯-৩-৯৫ তারিখের আদেশ মূলে ১২-১-৯৩ হইতে ২-২-৯৫ ইং তারিখের অন্যায় ও বেআইনীভাবে কর্তিত অর্জিত মজুরী দরখাস্তকারীকে প্রদান করিতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ" প্রদানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। ইং ২-২-৯৫ তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদঃ-৩) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারীর বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ইং ২-২-৯৫ তারিখ হইতে তাহাকে চাকুরী হইতে অবসান প্রদান করা হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, আবেদনকারীর বয়স ইং ১-১-৯৫ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হইয়াছে। সুতরাং ইং ২-২-৯৫ তারিখ হইতে তাহাকে টার্মিনেশন প্রদান করা হইলে প্রতিপক্ষ কোন অবৈধ ও অন্যায় আদেশ প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষের ইং ৯-৩-৯৫ তারিখের বরাত নং রচিক/সংস্থাপন/অবসান/এ-৯৪৮/৯৫ (প্রদঃ-৪) এ উল্লেখ করেন যে, "বরাত নং-রচিক/সংস্থাপন/এসপিএফ/মেক-৬৮/৯৫/৬৩৫, তারিখ ২২-২-৯৫ ইং অনুযায়ী জনাব মোজাহার আলী আকন্দ, মোঃ পাম্প ড্রাইভার, যান্ত্রিক বিভাগ ১২-১ ৯৩ ইং তারিখ হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রাপ্ত হইয়াছেন"। সেই মতে তাহার নিকট হইতে সমুদয় পাওনাদি (যদি থাকে) আদায় পূর্বক অত্র মোঃ চাকুরী থাকাকালীন সময়ে অর্জিত নিম্নলিখিত সুবিধাদি নগদীকরণ পাইবেন"। অত্র দপ্তর আদেশ (প্রদঃ-৪) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর টার্মিনেশনের তারিখ ইং ২-২-৯৫ এর স্থলে ১২-১-৯৩ লিখিয়াছেন। যাহা আমাদের পূর্বের (প্রতিপক্ষের দপ্তরাদেশ মোতাবেক) আলোচনার পরিপন্থী। যাহা হউক প্রতিপক্ষ অত্র আদেশ দ্বারা আবেদনকারীর কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখের কি পরিমাণ অর্থ কাটিয়া লইয়াছেন বা লইবেন মর্মে আবেদনকারীর কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নাই। প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইতে সমুদয় পাওনাদি (যদি থাকে) আদায়ের কথা বলিয়াছেন। কোন শ্রমিকের অবসান গ্রহণকালে তাহাকে প্রদেয় সুবিধা হইতে কোন অতিরিক্ত প্রদত্ত সুবিধা (যদি থাকে) কাটিয়া লইবার আইনতঃ অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। সুতরাং আবেদনকারীর প্রার্থনা মতে প্রতিপক্ষের ইং৯-৩-৯৫ তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদঃ-৪) কে অবৈধ বা অন্যায়ভাবে প্রদত্ত গণ্য করিবার অবকাশ নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আবেদনকারী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

অতএব,

আদেশ হইল

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, কেস নং ৫/৯৫

মোঃ মোসলেম উদ্দিন, মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার (অবসানকৃত), যান্ত্রিক বিভাগ, রচিক, সাং শ্রীপতিপুর, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর সুগার মিল (সীমিত), মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব চিত্তরঞ্জন বণাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার মামলা।

আবেদনকারী মোঃ মোসলেম উদ্দিনের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিপক্ষের রংপুর সুগার মিল (সীমিত), মহিমাগঞ্জে মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার মাসিক বেতন ১৮৩০ টাকা। এইভাবে কর্ম করিয়া আসিতে থাকায় কর্তৃপক্ষ ইং ২৭-১০-৯৪ তারিখে আবেদনকারীকে পুনঃ কাজে যোগদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিলে তিনি প্রতিবারের মত কাজে যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন এবং চাকুরীর সুবিধা ভোগ করিয়া আসতে থাকেন। প্রতিপক্ষ ইং ১০-৪-৯৫ তারিখের এক দপ্তর আদেশ মূলে আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ইং ১-১-৯৫ তারিখ (অপরাহ্ন) হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ বেআইনী ও অবৈধভাবে আবেদনকারীর বিল হইতে ইং ২-১-৯৫ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ কাটিয়া লইবার নির্দেশ দেয়। উক্ত আদেশের পূর্বে আবেদনকারীর কোন বক্তব্য শ্রবন করা হয় নাই বা শুনানীর কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। আবেদনকারী যথারীতি তাহার কর্ম সম্পাদন করিয়া প্রাপ্য মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন। তাই প্রতিপক্ষের কথিত আদেশমূলে আবেদনকারীর অর্থ/বেতন/মজুরী কাটিয়া লইবার আদেশ আইনসংগত নহে। তাই আবেদনকারী প্রতিপক্ষের ইং ১০-৪-৯৫ তারিখের আদেশ বলে ইং ২-১-৯৫ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখের অন্যায় ও বেআইনীভাবে কর্তিত মজুরী আবেদনকারীকে প্রদান করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করে

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া আবেদনকারীর সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, আবেদনকারীর অত্রাকারে অত্র মামলা অচল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনবার সার্কুলার দেওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারীসহ আরও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ তাহাদের নিয়োগ বা বয়স সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। মিল কর্তৃপক্ষের ইং ২১-৩-৯৫ তারিখের পত্র পাইয়া আবেদনকারী তাহার সার্ভিস বুক জমা দেন। উক্ত সার্ভিস বুক হইতে প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ইং ১-১-১৯৩৫। সেই কারণে তাহার বয়স ইং ১-১-৯৫ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় তাহাকে ইং ১০-৪-৯৫ তারিখের রচিক/সংস্থাপন/এসপিএফ/মেক-৩/৯৫/৯২০ নং আদেশমূলে তাহার চাকুরী হইতে

টার্মিনেট (অবসান) করা হয়। আবেদনকারী শঠতাপূর্বক অবসর গ্রহণের প্রকৃত জন্ম তারিখ গোপন রাখিয়া বেআইনীভাবে মিলের কাজে নিয়োজিত থাকিয়া যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা মজুরী পর্যায়ে পড়ে না। তাই আবেদনকারীর গৃহীত উক্ত সময়কালের অর্থ কর্তনের আদেশ জারী করা হইয়াছে। আবেদনকারীর বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর তিনি কোন সার্ভিস বা আনুষংগিক বেনিফিট পাইবার হকদার নহেন। ফলে আবেদনকারীর মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

এখন দেখা যাক আবেদনকারী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

ইহা অস্বীকৃত নয় যে আবেদনকারী মো: মোসলেম উদ্দিন প্রতিপক্ষের রংপুর চিনি কলে একজন মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিতেন এবং প্রতি বৎসরের মত ইং ২৭-১০-৯৪ তারিখে প্রতিপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কাজে যোগদানের নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ১-১-১৯৩৫ হওয়ায় এবং তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় প্রতিপক্ষ তাহার ইং ১০-৪-৯৫ তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদ:-২) মূলে ইং ১-১-৯৫ তারিখ (অপরাহ্ন) হইতে চাকুরী থেকে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন। প্রদর্শন-২ হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে প্রতিপক্ষ তাহার ইং ১০-৪-৯৫ তারিখের আদেশে আবেদনকারীকে দেওয়া ইং ২-১-৯৫ তারিখ হইতে ১২-৪-৯৫ পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা কর্তন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রতিপক্ষের অত্র দপ্তর আদেশ (প্রদ:-২) হইতে প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পরেও প্রতিপক্ষের চিনিকলে ইং ২-১-৯৫ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত শ্রম প্রদান করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠে যে প্রতিপক্ষ কেন আবেদনকারীকে তাহার অবসান গ্রহণের পরও তাহাকে চাকুরী করিতে সুযোগ প্রদান করিলেন। যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরিয়া লই যে, ভুলক্রমেই আবেদনকারীকে তাহার ৬০ বৎসর বয়স পূর্তির পর ইং ১-১-৯৫ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিতে দেওয়া হইয়াছে, তখন প্রশ্ন জাগে আবেদনকারী উক্ত সময়ের জন্য আদৌ কোন আর্থিক সুবিধা পাইবেন কিনা। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে যেহেতু আবেদনকারী প্রতিপক্ষের চিনিকলে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পরেও শ্রম প্রদান করিয়াছেন, সেহেতু তিনি মজুরী ও চিকিৎসা ভাতা পাইবার অধিকারী। বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে আবেদনকারী যদি সরকারী কর্মচারীদের মত পেনশন ভোগ করিতেন তবে তিনি অবসরকালীন সময়ে কোন বাড়ী ভাড়া ভাতা পাইতেন না এবং তাই আবেদনকারীর বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর অতিরিক্ত যে সময়ের জন্য চাকুরী করিয়াছেন তাহার জন্য শুধু বেতন ও চিকিৎসা ভাতা পাইবেন এবং বাড়ী ভাড়া ভাতা পাইবেন না। আবেদনকারীর বিজ্ঞ কৌশলী প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যের কোন বিরোধিতা করেন নাই বা এই সম্পর্কে অন্য কোন বক্তব্য রাখেন নাই। অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে যথেষ্ট সারমর্ম আছে বলিয়া মনে করি। প্রতিপক্ষের ইং ১০-৪-৯৫

তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদ:-২) হইতে প্রতীয়মান হয় তিনি শুধু ইং ২-১-৯৫ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ তাহার বিল হইতে কাটিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন। তাহার উক্ত আদেশে কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ আবেদনকারীকে প্রদান করা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ খাতের কি পরিমাণ অর্থ কাটিয়া রাখিতে হইবে তাহার কোন সুনির্দিষ্ট উদ্বৃতি নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষের আদেশটি অনির্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ১-১-১৯৩৫ হওয়ায় তাহার বয়স ইং ৩১-১২-৯৪ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হইলেও আবেদনকারী ইং ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন। উপরোক্ত আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার যাবতীয় বিষয়টি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আবেদনকারী তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর ইং ১-১-৯৫ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত যে শ্রম প্রদান করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি বেতন ও চিকিৎসা ভাতা পাইবেন।

আবেদনকারী, "প্রতিপক্ষের গত ১০-৪-৯৫ ইং ও ২৬-৪-৯৫ ইং তারিখের আদেশ মূলে ২-১-৯৫ ইং হইতে ১২-৪-৯৫ ইং তারিখের অন্যায় ও বেআইনীভাবে কর্তিত অর্জিত মজুরী দরখাস্তকারীকে প্রদান করিতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ" প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। আমরা ইতিপূর্বে প্রতিপক্ষের ১০-৪-৯৫ তারিখের আদেশ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছি। প্রতিপক্ষের ইং ২৬-৪-৯৫ তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদ:-৩) হইতে প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারীকে ইং ১-১-৯৫ তারিখ হইতে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন প্রদান করা হইয়াছে এবং ইং ২-১-৯৫ তারিখ হইতে ১২-৪-৯৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ তাহার বিল হইতে কাটিয়া লওয়ার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। উপরোক্ত আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর তাহার কর্মকালের জন্য যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে সেই অর্থ হইতে তাহার মাসিক মজুরী ও চিকিৎসা ভাতা বাদে অন্য যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহা তাহার বিল হইতে সমন্বয় করিয়া কর্তন অথবা আবেদনকারীকে প্রদান করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দিলে ন্যায় বিচার করা হইবে।

অতএব,

আদেশ হইল

অত্র মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর হয়।

প্রতিপক্ষ আবেদনকারী মো: মোসলেম উদ্দিনকে চাকুরীর সকল সুবিধাসহ ইং ৩১-১২-১৯৯৪ পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল গণ্য করিয়া ইং ১-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে অবসানের বিধিসম্মত সুবিধাদি প্রদান করিবেন এবং উপরের আলোচনার আলোকে অতিরিক্ত কর্ম-কালীন সময়ের জন্য তাহাকে মজুরী এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদান করিয়া তাহাকে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদির সমন্বয় করিবেন।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, কেস নং ৬/৯৫

মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, মৌসুমী সি-অপারেটর (অবসানকৃত),
রসায়ন বিভাগ, রচিক, সাং-জিরাই, ডাক-মহিমাগঞ্জ, জেলা-গাইবান্ধা—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর সুগার মিল (সীমিত), মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার মামলা।

আবেদনকারী মোঃ রিয়াজ উদ্দিনের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিপক্ষের রংপুর সুগার মিল (সীমিত), মহিমাগঞ্জ, মৌসুমী সি অপারেটর পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার মাসিক বেতন ২০৫৫ টাকা। এইভাবে কর্ম করিয়া আসিতে থাকায় কর্তৃপক্ষ ইং ৩০-১০-৯৪ তারিখে আবেদনকারীকে পুনঃ কাজে যোগদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিলে তিনি প্রতি বৎসরের মত কাজে যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন এবং চাকুরীর সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতে থাকেন। প্রতিপক্ষ ইং ১১-৪-৯৫ তারিখের এক দপ্তরাদেশমূলে আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ইং ১-১২-৯৪ তারিখ (অপরাহ্ন) হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ বেআইনী ও অবৈধভাবে আবেদনকারীর বিল হইতে ইং ২-১২-৯৪ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ কাটিয়া লইবার নির্দেশ দেন। উক্ত আদেশের পূর্বে আবেদনকারীর কোন বক্তব্য শ্রবণ করা হয় নাই বা শুনানীর কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। আবেদনকারী যথারীতি তাহার কর্ম সম্পাদন করিয়া প্রাপ্য মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন। তাই প্রতিপক্ষের কথিত আদেশমূলে আবেদনকারীর অর্থ/বেতন/মজুরী কাটিয়া লইবার আদেশ আইনসংগত নহে। তাই আবেদনকারী প্রতিপক্ষের ইং ১১-৪-৯৫ তারিখের আদেশ বলে ইং ২-১২-৯৪ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখের অন্যায় ও বেআইনীভাবে কর্তিত মজুরী আবেদনকারীকে প্রদান করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া আবেদনকারীর সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানা লিখিত বর্ণনা আপিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, আবেদনকারীর অত্রাকারে অত্র মামলা অচল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

প্রতিপক্ষের মামলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনবার সার্কুলার দেওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী সহ আরও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ তাহাদের নিয়োগ বা বয়স সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। মিল কর্তৃপক্ষের ইং ২৯-৩-৯৫ তারিখের পত্র পাইয়া আবেদনকারী তাহার সার্ভিস বুক জমা দেন। উক্ত সার্ভিস বুক হইতে প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ইং ১-১২-১৯৩৪। সেই কারণে তাহার বয়স ইং ১-১২-১৯৯৪ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় তাহাকে ইং ১১-৪-৯৫ তারিখের রচিক/সংস্থাপন/কেবি-এ/২১৬/৯৫/৯১৯ নং আদেশ মূলে তাহার চাকুরী হইতে টার্মি-

নেট (অবসান) করা হয়। আবেদনকারী শঠতা পূর্বক অবসর গ্রহণের প্রকৃত জন্ম তারিখ গোপন রাখিয়া বেআইনীভাবে মিলের কাজে নিয়োজিত থাকিয়া যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা মজুরী পর্যায়ে পড়ে না। তাই আবেদনকারীর গৃহীত উক্ত সময়কালের অর্থ কর্তনের আদেশ জারী করা হইয়াছে। আবেদনকারীর বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর তিনি কোন গ্রাচুইটি বা আনুষংগিক বেনিফিট পাইবার হকদার নহেন। ফলে আবেদনকারীর মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

এখন দেখা যায় আবেদনকারী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

ইহা অস্বীকৃত নয় যে আবেদনকারী মোঃ রিয়াজ উদ্দিন প্রতিপক্ষের রংপুর চিনিকলে একজন মৌসুমী সি অপারেটর পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিতেন এবং প্রতি বৎসরের মত ইং ৩০-১০-৯৪ তারিখে প্রতিপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কাজে যোগদানের নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ১-১২-১৯৩৪ হওয়ায় এবং তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় প্রতিপক্ষ তাহার ইং ১১-৪-৯৫ তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদর্শন-২) মূলে ইং ১-১২-৯৪ তারিখ (অপরাহ্ন) হইতে চাকুরী হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন। প্রদঃ-২ হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিপক্ষ তাহার ইং ১১-৪-৯৫ তারিখের আদেশে আবেদনকারীকে ২-১২-৯৪ইং তারিখ হইতে ১২-৪-৯৫ইং তারিখ পর্যন্তও প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা কর্তন নির্দেশ দিয়াছেন। প্রতিপক্ষের অত্র দপ্তরাদেশ (প্রদঃ-২) হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পরেও প্রতিপক্ষের চিনিকলে ইং ২-১২-৯৪ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত শ্রম প্রদান করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠে, প্রতিপক্ষ কেন আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির জন্য অবসান গ্রহণের পরও তাহাকে চাকুরী করিবার সুযোগ প্রদান করেন। যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরিয়া লই যে, ভুলক্রমে আবেদনকারীকে তাহার ৬০ বৎসর বয়স পূর্তির পর ইং ২-১২-৯৪ হইতে ১-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিতে দেওয়া হইয়াছে, তখন প্রশ্ন জাগে আবেদনকারী উক্ত সময়ের জন্য আদৌ কোন আর্থিক সুবিধা পাইবেন কি না। এই প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে যেহেতু আবেদনকারী প্রতিপক্ষের চিনিকলে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পরেও শ্রম প্রদান করিয়াছেন, সেহেতু তিনি মজুরী ও চিকিৎসা ভাতা পাইবার অধিকারী। বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে আবেদনকারী যদি সরকারী কর্মচারী-দের মত পেনশন ভোগ করিতেন তবে তিনি অবসরকালীন সময়ে কোন বাড়ী ভাড়া ভাতা পাইতেন না এবং তাই আবেদনকারীর বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর অতিরিক্ত যে সময়ের জন্য চাকুরী করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি শুধু বেতন ও চিকিৎসা ভাতা পাইবেন এবং বাড়ী ভাড়া ভাতা পাইবেন না। আবেদনকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর এই বক্তব্যের কোন বিরোধিতা করেন নাই বা এই সম্পর্কে অন্য কোন বক্তব্য রাখেন নাই। অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে যথেষ্ট সারমর্ম আছে বলিয়া মনে করি। প্রতি-পক্ষের ইং ১১-৪-৯৫ তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদঃ-২) হইতে প্রতীয়মান হয় তিনি শুধু ২-১২-৯৪ তারিখ হইতে ১২-৪-৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ তাহার বিল হইতে

কাটিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন। তাহার উক্ত আদেশে কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ আবেদনকারীকে প্রদান করা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ খাতের কি পরিমাণ অর্থ কাটিয়া রাখিতে হইবে তাহার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষের আদেশটি অনির্দিষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ১-১২-১৯৩৪ হওয়ায় তাহার বয়স ইং ৩০-১১-৯৪ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হইলেও আবেদনকারী ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত চাকুরীরত ছিলেন। উপরোক্ত আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার যাবতীয় বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আবেদনকারী তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর ইং ১-১২-৯৪ তারিখ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত যে শ্রম প্রদান করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি মজুরী ও চিকিৎসা ভাতা পাইবেন।

আবেদনকারী "প্রতিপক্ষের গত ইং ১১-৪-৯৫ ইং ও ২৬-৪-৯৫ ইং তারিখের আদেশ মূলে ২-১২-৯৪ ইং তারিখ হইতে ১২-৪-৯৫ ইং তারিখের অন্যায় ও বেআইনীভাবে কর্তিত অর্জিত মজুরী দরখাস্তকারীকে প্রদান করিতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ" প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। আমরা ইতিপূর্বে প্রতিপক্ষের ১১-৪-৯৫ তারিখের আদেশ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছি। প্রতিপক্ষের ইং ২৬-৪-৯৫ তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদ:-৩) হইতে প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারীকে ইং ১-১২-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করা হইয়াছে এবং ২-১২-৯৪ হইতে ১২-৪-৯৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ের প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ তাহার বিল হইতে কাটিয়া লইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। উপরোক্ত আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর তাহার কর্মকালের জন্য যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে সেই অর্থ তাহার মাসিক মজুরী ও চিকিৎসা ভাতা বাদে অন্য যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহা তাহার বিল হইতে সমন্বয় করিয়া কর্তন অথবা আবেদনকারীকে প্রদান করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দিলে ন্যায় বিচার করা হইবে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর হয়।

প্রতিপক্ষ আবেদনকারী মো: রিয়াজ উদ্দিনকে চাকুরীর সকল সুবিধা সহ ইং ৩০-১১-৯৪ তারিখ পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল গণ্য করিয়া ইং ১-১২-১৯৯৪ তারিখ হইতে অবসানের বিধিসম্মত সুবিধা প্রদান করিবেন এবং উপরের আলোচনার আলোকে অতিরিক্ত কর্মকালীন সময়ের জন্য তাহাকে মজুরী এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদান করিয়া তাহাকে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদির সমন্বয় করিবেন।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

পি, ডাব্লিউ, কেস নং-৭/৯৫

মোজাহারুল ইসলাম, মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার
(অবসানকৃত), যান্ত্রিক বিভাগ, রংপুর চিনিকল লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহাব্যবস্থাপক, রংপুর সুগার মিল (সীমিত), মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়]

ইহা একটি ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার মামলা।

আবেদনকারী মোজাহারুল ইসলামের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিপক্ষের রংপুর সুগার মিল (সীমিত), মহিমাগঞ্জে মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার মাসিক বেতন ২০৫৫ টাকা। এইভাবে কর্ম করিয়া আসিতে থাকায় কর্তৃপক্ষ ইং ২৭-১০-৯৪ তারিখে আবেদনকারীকে পুনঃকাজে যোগদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিলে তিনি প্রতিবারের মত কাজে যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন এবং চাকুরীর সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতে থাকেন। প্রতিপক্ষ ইং ৩-১২-৯৪ তারিখের এক দপ্তরাদেশ মূলে আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ইং ৮-২-৯৫ তারিখ (অপরাহ্ন) হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ বেআইনী ও অবৈধভাবে আবেদনকারীর বিল হইতে ইং ১-১-৯৫ হইতে ১৪-৩-৯৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ কাটিয়া লইবার নির্দেশ দেন। উক্ত আদেশের পূর্বে আবেদনকারীর কোন বক্তব্য শ্রবন করা হয় নাই বা শুনানীর কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। আবেদনকারী যথারীতি তাহার কর্ম সম্পাদন করিয়া প্রাপ্য মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন। তাই প্রতিপক্ষের কুথিত আদেশমূলে আবেদনকারীর অর্থ। বেতন/মজুরী কাটিয়া লইবার আদেশ আইনসংগত নহে। তাই আবেদনকারী প্রতিপক্ষের ইং ৩-১২-৯৪ তারিখের আদেশ বলে ইং ১-১-৯৫ হইতে ১৪-৩-৯৫ তারিখের অন্যায় ও বেআইনীভাবে কর্তিত মজুরী আবেদনকারীকে প্রদান করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া আবেদনকারীর সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, আবেদনকারীর অত্রাকারে অত্র মামলা অচল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনবার সার্কুলার দেওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী সহ আরও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ তাহাদের নিয়োগ ও বয়স সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। মিল কর্তৃপক্ষের ইং ২২-১-৯৫ তারিখের পত্র পাইয়া আবেদনকারী তাহার সার্ভিস বুক জমা দেন। উক্ত সার্ভিস বুক হইতে প্রতীয়-

মান হয় যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ইং ১-১-১৯৩৫। সেই কারণে তাহার বয়স ইং ১-১-৯৫ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় তাহাকে ইং ৯-৩-৯৫ তারিখের রচিক/সংস্থাপন/এসপিএফ/মেক/অবসান/৯৫ নং আদেশ মূলে তাহার চাকুরী হইতে টার্মিনেট (অবসান) করা হয়। আবেদনকারী শঠতা পূর্বক অবসর গ্রহণের প্রকৃত জন্ম তারিখ গোপন রাখিয়া বেআইনীভাবে মিলের কাজে নিয়োজিত থাকিয়া যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা মজুরী পর্যায়ে পড়ে না। তাই আবেদনকারীর গৃহীত উক্ত সময়কালের অর্থ কর্তনের আদেশ জারী করা হইয়াছে। আবেদনকারীর বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর তিনি কোন সার্ভিস বা আনুষংগিক বেনিফিট পাইবার হকদার নহেন। ফলে আবেদনকারীর মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

এখন দেখা যাক আবেদনকারী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ইহা অস্বীকৃত নয় যে আবেদনকারী মোজাহার আলী প্রতিপক্ষের রংপুর চিনিকলে একজন মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিতেন এবং প্রতি বৎসরের মত ইং ২৭-১০-৯৪ তারিখে প্রতিপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কাজে যোগদানের নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ১-১-১৯৩৫ হওয়ায় এবং তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় প্রতিপক্ষ তাহার ইং ৩-১২-৯৪ তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদ:-১) মূলে ইং ৮-২-৯৫ তারিখ (অপরাহ্ন) হইতে চাকুরী হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন। প্রদর্শন-২ হইল প্রতিপক্ষের ইং ৭-২-৯৫ তারিখের বরাত নং রচিক/সংস্থাপন/এসপিএফ/মেক/অবসান/৯৫/৫৭৯। প্রদ:-২ হইতে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষ আবেদনকারী মোজাহারুল ইসলামকে ইং ৮-২-৯৫ তারিখ (অপরাহ্ন) হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করিয়াছেন। তাই প্রতিপক্ষের দপ্তরাদেশ (প্রদ:-১ ও ২) হইতে প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে ৮-২-৯৫ তারিখ হইতে চাকুরী হইতে অবসান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বর্ণনায় উল্লেখিত মতে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ১-১-১৯৩৫ হওয়ায় আবেদনকারীর বয়স ইং ৩১-১২-৯৪ তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় তাহার চাকুরীর অবসান হওয়ার কথা। তাহার লিখিত বর্না হইতে প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ইং ১-১-১৯৩৫ হওয়ায় ইং ১-১-১৯৯৫ তারিখে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় তাহাকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন (অবসান) করিয়াছেন। উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে ইং ৮-২-৯৫ তারিখ হইতে অবসানের আদেশ প্রদান করিলেও তাহার লিখিত বর্ণনায় অন্য কথা বলা হইয়াছে। প্রদ:-৩ হইতে প্রতিপক্ষের ইং ৯-৩-৯৫ তারিখের বরাত নং-রচিক/সংস্থাপন/এসপিএফ/মেক/অবসান/৯৫। প্রদ:-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ইং ১-১-৯৫ তারিখ (অপরাহ্ন) হইতে চাকুরী হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি ইং ৭-২-৯৫ তারিখের আদেশ (প্রদ:-২) বাতিল করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার ইং ৩-১২-৯৪ তারিখের আদেশ (প্রদ:-১) সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই। যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে যথার্থই ইং ৯-৩-৯৫ তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদ:-৩) মূলে ১-১-১৯৯৫ তারিখ হইতে চাকুরী হইতে অবসান প্রদান করিয়াছেন।

আবেদনকারী মোজাহারুল ইসলাম "প্রতিপক্ষের ৭-২-৯৫ ইং ৯-৩-৯৫ ইং ও ১৪-৩-৯৫ তারিখের আদেশ মূলে ১-১-১৯৯৫ ইং হইতে ১৪-৩-৯৫ ইং তারিখের অন্যায় ও বেআইনীভাবে কর্তিত অর্জিত মজুরী দরখাস্তকারীকে প্রদান করিতে প্রতি পক্ষকে নির্দেশ" প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। আমরা ইতিপূর্বে প্রতিপক্ষের ইং ৭-২-৯৫ তারিখের ও ৯-৩-৯৫ তারিখের আদেশ (যথাক্রমে প্রদঃ-২ ও ৩) সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি এবং তাহাতে প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর কোন টাকা কাটিয়া লইবার কথা বলেন নাই। উক্ত আদেশদ্বয়ে (প্রদঃ-২ ও ৩) প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট মিল হইতে সকল পাওনাদি বুঝিয়া লইবার নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত আদেশদ্বয় কেন অন্যায় ও বেআইনী সেইমর্মে আবেদনকারী কোন কথা তাহার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করেন নাই। ইহার পর প্রতিপক্ষের ১৪-৩-৯৫ তারিখের আদেশের কথা থাকিয়া যায়। অত্র মামলায় আবেদনকারী প্রতিপক্ষের ইং ১৪-৩-৯৫ তারিখের কোন আদেশ দাখিল করেন নাই। অতএব, প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর কি অর্থ এবং কোন্ সময়ের অর্থ কাটিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন সেইমর্মে আবেদনকারী আমাদের সম্মুখে কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন নাই। আবেদনকারী ইং ১-১-৯৫ তারিখের পরে প্রতিপক্ষের চিনিকলে চাকুরী করিয়াছেন মর্মে আমাদের সম্মুখে কোন সাক্ষ্য নাই। সুতরাং আবেদনকারী তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ ইং ৩১-১২-৯৪ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন এবং তাই তিনি ইং ১-১-৯৫ হইতে চাকুরী হইতে অবসান গ্রহণ করিবেন ইহাই নিয়ম এবং প্রতিপক্ষ যথারীতি সেইমর্মে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেইসংগে প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে তাহার চাকুরীর অবসরকালীন বিধিসম্মত পাওনাদি প্রতিপক্ষের মিল হইতে বুঝিয়া লইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আবেদনকারী অত্র মামলায় যে প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়াছেন সেইমর্মে কোন আদেশ প্রদান করিবার কোন কারণ নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আবেদনকারী তাহার মামলা প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তাই তিনি অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ডাব্লিউ, সি, কেস নং-২/৯৫

শিশির কুমার পাল, পরিদর্শক (প্রকৌশল), কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া পক্ষে মৃত মোছাঃ আছিয়া বেওয়া, শ্রমিক, পিতামৃত ধলু ফকির, গ্রাম হিজলী, পোঃ কাপইল, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

মৃত শ্রী সুনীল কুমার দাস, মিল মালিক, পিতামৃত শ্রী নগেন্দ্রনাথ দাস, গ্রাম কৈচোপ, পোঃ কাপইল, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং ১২, তাং ২২-৮-৯৬

অদ্য মামলাটি বাদী পক্ষে পরিদর্শক (প্রকৌশল) কলকারখানা বগুড়ার ২৩-১২-৯৫ তারিখের দাখিলী আবেদন শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

গত ৩০-৭-৯৬ তারিখে বাদীপক্ষকে তাগিদপত্র পাঠানো হয়। বাদীপক্ষে পরিদর্শক (প্রকৌশল) মোঃ ওবায়দুল ইসলাম, বগুড়া মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মামলাটি ২৩-১২-৯৫ তারিখের বাদীপক্ষে দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। মামলা শুনানী অন্তে বাদীপক্ষে মোঃ ওবায়দুল ইসলাম পরিদর্শক (প্রকৌশল) কলকারখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে মামলা না চালানোর জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের বক্তব্য শুনিলাম। আবেদনপত্রসমূহ ও নথি দেখিলাম।

পরিদর্শকগণ তাহাদের আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন যে, মালিক সুনীল চন্দ্র দাস মারা গিয়াছেন এবং তাহারা তদন্তে জানিতে পারেন তাহার কোন ওয়ারিশ নাই। আবেদনপত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, মৃতা শ্রমিক মোছাঃ আছিয়া বেওয়া স্বামী পরিত্যক্ত একজন মহিলা। তাহার কোন ওয়ারেশ নাই। সুতরাং, দেখা যাইতেছে মালিক ও শ্রমিক দুই মৃত এবং তাহাদের কাহারও কোন ওয়ারেশ নাই। তাই, অত্র ক্ষতিপূরণ মামলা চালাইয়া বা জিয়াইয়া রাখিয়া মামলার কোন ফল হইবে না এবং তাহা রক্ষণীয় নহে মর্মে নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র ক্ষতিপূরন মামলা রক্ষণীয় নয় বিধায় খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান ও কমিশনার,
শ্রম আদালত, বগুড়া।

অভিযোগ মামলা নং-১৮/৯৫

দরখাস্তকারী : মোঃ ওসমান আলী, পিতামৃত ইয়াছিন আলী, মেচিয়ার (বরখাস্তকৃত), হোটেল জলযোগ, বাসষ্ট্যাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া। সাং খন্দকার পাড়া, থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : স্বত্বাধিকারী, হোটেল জলযোগ, বাসষ্ট্যাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া।

১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ১২, তাং ১৭-৮-৯৬

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের জবাব দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে।

প্রতিপক্ষ মামলায় কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

মামলা শুনানীর পর্যায়ে বাদী না থাকায় জবাবের সময় দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে বাদীপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত কারণে বাদীর প্রতিপক্ষের সহিত আপোষ মিমাংসা হওয়ায় মামলা তুলিয়া নিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তাহাদের দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মোঃ ওসমান আলীর হলপান্তে জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়।

মূল আবেদনপত্র, জবানবন্দী ও নথি দেখিলাম। বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল যে অত্র মামলার প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র মামলা অত্র আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, বগুড়া,

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব আজিজুর রহমান, মালিক পক্ষ।
২। জনাব আলাউদ্দিন খান, শ্রমিক পক্ষ।

রবিবার, ৪ঠা আগষ্ট/১৯৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং-১০৪/৯৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর পৌরসভা কর্মচারী সমিতি, (রেজিঃ নং রাজ-১১০৩), দিনাজপুর পৌরসভা চত্বর, দিনাজপুর--২য় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, ২য় পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ দিনাজপুর পৌরসভা কর্মচারী সমিতি তাহাদের সংগঠনের জন্য রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে আইনের বিধান অনুযায়ী ২য় পক্ষ সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১০৩) প্রদান করা হয়। রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের একটি হিসাব বিবরণী নির্ধারিত 'কে' ফরমে দাখিল না করিয়া সাদা কাগজে দাখিল করেন, যাহা প্রকৃত পক্ষে কোন বৎসরের হিসাব তাহা সঠিকভাবে বুঝা যায় নাই। ২য় পক্ষ তাহাদের ইউনিয়নের সংবিধান বহির্ভূতভাবে নির্বাচন করায় এবং ১ম পক্ষ কর্তৃক যাচই করার নিমিত্তে ২৪-১১-৯৩ ইং তারিখের ১৯৩৩ নং পত্রের মাধ্যমে রেকর্ডপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য ২য় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিলেও তাহাদের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই এবং তাই ৫-৫-৯৪ ইং তারিখের ৫৯৫ নং পত্রের মাধ্যমে ৭(সাত) দিনের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার প্রেক্ষিতে ২য় পক্ষ ইউনিয়ন ১০-৫-৯৪ ইং তারিখের ২৯ নং স্মারকে কিছু কাগজপত্র রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠান যাহা ১ম পক্ষের চাহিদা মোতাবেক নহে। ১ম পক্ষ ৩-৭-৯৪ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৮৯২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে ২য় পক্ষকে জানাইয়া দেন যে, তাহাদের ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন রেজিষ্ট্রীকৃত গঠনতন্ত্র মোতাবেক না হওয়ায় উহা গ্রহণযোগ্য নহে এবং গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন করিবার জন্য ২য় পক্ষকে নির্দেশ

দেওয়া হয়। কিন্তু ২য় পক্ষ কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ২য় পক্ষ ১৯৯৩ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ১২-১২-৯৪ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৯০৭নং স্মারক মাধ্যমে ২য় পক্ষের উপর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন। ২য় পক্ষ ১২-১২-৯৪ ইং তারিখের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া পুনরায় একই শ্রেণীর কিছু কাগজপত্র ২৭-১২-৯৪ ইং তারিখের ৩৩নং স্মারক মোতাবেক দাখিল করেন। ১ম পক্ষ ২৯-৩-৯৫ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৯৮২/৯৩/৬২৮ নং পত্রের মাধ্যমে ২য় পক্ষকে শেষ সুযোগ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া ১ম পক্ষের সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

২য় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দিনাজপুর পৌরসভায় ইতিপূর্বে কোনদিন রেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। পরবর্তীকালে দিনাজপুর পৌরসভা কর্মচারী সমিতি গঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১০৩) প্রদান করেন। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র বা নিয়মাবলী বা নির্দেশাবলী প্রেরণ করা হয় নাই। তাই ৩০-৯-৯৩ ইং তারিখে দিনাজপুর পৌরসভা কর্মচারী সমিতির নির্বাচন তাড়াহুড়া করিয়া সাংবিধানিক ধারা মতে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করা হয়। সমিতির ১৯৯৩-৯৪ সনের আয়-ব্যয়ের রিটার্ন সাদা কাগজে দাখিল করা হইয়াছিল। উহা যে 'কে' ফরমে দাখিল করিতে হইবে তাহা তাহাদের জানা ছিল না। ১ম পক্ষ সমিতির কার্যকরী কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজ-পত্র তাহার নিকট হাজির করিবার নির্দেশ দিলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাহেবের অসুস্থ বৃদ্ধা মাতা শয্যাশায়ী ও মরণাপন্ন অবস্থায় থাকায় উক্ত কাগজপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় এবং এই বিষয়ে ১ম পক্ষকে অবহিত করা হয়। তাই ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিবার অনুমতি ১ম পক্ষকে না দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং দিনাজপুর পৌরসভা কর্মচারী সমিতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সুযোগদানের প্রার্থনা করা হয়।

এখন দেখা যাক ১ম পক্ষের প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনু-মতি দেওয়া যায় কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

অত্র মামলার শুনানীকালে কোন পক্ষই কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন নাই। ১ম পক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল হয় নাই এবং ২য় পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল হইলে তাহা স্বীকৃত মতে প্রদর্শন ক ও খ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

স্বীকৃত মতে ২য় পক্ষ দিনাজপুর পৌরসভা কর্মচারী সমিতি একটি রেজিষ্ট্রীকৃত সমিতি যাহার রেজিষ্ট্রেশন নং রাজ-১১০৩(প্রঃক)। ১ম পক্ষের অভিযোগ এই যে, ২য় পক্ষ তাহা-দের সমিতির রেজিষ্ট্রেশনের পর নির্ধারিত 'কে' ফরমে রিটার্ন দাখিল না করিয়া সাদা কাগজে রিটার্ন দাখিল করেন। ১ম পক্ষের আরও অভিযোগ এই যে, ২য় পক্ষ তাহাদের সংবিধান অনুযায়ী সমিতির নির্বাচন করিয়া ১ম পক্ষকে জানান নাই এবং ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে রেজিষ্ট্রেশন

বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করিয়াছেন এবং তাহাতেও ২য় পক্ষ কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন। ২য় পক্ষ স্বীকার করেন যে, তাহাদের সম্যক জ্ঞান না থাকার জন্য নির্ধারিত ফরম ব্যতিত সাদা কাগজে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করেন। ২য় পক্ষের আরও বক্তব্য এই যে তাহাদের সমিতির সাধারণ সম্পাদকের মা অসুস্থ থাকায় তাহাদের নির্বাচনের কাগজপত্র ব্যক্তিগতভাবে শ্রম পক্ষের নিকট দেওয়া হয় নাই এবং তাহা ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে।

অত্র মামলার শুনানীকালে ২য় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদঃ-খ সিরিজ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন। আমরা উভয় পক্ষের মামলা হইতে দেখিতে পাই যে, ২য় পক্ষ ইতিপূর্বে তাহাদের সমিতির রিটার্ন সাদা কাগজে দাখিল করিয়াছেন যাহা আইনসংগত না হওয়ায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে কৈফিয়ত তলব করেন। ২য় পক্ষ স্বীকার করেন যে তাহাদের আইনের অজ্ঞতার জন্য তাহারা নির্ধারিত 'কে' ফরমে রিটার্ন দাখিল না করিয়া সাদা কাগজে দাখিল করিয়াছেন। উপরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং ২য় পক্ষ সমিতি একটি নূতন সংগঠন বিবেচনা করিয়া রিটার্ন দাখিল সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, সমিতির নির্বাচন করিয়া তাহার কাগজপত্র যথাসময়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। শুনানীকালে ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বিজ্ঞ কৌশলীর এই বক্তব্যের কোন বিরোধিতা করেন। ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে, এইবারের মত ২য় পক্ষকে ক্ষমা করিয়া তাহাদের সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার সুযোগ দেওয়ার প্রার্থনা করেন এবং তিনি আরও বলেন যে ভবিষ্যতে তাহারা আইনের বিধান মানিয়া যথাসময়ে নির্বাচন করিবেন এবং আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করিবেন। ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বিজ্ঞ কৌশলী বক্তব্যের বিরোধিতা করেন নাই এবং কোন বক্তব্য রাখেন নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে ২য় পক্ষকে এইবার ক্ষমা করিলে ১ম পক্ষের কোন আপত্তি নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই,আর,ও, মামলা পোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

যাহা হউক, ২য় পক্ষকে ভবিষ্যতে সময়মত নির্বাচন ও সমিতির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করিবার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-১৯/৯৫

মোঃ নাজির হোসেন, সাং বাহার কাজনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, মেসার্স ন্যাশনাল টোবাকো কোং

বাহার কাজনা, পোঃ নতুন সাহেবগঞ্জ, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব এ,কে,এম, বদরুদ্দোজা, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১১, তারিখঃ ১০-৮-৯৬

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

বাদীপক্ষে নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমে ও কোন পদক্ষেপ নেন নাই বা কোন তদবিরও করেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব আলাউদ্দিন খান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

মামলাটি শুনানীর পর্যায়ে বাদীকে কোর্টে পুনঃ পুনঃ ডাকার পর উপস্থিত পাওয়া গেল না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব, আদেশ হইল যে, অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, কেস নং ৩/৯৫

মোঃ আবুল হোসেন, মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার (অবসানকৃত),
যান্ত্রিক বিভাগ, রচিক, সাং পাদ্দামারী, পোঃ মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহাব্যবস্থাপক, রংপুর সুগার মিলস (সীমিত), মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব চিত্তরঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মুজিবর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার মামলা।

আবেদনকারী মোঃ আবুল হোসেনের মামলা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিপক্ষের রংপুর সুগার মিল (সীমিত) মহিমাগঞ্জের মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার মাসিক বেতন ২০৫৫ টাকা। এই-ভাবে কর্ম করিয়া আসিতে থাকায় কর্তৃপক্ষ ২৭-১০-৯৪ ইং তারিখে আবেদনকারীকে পুনঃ কাজে যোগদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিলে তিনি প্রতি বারের মত কাজে যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন এবং চাকুরীর সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতে থাকেন। প্রতি-পক্ষ ১০-৪-৯৫ ইং তারিখের এক লগুর আদেশমূলে আবেদনকারীকে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ১-৮-৯৩ ইং তারিখ (অপরাহ্ন) হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন। তিনি বেআইনী ও অবৈধভাবে আবেদনকারীর বিল হইতে ২-৮-৯৩ ইং হইতে ১২-৪-৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ কাটিয়া লইবার নির্দেশ দেন। উক্ত আদেশের পূর্বে আবেদন-কারীর কোন বক্তব্য শ্রবণ করা হয় নাই বা শুনানীর কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। আবেদন-কারী যথারীতি তাহার কর্ম সম্পাদন করিয়া প্রাপ্য মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন। তাই প্রতিপক্ষের কথিত আদেশ মূলে আবেদনকারীর অর্থ বেতন মজুরী কাটিয়া লইবার আদেশ আইনসংগত নহে তাই আবেদনকারী প্রতিপক্ষের ১০-৪-৯৫ ইং তারিখের আদেশ বলে ২-৮-৯৩ ইং হইতে ১২-৪-৯৫ ইং তারিখের অন্যায় ও বেআইনীভাবে কর্তিত মজুরী আবেদনকারীকে প্রদান করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া আবেদনকারীর সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, আবেদনকারীর অত্র মামলা অচল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনবার সার্কুলার দেওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী সহ আরো সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ তাহাদের নিয়োগ বা বয়স সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে মিল কর্তৃ-পক্ষের নিকট দাখিল করেন নাই। মিল কর্তৃপক্ষের ২১-৩-৯৫ ইং তারিখের পত্র পাইয়া

আবেদনকারী তাহার সার্ভিস বুক জমা দেন। উক্ত সার্ভিস বুক হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদকারীর জন্ম তারিখ ৩১-১২-২৯ ইং। সেই কারনে তাহার বয়স ৩১-১২-৮৯ ইং, তারিখ ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় তাহাকে ১০-৪-৯৫ ইং তারিখের রচিক/সংস্থাপন-এসপিএফ/মেক ৫/৯৫/৯২৪ নং আদেশ মূলে তাহার চাকুরী হইতে টার্মিনেশন (অবসান) করা হয়। আবেদনকারী শঠতাপূর্বক অবসর গ্রহণের প্রকৃত জন্ম তারিখ গোপন রাখিয়া বেআইনভাবে মিলের কাজে নিয়োজিত থাকিয়া যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা মজুরী পর্যায়ে পড়েনা। তাই আবেদনকারীর গৃহীত উক্ত সময়কালের অর্থ কর্তনের আদেশ জারী করা হইয়াছে। আবেদনকারী বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর তিনি কোন সার্ভিস আনুষঙ্গিক বেনিফিট পাইবার হকদার নহেন। ফলে আবেদনকারীর মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

এখন দেখা যাক আবেদনকারী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

ইহা অস্বীকৃত নয় যে, আবেদনকারী মোঃ আবুল হোসেন প্রতিপক্ষের রংপুর চিনি কলে একজন মৌসুমী পাম্প ড্রাইভার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিতে এবং প্রতি বৎসরের মত ২৭-১০-৯৪ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কাজে যোগদানের নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে, আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ৩১-১২-১৯৩৯ ইং হওয়ায় এবং তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় প্রতিপক্ষ তাহাকে ১০-৪-৯৫ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদর্শন-২) মূলে ১-৮-৯৩ ইং তারিখ অপরাহ্ন হইতে অবসান (টার্মিনেশন) প্রদান করেন।

আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ৩১-১২-২৯ ইং হওয়ায় তাহার বয়স ৩০-১২-৮৯ ইং তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ৩১-১২-৮৯ ইং তারিখ হইতে অবসর গ্রহণের কথা। কিন্তু কেন তাহাকে ১-৮-৯৩ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করা হয় সেই মর্মে প্রতিপক্ষকে ব্যাখা প্রদান করিতে বলিলে তিনি একটি লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া উল্লেখ করেন যে, পূর্বে জাতীয় মজুরী কমিশনের আওতাভুক্ত কোন শ্রমিকের অবসর গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট বয়সসীমা ছিল না এবং তিনি যতদিন শারীরিক ও মানসিকভাবে কর্মক্ষম থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত চাকুরী করিতে পারিবেন কিন্তু গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ১৪-১২-৯২ ইং তারিখে ম, কমি-১/অ-অ/৫-১৮/৯২/২৬৬ সংখ্যা পত্রে প্রথম বারের মত শ্রমিকদের ৬০ বৎসর বয়সপূর্তিতে তাহাদের অবসান দেওয়ার অনুমোদন পাওয়া যায়। তিনি লিখিত ব্যাখ্যায় আরও উল্লেখ করেন যে প্রতিপক্ষের মিলে সরকারী ১-৮-৯৩ ইং তারিখ হইতে সর্বপ্রথম কার্যকর হয় এবং তাই আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ৩১-১২-২৯ হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে ১-৮-৯৩ ইং তারিখ হইতে অবসান প্রদান করা হয়। প্রতিপক্ষের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের ১৪-১২-৯২ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন শ্রমিক ৬০ বৎসর বয়স পূর্তি পর্যন্ত চাকুরী

করিতে পারিবেন। আবেদনকারীর বয়স ৩০-১২-৮৯ ইং তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হইয়াছে। সুতরাং উক্ত তারিখের পরে তাহাকে কোন ক্রমেই আইনত চাকুরী করিতে দেওয়া সমীচীন নহে কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্ত ৩০-১২-৮৯ ইং তারিখের বহু পরে গৃহীত হইয়াছে। তাই প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে বড় জোর সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিতে দিতে পারিতেন এবং তাহাকে বৈধভাবে ৪ মাসের নোটিশ প্রদানের পরিবর্তে ৪ মাসের বেতন প্রদান করিয়া তাহাকে অবসান দিতে পারিতেন সুতরাং প্রতিপক্ষের ১০-৪-৯৫ ইং তারিখের দপ্তরাদেশটি (প্রদঃ-২) সঠিক ও সুন্দর হয় নাই। অত্র মামলার ক্ষেত্রে আবেদনকারী তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পর বহুদিন চাকুরী করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী আবেদনকারী তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পরবর্তী কার্যকালীন সময়ের কোন গ্র্যাচুয়িটি বেনিফিট পাইবার অধিকারী হন না। কিন্তু যেহেতু আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট মিলকে তাহার ৬০ বৎসর বয়স পূর্তির পরও শ্রম প্রদান করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত সময়ের জন্য তিনি মজুরী পাইবার অধিকারী। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে যেহেতু আবেদনকারী প্রতিপক্ষের চিনিকলে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্তির পরও শ্রম প্রদান করিয়াছেন, সেহেতু তিনি মজুরী ও চিকিৎসা ভাতা পাইবার অধিকারী। বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে, আবেদন কারী যদি সরকারী কর্মচারীদের মত পেনশন ভোগ করিতেন তবে তিনি অবসরকালীন সময়ে কোন বাড়ী ভাড়া ভাতা পাইতেন না এবং তাই তিনি বলেন যে আবেদনকারী ৬০ বৎসর পূর্তির পর অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোন বাড়ী ভাড়া ভাতা পাইবেন না। আবেদনকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন নাই বা এই সম্পর্কে অন্য কোন বক্তব্য রাখেন নাই। অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে যথেষ্ট সারবত্তা আছে বলিয়া মনে করি। প্রতিপক্ষের ১০-৪-৯৫ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদঃ-২) হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি আবেদনকারীকে প্রদত্ত ২-৮-৯৩ ইং হইতে ১২-৪-৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ তাহার বিল হইতে কাটিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন। তাহার উক্ত আদেশে কোন কোন খাতে কি পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ আবেদনকারীকে প্রদান করা হইয়াছে এবং কোন কোন খাতের কি পরিমাণ অর্থ কাটিয়া রাখিতে হইবে তাহার কোন সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতি নাই। সুতরাং উক্ত আদেশটি অনির্দিষ্ট এবং অসম্পূর্ণ।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ৩১-১২-২৯ ইং এবং সেই মোতাবেক তাহার বয়স ৩০-১২-৮৯ ইং তারিখে ৬০ বৎসর পূর্তি হইলেও কর্তৃপক্ষ তৎকালীন বিশেষ অবস্থার কারনে তাহাকে অবসান প্রদান করেন নাই। আমরা পূর্বে আরও দেখিয়াছি যে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ১৪-১২-৯২ ইং তারিখে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানার শ্রমিকগণ ৬০ বৎসর বয়স পূর্তি পর্যন্ত চাকুরী করিতে পারিবেন। সুতরাং অত্র মামলার ক্ষেত্রে আমরা যদি আবেদনকারীকে ১৪-১২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরীতে রাখিয়া তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৫-১২-৯২ ইং তারিখ হইতে অবসান গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহা হইলে অত্র মামলার ন্যায় বিচার করা হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সেই

মর্মে আবেদনকারীকে সকল সুবিধাদিসহ চাকুরী হইতে অবসান গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যেহেতু আবেদনকারী ১৪-১২-৯২ ইং তারিখের পরেও কর্মরত ছিলেন, সেইহেতু তাহার কর্মকাল ১৫-১২-৯২ ইং তারিখ হইতে ১২-৪-৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত তাহাকে মজুরী এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে এবং তাই উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনকারীর গৃহীত বাড়ী ভাড়া ভাতা কর্তন করা যাইতে পারে।

আবেদনকারী অত্র মামলায় প্রতিপক্ষের ১০-৪-৯৫ ইং তারিখের আদেশ অন্যায় ও বে-আইনী মর্মে তাহাকে ২-৮-৯৩ ইং হইতে ১২-৪-৯৫ ইং পর্যন্ত সময়ের মজুরী প্রদান করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। আমাদের উপরের আলোচনার আলোকে আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইলাম যে, আবেদনকারী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইবার অধিকারী নহেন এবং তিনি অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য শুধু মজুরী ও চিকিৎসা ভাতা পাইবার অধিকারী এবং সেই মর্মে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দিলে অত্র মামলার ন্যায় বিচার করা হইবে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর হয়।

প্রতিপক্ষ আবেদনকারী মোঃ আবুল হোসেনকে চাকুরীর সকল সুবিধাসহ ১৪-১২-৯২ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল গণ্য করিয়া ১৫-১২-৯২ ইং তারিখ হইতে অবসানের বিধি-সম্মত সুবিধাদি প্রদান করিবেন এবং উপরের আলোচনার আলোকে অতিরিক্ত কর্মকালীন সময়ের জন্য তাহাকে মজুরী এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদান করিয়া তাহাকে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধার সমন্বয় করিবেন।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৪/১৯৯৫

এ,কে,এম, গোলজার রহমান, নিম্নমান সহকারী (বরখাস্ত), জীবন বীমা কর্পোরেশন, রাজশাহী রিজিওনাল অফিস, কাজিহাটা, রাজশাহী।
সাং পাচিয়ারপুর, পোঃ উল্যা সোনাতলা, থানা সাঘাটা, জেলা, গাইবান্ধা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
২। জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন),
৩। ম্যানেজার, কর্মচারী প্রশাসন,
সর্বঠিকানা—জীবন বীমা কর্পোঃ প্রধান কার্যালয়, ২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
৪। ব্যবস্থাপক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, রাজশাহী রিজিওনাল অফিস, কাজিহাটা, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শহিদুল, ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব মোঃ মাইনুল আহসান, প্রতিপক্ষের আইনজিবি।

আদেশ নং ১৯, তারিখ ১-৯-৯৬।

অদ্য মামলাটি যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী অপর এক দরখাস্ত বর্ণিত হেতুবাদ মূলে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে অদ্যকার যুক্তিতর্ক শুনানীর দিন পরিবর্তন করিয়া নূতন দিন দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বাদী পক্ষের আবেদন প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীকে সরবরাহ করিলে কোন আপত্তি উথাপন করেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বাদী এ,কে,এম গোলজার রহমান হলফান্তে জবান বন্দিতে বলে তিনি অত্র মামলা আর চালাইবেন না। মামলা প্রত্যাহার প্রার্থনা করি।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শুনিলাম। আবেদন পত্র, নথি, জবানবন্দী দেখিলাম বিবেচনা করিলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল।

যে, প্রার্থীকে অত্র মামলা তুলিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

প্রতিপক্ষের সময়ের আবেদনের কোন আদেশের দরকার নাই বিধায় আবেদন নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান শ্রম আদালত,
রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব আজিজুর রহমান, মালিক পক্ষ।
২। জনাব কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

বুধবার, ১৪ই আগষ্ট ১৯৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং ৪৭/৯৫

রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
(রেজি: নং রাজ-৮৮), সদর দপ্তর, ঠাকুরগাঁও, জেলা ঠাকুরগাঁও—দ্বিতীয় পক্ষ।

১। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
২। জনাব কোরবান আলী, ২য় পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৯-সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারায় মামলা।

প্রথম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ২য় পক্ষ 'ঠাকুরগাঁও জেলা মটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন' নামে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের প্রার্থনা করিলে রেজিষ্ট্রেশন (রেজি: নং রাজ-৮৮) প্রদান করা হয়। ২য় পক্ষ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ১ম পক্ষের নিকট দাখিল না করায় ১ম পক্ষ তাহার ইং ১৫-৯-৯৫ তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৪৪৭ নং স্মারক মোতাবেক ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের জন্য পূর্ব নোটিশ জারী করেন। কিন্তু ২য় পক্ষ তাহার পরেও কোন বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অত্র মামলায় হাজির হইয়া একখানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

২য় পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ১৯৭২ সনে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর যথারীতি তাহারা বার্ষিক রিটার্ন দাখিলসহ সকল সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ১৯৯৪ সনে সাংগঠনিক গোলযোগ দেখা দিলে ইউনিয়নের হিসাব নিকাশ যথাসময়ের মধ্যে শেষ করিয়া নির্বাচন করিতে না পারিলে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের হিসাব নিকাশ প্রস্তুত ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ইউনিয়নের সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই অনুযায়ী এডহক কমিটি ইং ২০-৮-৯৫ তারিখে নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করিয়া চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া ইং ১৮-১১-৯৫ তারিখে ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করেন এবং ১ম পক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। সাংগঠনিক গোলযোগের কারণে ২য় পক্ষের রিটার্ন দাখিলে বিলম্ব হইয়াছে এবং তাহা অনিচ্ছাকৃত। ২য় পক্ষে আরও বলা হয় যে, ভবিষ্যতে তাহাদের কোন কাজ কর্মে কখনও ত্রুটি হইবে না।

এখন দেখা যাক ১ম পক্ষ তাঁহার প্রার্থনা মোতাবেক ২য় পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইতে হকদার কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের মামলার বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ঠাকুরগাঁও জেলা মটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করিলে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের (রেজিষ্ট্রেশন নং রাজ-৮৮) ১৯৭২ সনে প্রদান করেন। ১ম পক্ষের অভিযোগ এই যে, ২য় পক্ষ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের তাহাদের ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করায় ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের উপর রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করেন এবং ২য় পক্ষ তাহাতেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ম পক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন। ২য় পক্ষের বক্তব্য এই যে, তাহাদের ইউনিয়নের সাংগঠনিক গোলযোগের জন্য সময়মত হিসাব নিকাশ শেষ করিয়া নির্বাচন করিতে পারেন নাই এবং পরে তাহারা এজহক কমিটি গঠন করেন এবং উক্ত এবহক কমিটির সিদ্ধান্ত হয় যে তাহারা নির্বাচন করিয়া সংশ্লিষ্ট সময়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করিবেন এবং তাহারা যথারীতি ইং ১৮-১১-৯৫ তারিখে ঐ দুই বৎসরের বার্ষিক রিটার্ন (প্রদঃ-খ সিরিজ) দাখিল করিয়াছেন। উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৭২ সনে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২য় পক্ষ কখনও বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় নাই এবং সর্ব প্রথম ১৯৯৩ সনে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। ২য় পক্ষে উক্ত ব্যর্থতার বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং উল্লেখ করেন যে, তাহারা ১৮-১১-৯৬ ইং তারিখে উক্ত রিটার্ন (প্রদঃ-খ সিরিজ) ১ম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন এবং ১ম পক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। অত্র মালমলার শুনানীকালে ১ম পক্ষের প্রতিনিধি ২য় পক্ষের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে ত্রুটির জন্য ১ম পক্ষের অত্র মামলা করিবার কারণ উদ্ভব হইয়াছিল, ২য় পক্ষ অত্র মামলা করিবার কারণ উদ্ভব হইয়াছিল,২য় পক্ষ বার্ষিকরিটার্ন দাখিল করায় সেই ত্রুটি মুক্ত হইয়াছে। অতএব, ১ম পক্ষের মামলা চলিতে পারে না।

অধিকন্তু অত্র মামলার শুনানীকালে ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, তাহার মক্কেল কখনও বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবেন না। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান ,রাখিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইলাম যে, ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র আই, আর, ও, মামলা দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

যাহা হউক, ২য় পক্ষকে ভবিষ্যতে তাহাদের বার্ষিক রিটার্ন সময়মত দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া গেল।

সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman, ;
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Azizur Rahman, for the Employer.
2. Mr'. Kamrul Hassan, for the Labour.

Wednesday, the 14th day of August/96

I.R.O. Case No 103 of 1995

Kazi Abdul Latif, S/o. Kazi Wachek Ali,
Machanic Garage, Thakurgaon Sugar Mills Ltd.
Vill. Thakurgaon Sugar Mills Coloney P.O. & Dt. Thakurgaon—*Petitioner.*

Versus

General Manager, Thakurgaon Sugar Mills Ltd., Thakurgaon—*Opposstte Party.*

1. Mr. Saifur Rahman Khan, Advocate for the Petitioner.
2. Mr. Korban Ali, Advocate for the Opposite Party.)

JUDGEMENT

This is a Case U/S 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969.

The case of the petitioner Kazi Abdull Latif is, in short, that the petitioner was appointed in the post of Mechanic (Garage) on 18-1-66 in Thakurgaon Sugar Mills Ltd. under O. P. and he joined on 1-2-66. as Apprentice. On being absorbed in the post of Mechanic (Garage) after the expiry of Apprentice period he was discharging his duties with full satisfaction to the authority. He was promoted to the post of Foreman of Garage in 1984. The petitioner in the petition for job in 1966 stated his age 28 years, but he did not mention the date of birth. At that time Police investigated and in the verification report the Police did not mention the date of his birth. The petitioner passed the Secondary School Certificate examination (Humanities Group), in 1972 from Jessore Board and according to the certificate his date of birth is 6-4-1947. Recently the petitioner came to learn that his date of birth has been recorded in his service book in 1937. The petitioner filed an application to the authority praying for correection his date of birth and the authority refused to do the same as his date of birth was recorded in 1937 according to the Police Verification Report. The petitioner believed that his date of birth has been recorded without any basis. Since the petitioner filed this case praying for direction the O.P. for correction of his date of birth stating 6-4-1947.

O.P. Made appearance in this case and contested the case by afiling written statement denying the materials eligations made in the petition and contending *inter alia* that the petitioner has no right to file this case, the case barred by limitation, the case is not maintainable in its present form and the case is barred under principles of estoppel, waiver and acquiescence.

Defence case is, in short, that in responce to the advertisement of 1964 of Thakurgaon Sugar Mills Ltd. for appointment of Mechanics, the petitioner filed an application on 7-9-64 praying for the post. In the petition dated 7-9-64 the petr. as to his passed experience expressed that he has been serving in Setabganj Sugar Mills Ltd. for 8 years as Mechanic (garage) and the petitioner also stated there in that he was 25 then. In the interview the petitioner was selected and on considering his experience the petitioner was appointed Machanic (garage) Vide Memo No. Thachik/P.F./8158 dated 7-10-64. The petitioner did not join in the Thakurgaon Sugar Mills Ltd. and accordingly his appointment was cancelled Vide Memo No. PF/10331. Subsequently the petitioner filed an application praying for job of Machanic (garage) on 17-1-66 and in the second para of his petition he expressed that he was 28 on 17-1-66. The authority of Thakurgaon Sugar Mills Ltd. arranged for an inter view and selected the petitioner and appointed him Vide Memo No. PF/992/6781- dated 18-1-66. The petitioner joined on 1-2-66 in the Thakurgaon Sugar Mills Ltd. in the post of Mechanic (Garage). The petitioner was promoted to the post of Foreman of the Gararge on 13-5-84 and he has been serving since then. At the time of his joining in the Thakurgaon Sugar Mills Ltd. on 1-2-66 the petitioner filled in the Police Verification Roll and in column No. 5 of the Police Verification Roll the petitioner mentioned his age 28 years and in column No. 6 the petitioner stated that he read up to Class X. At the time of recording his date of birth in his personal file the authority, without having his date of birth, considered his statement regarding his age 25 years mentioned in the petition dated 7-9-64 and 28 years mentioned in the petition dated 17-1-66 the authority realised that his date of birth was either 7-9-1938 as per his first petition or 18-1-1938 as per his second petition. According to his past experience for 8 years mentioned in his petition dated 7-9-64 the authority determined that he joined Setabganj Sugar Mills on 7-9-1956 and as such deducting minimum services of 18 years the authority recorded his date of birth 7-9-39 and accordingly his personal life was opened and maintained within the knowledge of the petitioner. The petitioner appeared at the S.S.C. Examination in 1972 without the permission of the authority. The petitioner has mentioned his date of birth in his S.S.C. Examination Entry Form without any basis with a purpose to seve in the Mill after expiry of 57 years. So the date of birth mentioned in the S.S.C. Certificate is imaginary. So the petitioner is not entitled to relief sought for and the case liable to be dismissed with cost.

POINT FOR DETERMINATION

Is the petitioner entitled to get any order directing the O.P to correct his date of birth as prayed for ?

FINDINGS AND DICISION

At the time of hearing of the case non of the parties examined witnesses. The petitioner filed two documenst marked Exts. 1 & 2 and the same were admitted into evidence. On the other hand O.P. filed some documents which were marked Exts. Ka, Kha, Ga, Gha, Umo-Uma(s), Cha, Chha, Ja, Jha and Ua.

It is not disputed that the petitioner Kazi Abdul Latif on being appointed on 18-1-66 joined in the post of Mechanic (Garage) on 1-2-66. It is not also disputed that the petitioner was promoted to the post Foreman (Garage) in 1984 and he has been serving there. Petitioner's contention is that the petitioner mentioned his age 28 years in his application for service in 1966 and no date of birth was mentioned. The petitioner passed the S.S.C. Examination in 1972 and his date of birth is 6-4-1974. But in his service book his date of birth has been recorded in 1937. So the petitioner has filed this case for correction of his service book by writing his date of birth 6-4-1947. On the other hand the contesting O.P. contents that at the time of his service the petitioner mentioned in his application dated 7-9-64 that he was 25 with 8 years experience and in the application dated 17-1-66 his age was 28 and on considering all these aspects the O.P. recorded his date of birth 7-9-39. The petitioner passed the S.S.C. Examination without the permission of the Mill authority. The petitioner is not entitled to get relief as prayer for.

Ext. Eno is the photostat copy of the petition dated 7-9-64 of the petitioner praying for service to the Manager, Thakurgaon Sugar Mills Ltd. In the petition Ext. Uno the petitioner contends that he was 25 on 7-9-1964 with 8 years experience of service as an Agricultural Garage Machanic in the Setabganj Sugar Mills Ltd. As per statement of the petitioner it shows that he was born in 1939. The O.P. contends that by vietue of petition dated 7-9-64 the petitioner was appointed Mechanic (Garage), but he did not join and subsequently he filed another petition on 17-1-66 wherein he mentioned his age 28 years. He also stated therein that he read up to Class X. Ext. Chha is the Photostat copy of the petition dated 17-1-66 of the petitio ner. Ext. Chah appears to show that the petitioner was 28 on 17-1-66 and he read up to Class X. According to his own admission the petitioner was born in 1938. Ext. Uma(4) is the photostat copy of Police Verification Report of the petitioner. Ext. Uma(4) shows that Mr. Osman Gani Talukdar, the then P.S. I of Bhandaria P.S. submitted the report on 5-10-66 and he found that the petr. Kazi Abdul Latif was married and he was then 28 years. The petitioner has no objection aganst this Police Verification Report. So, from the report of the Police it appears that the petitioner was born in 1938. Ext. Umo(2) is the photostat copy of Verification Roll of the petitioner. The O.P. states that this Verification Roll was filled in by the petitioner himself. It appears from Verification Roll that the petitioner stated in column No. 5 that he was 28. It also indicates that he was born in 1938. So from all these evidences it is proved beyond reasonable doubt that the petitioner was born in 1938 or 1939. The O. P. contends in the written statement that as per particular given by the petitioner regarding his date of birth his date of birth was 7-9-39 and the same was recorded accordingly. The petitioner does not challange the as sertion made by the O.P. So, the case of the petitioner regarding his date of birth was 6-4-1947 falls down to the ground.The petitioner contends in the petition that he passed the S.S.C. Examination in 1972 and his date of birth as per S.S.C. certificate is 6-4-1974. From the above findings and on considering all the facts, circumstances of the and material evidences record I hold that the petitioner mentioned 6-4-1947 as his date of birth after thought. The petitioner can not deny his own statements When the petitioner stated that he was 25 in his petition dated 7-9-64 with 8 years experience in the Setabganj Sugar mills, his date of birth might be in 1938 or 1939 and in no way it can be in 1947. As per his statement made in the petition dated 7-9-64 he completed 8 years service in Setabganj Sugar Mills Ltd. It indicated that he entered

into service in Setabganj Sugar Mills in 1965. So, the petitioner is not supposed to join in Setabganj Sugar Mills in 1957 when his date of birth was alleged to have been on 6-4-1947. Because the petitioner was then as per his case, 11 only. We have seen earlier that the petitioner states in Verification Roll (Ext. Umo (2) and in his petition (Ext. Chha) that he read up to Class X. Ext. Umo (4): the Police Vertification Report shows that the petitioner read upto Cass X in Vandaria H.E. School. All these indicate that the petitioner completed his studies before entering into the service in Setabganj Sugar Mills. So, the petr. had no earthly reason to read up to Class X at the age of 11 only. So, the assertion of the petitioner regarding his date of birth 6-4-1947 is a myth and it can not be regarded in any way.

The learned Advocate appearing on behalf of the petitioner contended that the petitioner is entitled to record his date of birth as per Circular No. Establishment/Keru/6(1)/209, dated 23-2-94 (Ext. Ka). It is true that a man at the time of entering into a service states his date of birth according to Matriculation or Secendary School Certificate. But in this instant case the petitioner was not Matriculate at the time his entering into the job. We have seen earlier that on averments of the petitioner he was born in 1938 or 1939 and accordingly his date of birth was recorded by the authority stating 7-9-1939. Now, if the petitioner makes another averments regarding his date of birth it can not be regarded.

The learned Advocate appearing on behalf of the O.P. drew my attention to Rule 9 of Bangladesh Service Rules (Part-I) and contended that the petitioner is not entitled to get his date of birth correct. Rule 9 of Bangladesh Service Rules (Part-I) runs "সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় বা প্রবেশের উদ্দেশ্যে একজন আবেদনকারী যে বয়স ঘোষণা করেন, উহাই তাহার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং পরবর্তীকালে কোন উদ্দেশ্যেই তাহা সংশোধনের অনুমতি দেওয়া যাইবে না"। We have seen earlier that the date of birth was properly declared by the petitioner and accordingly it was recorded by the authority. So, in view of my findings I hold that the petitioner is not entitled to get relief as prayed for.

The petitioner states in the petition that he passed the S.S.C. Examination in 1972 and he was placed in the second division. The learned Advocate of the O. P. drew my attention to the statements made in the written statement to the effect that the petitioner appeared in the S.S.C. Examination without the permisson of the authority and argued that the petitioner should be punished as he did not appear in the S.S.C. Examination with the permission of the authority. We are not concerned here whether the petitioner appeared in the S.S.C. Examination with the permission of the authority. So, this court has no jurisdiction to punish the petitioner for his examination without the permission of the authority. In this regard I opine that Thakurgaon Sugar Mills authority has every right to deal with the matter and the Mill authority can punish the petitioner in doing so. So, I left his point accordingly.

We have seen earlier that the date of birth 7-9-1939 of the petitioner was properly recorded and maintained by the authority as per statements of the petitioner and he subsequently mentioned a boseless date allegoing his date of birth 6-4-1947 in his S.S.C. Examination Entry Form to serve a purpose. So all these indicate that the petitioner has filed this case to serve a purpose on also assertion and to harass O.P.

In view of what have been discussed above I hold that the petitioner is not entitled to get any relief as prayed for.

The learned Members were discussed and consulted with.
Hence.

ORDERED

that the I.R.O. Case is dismissed on contest against O.P. with cost of Tk. 500 (five hundred) only to O.P.;

SUDHENDU KUMAR BISWAS

Chairman,
Labour Court Rajshahi.

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court. Rajshahi.

MEMBERS : 1 Mr. Khandaker Abul Hossain, for the Employer.
2. Mr. Abdus Sattar Tara, for the Labour.

Yesterday—the 1st day of October, 1996.

COMPLAINT CASE NO. 1 of 1995

Md. Dulal Mia, S/O. Ansar Ali, Vill. Boikunthapur.
P.O. Shyampur, Dist. Rangpur—*Petitioner.*

Versus

1. Managing Director, Rangpur Distilleries & Chemicals Ltd., Shyampur, P.O. Shyampur, Dist. Rangpur.
2. Project Director, Rangpur Distilleries & Chemical Ltd.,; Shyampur, Rangpur.
3. Manager, Rangpur Distilleries & Chemicals Ltd. Shyampur, Rangpur for M/S Rangpur Distilleries & Chemicals Ltd.—*Opposite Parties.*

1. Mr. Anusur Rahman, Advocate for the Petitioner.
2. Mr. N.M. Kaisaruzzaman, Advocate for the Opposite Parties.

JUDGEMENT

This is a Complaint Case U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

The case of the petitioner Md. Dulal Mia is, in short, that he has been working as Laboratory Cleaner since 20-5-85 in Rangpur Distilleries & Chemicals Ltd. of O.Ps. at the initial monthly pay of Tk. 600. The service of the petitioner was confirmed on 30-12-86 vide memo No. RDCL/Shy/660-9/8786

and his pay was raised to Tk. 828. Subsequently his pay was raised to Tk. 1654·50. On having the news of his wife's illness on 23-9-94 he went out with oral permission to arrange her treatment and he came back to his duties. O.Ps. issued a notice upon him vide Memo No. RDCL/Shy/315/94, dated 26-9-94 directing him to show cause. The petitioner Submitted explanation in writing on 28-9-94. Subsequently the O.Ps. suspended the petr. vide Memo No. RDCL/Shyam/318/94 dated 3-10-94 and directed him to submit written statement by 7 days. The petitioner accordingly submitted written statement on 16-10-94. O.Ps. directed the petitioner to appear before the Inquiry vide Memo No. RDCL/Shyam/464/94 dated 15-12-94. The petitioner appeared before the Inquiry Committee on 18-12-94 and at the instance of the Inquiry Committee he put his signature in white paper. The O.Ps held a false inquiry and the O.Ps without giving any chance to defend himself and without complying the provisions of Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 the O.Ps dismissed the petitioner on 7-1-95. Though the petitioner was suspended on 3-10-94, he was not given the subsistance allowance. The petitioner submitted a grievance petition by registered post on 12-1-95. Hence the petitioner brought this case for reinstatement in the service with back wages by setting aside the dismissal order dated 1-7-95 or in the alternative for service benefit.

O.Ps 1 & 2 have contested the case by filling two written statement denying most of the material allegations made in the petition and contending inter alia that the petitioner has no right to file this case, the case is not maintainable in its present form and the case is barred under principles of estoppel, waiver and acquiescence.

Defence case is, in short, that the petitioner remained absent from his duty on 23-9-94 and as such he was directed to show cause by serving a notice. The explanation given by the petitioner was not satisfactory and as such an Inquiry Committee was formed with Mr. Amirul Islam, the President of Sramik Union, Mr. Shah Alam, Executive Director and Mr. Azizul Haque, Mechanical Engineer of Rangpur Distilleries and Chemicals Ltd. The petitioner was directed to appear before the Inquiry Committee and he was given opportunity to defend himself. The charge brought against the petitioner was proved and he was dismissed from service. Be it noted here that the petitioner was suspended earlier and he was given subsistence allowance. Be it also noted here that the petitioner was an employee of misconduct and he would work against the interest of the Institution, the petitioner would remain absent from duty without leave, he would destory the apparatus of the Institution and he woruld destroy the environment by influencing other employees. The petitioner would not abide by the order of the Superior. His past service record was not satisfactory and he was excused many times for his misdeeds with warning. The petitioner prayed for mercy on 15-8-89, 7-9-89, 9-8-89 and 9-3-89. He was warned on 6-3-88. So the petitioner is not entitled to any relief sought for and the case is liable to be dismissed with cost.

Now let us see whether the petitioner is entitled to get relief as prayed for.

FINDINGS AND DECISION

At the time of hearing of the case neither of the parties examined witness. Petitioner filed some documents which were marked Exts. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 and 10 on admission and the same were admitted into evidence. On the other hand the O.Ps. filed some documents marked Exts. Ka, Kha, Ga, Gha, umo, Cha,

Chha, Ja, Jha, Eno, Ta, Tha, Da, Dha, Na, Ta, Tha,-Tha (1), Da and Dha-Dha (1) on admission and the same were admitted into evidence.

It is not disputed that the petitioner Md. Dulal Mia joined in Rangpur Distilleries and Chemicals Ltd. of O.Ps. on 20-5-85 as Laboratory Cleaner at the monthly salary of Tk. 600. It is not also disputed that he was confirmed on 30-12-86 vide Memo No. RDCL/Shyam/660-9/8786 (Ext. 1) and his pay was to Tk. 1654·50 vide fixation (Ext. 2). Petitioner's contention is that for his wife's illness he went out on 23-9-94 with oral permission and he came back to his duties. O.Ps issued a notice upon him directing him to show cause on false allegations. The petitioner submitted written explanation and the O.Ps subsequently suspended him unlawfully. The petitioner submitted written explanation. The O.Ps directed him to appear before the Inuiry Committee which took his signation in white paper and held a false Inquiry against him. The petitioner was not given any opportunity to defend himself and he was then dismissed from service on 7-1-95. He filed a grievance petition by registered post on 2-1-95 and having no result the petr. brought this case. On the other hand, the O.Ps deny the petitioners case and contened that the petitioners' explanation was not satisfactory and as such an Inquiry Committee was formed. The petitioner was given chance to appear before the Inquiry Committee and defend himself. The Inquiry Committee after inquiry held that the charge was proved against him and subsequently the petitioner was dismissed from his service.

Ext. 3, the photostat copy of Memo No. RDCL/Shyam/315/94, dated 26-9-94 shows that O.P. No. 2 (Project Director) directed the petitioer to show cause within 3 days asto why disciplinary action should not be taken against him on the allegations that on 23-9-94 the petitioner left the Project during the morning shift without having the gate pass and subsequently the petitioner on having gate pass for 30 minutes left project, but he came back to his duties after an hour 1-15 minutes and taking this he quarreled with the Chief of Laboratory Department and Project Director, Ext. 4, written explanation of the petitioner shows that he left out the Project on 23-9-94 on having the news of his wife's serious illness and he prayed for mercy of the authority. Ext. 5, the photostat copy of Memo No. RDCL/Shyam/318/94, dated 3-10-94 of Executive Director of Rangpur Distilleries & Chemicals Ltd. shows that the authority suspended the petitioner with effect from 3-10-94 and the authority directed him to show cause within 7 days asto why he should not be dismissed from the service. Ext. 6. the photostat copy of written explanation of the petitioner shows that he explained that he left out from the Project for his wife's illness and he prayed for withdrawal of the charge brought against him. From the above findings it is seen that the petr. was directed to show cause for his

unauthorised leaving from the Office and staying away from the Office and he submitted written explanation.

Petitioner admits in his petitioner that the O.Ps formed an Inquiry Committee for inquiry against him and directed him to appear before the Inquiry Committee Vide Memo No. RDCL/Shyam/464/94, dated 15-12-94 (Ext. Kha). The petitioner admits that he appeared before the Inquiry Committee, but the Committee did not give him any chance to defend himself and the Inquiry Committee took his signature in white paper. Ext. Ga is the Inquiry Report. Admittedly the petitioner put his signature therein. It appears from Inquiry report (Ext. Ga) that the petitioner was interogated and his answers were recorded by the Inquiry Committee. The petr. states that he put his signature in white paper at the instance of the Inquiry Committee. The petitioner has not come to depose in the Court. On the other hand the O.Ps deny his statements. So, a question arises asto whom is to be relied upon. From the above findings we see that an inquiry was held. Since neither of the parties adduced evidence we can not say whether inquiry was proper or the allegation of the petitioner was true. But it is in evidence that an inquiry was held against the petitioner and the charge was proved against him. Ext. 7 is the photostat copy of dismissal order of the petitioner. It appears from Ext. 7 that the authority opined that written explanations in response to the show cause notice and written statement of another show cause notice were not satisfactory. Ext. 7 also shows that the statements made by the petitioner before the Inquiry Committee were not satisfactory and as such he was dismissed U/S 17(3) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 for his negligence to duties and misconduct with effect from 3-10-94. This Court is not an Appelate authority. So this court has not jurisdiction to reassess the evidences available before the Inquity Committee. In this case the petitioner alleges that he was not given any chance to defend himself. We have seen earlier that the petitioner appeared before the Inquiry Committee and he replied the questions advanced by the Inquiry Committee and the authority after having the report of the inquiry dismissed him from the service. The petitioner has prayed for reinstatement in the service with back wages or in the alternative the petitioner has prayed for service benefits. It is true that the O.Ps do not want to allow the petitioner to continue in his job. It indicates that the petitioner has incurred displeasure to the O.Ps. Having regard to my above findings I hold that since the petitioner has prayed for service benefit in the alternative, it will meet ends of justice if the petitioner is given termination benefit by converting dimissal order into termination.

At the time of argument the learned Advocate for the petitioner argued that the petitioner is at least entitled to termination benefit. The learned Advocate appearing on behalf of the O.Ps contended that he has no objection if the petr. is given termination benefit according to law. It is in evidence that the

petitioner was suspended with effect from 3-10-94 and he was dismissed on 7-1-95 with effect from 3-10-94. The dismissal order dated 7-1-95 was made with retrospective effect from 3-10-94. The dismissal order effecting from 3-10-94 was not proper in law. The authority could dismiss the petitioner with effect from 7-1-95, when the order was passed. Section 18 (2) of the Emplo-ment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 provides that a worker charged for misconduct may be suspended pending inquiry into the charges against him and unless the matter is pending before the Court the period of such suspeinsion shall not exceed 60 days. In this instant case, as it appears from the trend of the cases of the parties, the matter was not pending before any court. So, in this case the authority had no jurisdiction to retain the suspension order exceeding 60 days. Since the petitioner was suspended on 3-10-94, the suspension order had no force after 1-12-1994. As per section 18(2) of the Employment of Labour (S.O.) Act, 1965 the order of suspension was automatical withdrawn with effect from 2-12-94. The patitioner alleges that he was not given any subsistence allowance for his suspension period. The O.Ps did not deny this assertion. So, in view of my above findings I hold that the petitioner is entitled to subsistence allowance from 3-10-94 to 1-12-94 and his normal pay from 2-12-94 till dismissal.

We have seen earlier that the petitioner joined in Rangpur Distilleries and Chemicals Ltd. on 20-5-85. Having regard to our above findings we see that the petr. continued his service up to 6-1-95. So his service was for 9 years 7 months 16 days. So the petitioner is entitled to get 4 months' notice pay and service benefits for 10 months' pay for his service. The petitioner has claimed financial benefit for earned leave and festival leave. The petitioner has not properly calculated the pariod. The petitioner also did not make any such statement before the Court. So the petitioner is not entitled to any financial benefit for leave alleged above.

Therefore, having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the pert. is entitled to get termination benefits as discussed above by converting his dismissal order into termination.

The learned Members have been discussed and consulted with.

Hence, it is

ORDERED

That, the Complaint Case is allowed on contest against O.P. Nos. 1 & 2 and exparte aginst the rest without any order as to cost.

The order of dismissal dated 7-1-95 is converted into termination and the petr. do get termination benefits. The petitioner do get subsistance allowance for iuspension period from 3-10-94 to 1-12-94, balance pay upto 6-1-95, if any, Notce pay for 120 days and for 10 months service benefit.

O.Ps are directed to pay the petitioner the aforsaid amount within 30 (thirty) days from the date of receipt of the copy of Judgement.

SUDHENDU KUMAR BISWAS
Chairman,
Labour Court, Rajshah .

অভিযোগ কেস নং ১৭/৯৫

দরখাস্তকারী : মো: বাবলু নব, পিতা মো: ঘোশাল সেখ (বরখাস্তকৃত বাবুচি), হোটেল সুপার সাউদিয়া, বাসষ্ট্যাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া। সাং খোন্দকার টোলা, শেরপুর, বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ : ১। সত্বাধিকারী, হোটেল সুপার সাউদিয়া, বাসষ্ট্যাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া।

২। ব্যবস্থাপক, হোটেল সুপার সাউদিয়া, বাসষ্ট্যাণ্ড, শেরপুর, বগুড়া।

আদেশ নং ১৪, তারিখ ১২-১০-৯৬

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষকে ডাকযোগে নোটিশ পাঠানো হয়। অদ্য বাদী ও প্রতিপক্ষগণ নিজে বা আইনজীবীর মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব খন্দকার আবুল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আ: সাত্তার তার দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

পক্ষদ্বয়কে বারবার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব, আদেশ হইল

যে অত্র অভিযোগ মামলা তদবীর অভাবে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব আঃ সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

সোমবার ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

অভিযোগ মামলা নং-১২/১৯৯৪

মোঃ আজাহার আলী, সহকারী হিসাব রক্ষক (বরখাস্ত),
সাং দক্ষিণ গুপ্তপাড়া, পোঃ রংপুর-৫৪০০, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। সহকারী ব্যবস্থাপক, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ,
তামাক ক্রয় কেন্দ্র কেয়াবন্দ, পোঃ উপশহর, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর।

২। ব্যবস্থাপক, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ,
সাং তামাক ক্রয় কেন্দ্র কেয়াবন্দ, পোঃ উপশহর, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষগণ।

১। জনাব এ, কে, মোঃ শামসুল আবেদীন, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার মামলা।

প্রার্থী মোঃ আজাহার আলীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ইং ১৮-৫-৮৫ তারিখে ১নং প্রতিপক্ষের মৌখিক আদেশে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর পাটগ্রাম শাখায় মাসিক সর্বসাকুল্যে ২৫০০ টাকা বেতনে পারচেজার পদে যোগদান করেন। প্রার্থীর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১নং প্রতিপক্ষ ইং ১৩-৯-৯২ তারিখে সহকারী হিসাব রক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করিয়া রংপুর কার্যালয়ে বদলী করেন। ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর চাকুরী স্থায়ী করিয়া তাহার মাসিক বেতন ৩২০০ টাকা করেন। প্রার্থী ইং ১১-৪-৯৪ তারিখে গ্যাস্ট্রিকের কারনে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন থাকেন। ইং ১১-৪-৯৪ তারিখে প্রার্থীর পুত্র মোঃ মিজানুর রহমান ও বাড়ীর মাষ্টারের দ্বারা তিনি ১নং প্রতিপক্ষের নিকট অসুস্থতার ছুটির আবেদন করেন এবং ১নং প্রতিপক্ষ তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু অনুলিপিতে স্বাক্ষর না করায় প্রার্থী ঐ দিন অর্থাৎ ১১-৪-৯৪ তারিখে ১নং প্রতিপক্ষের বরাবর পুনরায় রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ছুটির আবেদন প্রেরণ করেন। প্রার্থী ১নং প্রতিপক্ষের বরাবর ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখে ছুটির আবেদন প্রেরণ করেন। প্রার্থী সুস্থ হইয়া ইং ২১-৪-৯৪ তারিখে ডাক্তারের ফিটনেস সার্টিফিকেটসহ চাকুরীতে যোগদান পত্র দাখিল করিয়া যথারীতি হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করিয়া চাকুরী করিতে থাকেন। প্রার্থী ১নং প্রতিপক্ষকে যোগদান পত্রের অনুলিপিতে স্বাক্ষর করিতে বলিলে তিনি তাহাকে চাকুরী করিয়া যাইতে বলেন এবং তিনি পরে অনুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন মর্মে আশ্বাস দেন। ১নং প্রতিপক্ষ ইং ২০-৪-৯৪ তারিখে যোগদান পত্রে স্বাক্ষর করেন। ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে হাজিরা খাতায় দস্তখত

করিতে নিষেধ করেন। এই বিষয়ে প্রার্থী বিস্তারিত জানিবার জন্য ১নং প্রতিপক্ষের নিকট মৌখিক আবেদন করিলে তিনি হাঁ বা না কিছুই না বলায় প্রার্থী ১নং প্রতিপক্ষ বরাবর ইং ২৪-৪-৯৪ তারিখে রেজিষ্ট্রী এডি যোগে আবেদন করেন। ১নং প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদন ফেরত দিলে প্রার্থী পুনরায় ইং ৭-৫-৯৪ তারিখে রেজিষ্ট্রি এডি যোগে আবেদন করিলে ১নং প্রতিপক্ষ তাহাও ফেরত দেন। ১নং প্রতিপক্ষের ইং ৭-৫-৯৪ তারিখের এ, বি, এফ, এল, টি, পিসি/প্রশা/রং ৯৩/৯৪/৬৪১ নং স্মারক প্রার্থী ১১-৫-৯৪ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেন যে তাহাকে কারন দর্শানো নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। ১নং প্রতিপক্ষের প্রেরিত কারন দর্শানো নোটিশ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য প্রনোদিত, বানোয়াট এবং দুরভিসন্ধিমূলক। প্রার্থী উক্ত কারন দর্শানো নোটিশের জবাব ইং ১২-৫-৯৪ তারিখে রেজিষ্ট্রী এডি যোগে ১নং প্রতিপক্ষের বরাবর প্রেরণ করেন। ১নং প্রতিপক্ষ ইং ১৫-৫-৯৪ তারিখে উক্ত জবাব প্রাপ্ত হন। প্রার্থী উত্তর কেরাবন্দ তামাক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১১৫৪) এর একজন সক্রিয় সদস্য। ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে উক্ত সদস্য পদ হইতে পদত্যাগের জন্য হুমকি প্রদান করেন। ১নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন তৎপরতা স্তব্ধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়া ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলায় বদলী করেন। ১নং প্রতিপক্ষের লেলাইয়া দেওয়া লোকজনের আক্রমনে জহুরা খাতুন নামে এক মহিলা শ্রমিক মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন এবং তিনি জি, আর, ৫৬১/৯৪ নং মামলা দায়ের করেন ১নং প্রতিপক্ষ অসৎ উদ্দেশ্যে কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া, প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ধারা অনুসরণ না করিয়া, নোটিশ, বেতন, ক্ষতিপুরণ, গ্রাচুয়িটি, অর্জিত ছুটি, উৎসব ছুটি, অসুস্থতার ছুটি, ইত্যাদির বেতন প্রদান না করিয়া, এপ্রিল, ১৯৯৪ মাসের ও মে মাসের ১৬ দিনের বেতন প্রদান না করিয়া, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও বোনাস প্রদান না করিয়া, ঈদুল আজহার কয়েকদিন পূর্বে অমানবিক ও বেআইনীভাবে প্রার্থীকে তাহার চাকুরী হইতে ১৬-৫-৯৪ ইং তারিখে বরখাস্ত করেন। প্রার্থী ইং ১৮-৫-৯৪ তারিখে বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইং ২৯-৫-৯৪ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন। তিনি উক্ত গ্রিভান্স পিটিশনের কোন উত্তর না পাইয়া ইং ১৬-৫-৯৪ তারিখের বরখাস্ত আদেশ বেআইনী, অবৈধ ও এখতিয়ার বহির্ভূত ঘোষণা অন্তে প্রার্থীকে বকেয়া বেতনাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

১নং প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া প্রার্থীর সকল বক্তব্য অস্বীকার করিয়া একখানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বলেন যে প্রার্থীর অত্র মামলা অত্রাকারে অচল, প্রার্থীর অত্র মামলা করিবার কোন অধিকার নাই, অত্র মামলা পক্ষ দোষে দুষ্ট এবং অত্র মামলা রাজশাহী শ্রম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত একটি বিড়ি ফ্যাক্টরী এবং ইহার প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যালয় ঢাকা দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত এবং প্রধান কারখানা যশোর নাভারুনে অবস্থিত। রংপুর কেরাবন্দে একটি তামাক ক্রয় কেন্দ্র অবস্থিত এবং তাহার মত রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, যশোর, মানিকগঞ্জ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার এলাকায় অনেক তামাক ক্রয় কেন্দ্র অবস্থিত। ঐ সমস্ত কেন্দ্রের ক্রয় এবং শ্রমিক নিয়োগ ও তাহাদের বেতনাদি পরিশোধ বাবদ যাবতীয় কার্যাদি প্রতিপক্ষের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ও পরিচালনায় সম্পাদিত হয়। প্রার্থীসহ অন্যান্য সকল শ্রমিক

কর্মচারীদের নিয়োগকর্তা হইতেছেন আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ, ঢাকা। ২নং প্রতিপক্ষ একটি লিমিটেড কোম্পানী এবং ইহার পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড আছে। ১নং প্রতিপক্ষ তাহার অধীনে একজন কর্মচারী এবং তিনি মালিক নহেন। প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীনে পারচেজার পদে এবং হিসাব রক্ষক হিসাবে কাজ করেন। প্রতিপক্ষ তাহাদের কোম্পানীর কাজের স্বার্থে মাঝে মাঝে শ্রমিক কর্মচারীকে বিভিন্ন কেন্দ্রে বদলী করিয়া থাকেন এবং সেই অনুযায়ী ইং ৫-৪-৯৪ তারিখে বিভিন্ন শ্রমিক কর্মচারীকে তিনি বিভিন্ন স্থানে বদলী করেন। প্রার্থীকে নীলফামারী কৈমারী কেন্দ্রে বদলী করিয়া ইং ১০-৪-৯৪ তারিখে সেখানে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রার্থী উক্ত বদলী আদেশ এড়াইবার জন্য অসুস্থতার মিথ্যা বাহানা করিয়া ইং ১১-৪-৯৪ তারিখে কাজে গরহাজির থাকিয়া ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেন এবং তাহার ছুটি নামঞ্জুর করা হয় এবং তাহার নিকট ইং ২০-৪-৯৪ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করিয়া দুই দিনের মধ্যে নূতন কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রার্থী তাহার পরও অননুমোদিতভাবে কাজে গরহাজির থাকেন। তাহার ২১-৪-৯৪ তারিখে কাজে যোগদানের কথা মিথ্যা। ঐরূপ কোন হাজিরা প্রকাশ পাইলে কর্তৃপক্ষের অগোচরে গোপনে হাজিরা খাতায় জালিয়াতি মূলে প্রার্থী স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহার বর্ণনামতে ১নং প্রতিপক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে নিষেধ করেন নাই এবং কৈমারী বদলী করায় কোনরূপে যোগদানের কোন প্রশ্নই উঠেনা। বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নূতন কর্মস্থলে যোগদান না করায় ২নং প্রতিপক্ষের পরিচালক শেখ আফিল উদ্দিন ইং ৭-৫-৯৪ তারিখে কারন দর্শানোর নোটিশ জারী করিয়া অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার জন্য কেন তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না সেই মর্মে কৈফিয়ত তলব করেন। প্রার্থীর কৈফিয়ত তলবের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২নং প্রতিপক্ষের পরিচালক শেখ আফিল উদ্দিনের নির্দেশে ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ইং ১৫-৫-৯৪ তারিখে বরখাস্ত করেন। ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করেন নাই বা তিনি প্রার্থীকে বরখাস্ত করেন নাই। কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর পরিচালকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রার্থীকে বরখাস্ত করা হয়। প্রার্থী কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নহেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন করিবার কারনে তাহাকে বদলী করা হয় নাই। আইনসংগতভাবে তাহার বিরুদ্ধে কারন দর্শাইবার নোটিশ জারী করা হয় এবং তাহার কারন দর্শানোর বিষয় সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। সুতরাং প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং খরচাসহ অত্র মামলা খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে ইং ১৬-৫-৯৪ তারিখের বরখাস্ত আদেশ বেআইনী অবৈধ ও এখতিয়ার বহির্ভূত মর্মে ঘোষণা ও বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের, আদেশ পাইতে হকদার কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

ইহা অস্বীকৃত নয় যে, প্রার্থী মোঃ আজাহার আলী ইং ১৮-৫-৮৫ তারিখে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ পাটগ্রাম শাখায় মাসিক ২০০০ টাকা বেতনে পারচেজার হিসাবে যোগদান করেন এবং সহকারী হিসাব রক্ষক পদে পদোন্নতি পাইয়া ইং ১৩-৯-৯২ তারিখে

রংপুর কার্যালয়ে যোগদান করেন। ইহাও অস্বীকৃত নয় যে, প্রার্থীর মাসিক বেতন ৩০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। প্রার্থীর বক্তব্য এই যে, তিনি হঠাৎ ইং ১১-৪-৯৪ তারিখে গ্যাস্ট্রিকের কারনে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তিনি তাহার পুত্র মিজানুর রহমান ও বাড়ীর শিক্ষক দ্বারা ১নং প্রতিপক্ষের নিকট ছুটির আবেদন পাঠাইয়া দেন এবং পরে ঐ তারিখে রেজিঃ ডাকযোগে ছুটির প্রার্থনা করেন। তিনি তাহার পর ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখে চিকিৎসকের সার্টিফিকেটসহ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ছুটির প্রার্থনা করেন। তিনি ইং ২১-৪-৯৪ তারিখে ডাক্তারের ফিটনেস সার্টিফিকেটসহ চাকুরীতে যোগদান করেন। ১নং প্রতিপক্ষের ইং ৭-৫-৯৪ তারিখের এ, বি, এফ, এল/টি, পি, সি/প্রশাঃ-রং/৯৩/৯৪/১৪১ নং স্মারক-মূলে কারন দর্শাইবার নোটিশ প্রাপ্ত হন। তিনি ১২-৫-৯৪ তারিখে ১নং প্রতিপক্ষ বরাবর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রার্থী ট্রেড ইউনিয়ন করার আক্রোশে ১নং প্রতিপক্ষ তাহাকে কোন তদন্ত না করিয়া, নোটিশ বেতন, ক্ষতিপূরণ, গ্র্যাচুয়িটি, অর্জিত ছুটি, উৎসব ছুটি, অসুস্থতার ছুটি এবং এপ্রিল, ১৯৯৪ ও মে মাসের ১৬ দিনের বেতন প্রদান না করিয়া বেআইনীভাবে ১৬-৫-৯৪ ইং তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রার্থী ইং ২৯-৫-৯৪ তারিখে প্রিভ্যান্স পিটিশন দাখিল করেন এবং তাহার কোন সুফল না পাইয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। অপর পক্ষে প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীনে পারচেজার ও হিসাব রক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর স্বার্থে প্রার্থীসহ অন্যান্য কিছু শ্রমিককে ইং ৫-৪-৯৪ তারিখে বদলী করিয়া প্রার্থীকে ইং ১০-৪-৯৪ তারিখে নীলফামারী জেলার কৈমারী কেন্দ্রে যোগদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বদলী এড়াইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অজুহাতে ইং ১১-৪-৯৪ তারিখে কাজে গরহাজির থাকিয়া ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ছুটির আবেদন করেন এবং তাহার ছুটি নামঞ্জুর করা হয় এবং ২০-৪-৯৪ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে তাহাকে দুই দিনের মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার পরও প্রার্থী কাজে গরহাজির থাকেন। তাই তাহার ইং ২১-৪-৯৪ তারিখে কেল্লাবন্দে যোগদান করিবার কোন প্রশ্ন উঠেনা। প্রার্থী কাজে যোগদান না করায় ২নং প্রতিপক্ষের পরিচালক শেখ আকিল উদ্দিন ইং ৭-৫-৯৪ তারিখে তাহাকে কারন দর্শানো নোটিশ জারী করেন এবং কেন তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না মর্মে কৈফিয়ত তলব করেন। প্রার্থীর কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় পরিচালক শেখ আকিল উদ্দিনের নির্দেশে ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ইং ১৬-৫-৯৪ তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন।

১নং প্রতিপক্ষ নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। সুতরাং আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর প্রধান কার্য্যালয়কে অত্র মামলায় পক্ষ না করায় তাহার মামলা পক্ষ দোষে দুষ্ট।

অত্র মামলার শুনানীকালে প্রার্থী মোঃ আজাহার আলী শুধু নিজেকে পরীক্ষা করেন এবং তাহার পক্ষে কিছু কাগজপত্র প্রদর্শন-১,২,৩,৪-৪(২),৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১ এবং ১২ সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়। প্রতিপক্ষে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই এবং তাহাদের পক্ষে কিছু কাগজপত্র প্রদর্শন-ক,খ,গ-গ(১), ঘ-ঘ(২), ঙ, এবং চ-চ(১) সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়।

স্বীকৃত মতে প্রার্থী ১০-৪-৯৪ইং তারিখে কেল্লাবন্দ তামাক ক্রয় কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। প্রতিপেক্ষর ৫-৪-৯৪ইং তারিখের এ, বি, এফ, এল/টি, পি. সি/প্রশাঃ/রং/৯৩-৯৪/৫৯৯নং আদেশ পত্র (প্রদঃ-ক) ও তৎসহ সংযুক্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী মোঃ আজাহার আলীকে কৈমারী ক্রয় কেন্দ্রে বদলী করা হয়। এবং ১০-৪-৯৪ইং তারিখের মধ্যে কাজে যোগদানের

নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রার্থী মোঃ আজাহার আলী ১নং সাক্ষী হিসাবে বলেন যে তিনি ১১-৪-৯৪ তারিখে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তিনি ১১-৪-৯৪ইং তারিখে ১০ দিনের ছুটি প্রার্থনা করিয়া তাহার পুত্র ও গৃহ শিক্ষক দ্বারা আবেদন পত্র পাঠাইয়া দেন এবং তিনি পুনরায় ১৩-৪-৯৪ইং তারিখে ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ ছুটির আবেদন প্রেরণ করেন। তিনি ২০-৪-৯৪ইং তারিখে সুস্থ্য হন এবং ডাক্তারের ফিটনেস সার্টিফিকেটসহ যথারীতি কাজে যোগদান করিতে যান। প্রার্থী ১১-৪-৯৪ তারিখে তাহার পুত্র ও গৃহ শিক্ষক দ্বারা ১নং প্রতিপক্ষের নিকট ১০ দিনের ছুটির দরখাস্ত পাঠাইয়া দেন মর্মে তাহার পুত্র ও গৃহ শিক্ষককে অত্র মামলায় পরীক্ষা করেন নাই। প্রদর্শন-১১ হইতে প্রতীয়মান হয় তিনি ১১-৪-৯৪ইং তারিখে ১০ দিনের ছুটির প্রার্থনা করিয়া ১নং প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন করেন এবং তাহাতে উল্লেখ করেন ১০-৪-৯৪ইং তারিখ রাত্রি হইতে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন তিনি ১১-৪-৯৪ তারিখে অসুস্থ হইয়া পড়েন। প্রার্থী তাহার মূল আবেদনপত্রে উল্লেখ করেন যে তিনি ১১-৪-৯৪ তারিখে অসুস্থ হইয়া পড়েন। প্রদর্শন-৫ হইল প্রার্থীর ১৩-৪-৯৪ইং তারিখের ১০ দিনের ছুটির আবেদনের ফটোকপি। তিনি ১১-৪-৯৪ হইতে ২০-৪-৯৪ পর্যন্ত অসুস্থতার কারণে ১০ দিনের ছুটির প্রার্থনা করেন। প্রদর্শন -৬ হইল ডাঃ মোঃ শাহজাদ হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত ১১-৪-৯৪ইং তারিখের সার্টিফিকেটের ফটোকপি। উক্ত সার্টিফিকেট উল্লেখ করা হয় যে প্রার্থী মোঃ আজাহার আলী ১০-৪-৯৪ইং তারিখ হইতে তাহার চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রার্থীর বর্ননা অনুযায়ী দেখা যায় তিনি ১১-৪-৯৪ তারিখ হইতে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকেন। এখন প্রশ্ন উঠে ডাক্তার কি করিয়া প্রার্থীকে ১০-৪-৯৪ তারিখ হইতে চিকিৎসা করিলেন, সেখানে স্বীকৃত মতে প্রার্থী ১০-৪-৯৫ তারিখে তাহার অফিসের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। প্রদর্শন-৩ হইল প্রার্থীর কারন দর্শানো নোটিশের জবাবের ফটোকপি। উক্ত জবাবে (প্রদঃ-৩) তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি ১১-৪-৯৪ইং তারিখ হইতে গ্যাষ্ট্রিকের কারনে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসাধীন থাকেন। প্রার্থীর বর্ণনা মতে তিনি ১১-৪-৯৪ইং তারিখ হইতে অসুস্থ হন, সুতরাং ডাক্তার তাহাকে ১০-৪-৯৪ তারিখ হইতে কেন চিকিৎসা করিবেন তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রার্থী পক্ষে প্রদান করা হয় নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রার্থীকে কেন্নাবন্দ হইতে বদলী করা হয় এবং তাহাকে ১০-৪-৯৪ তারিখে কৈমারী কেন্দ্রে যোগদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। উপরের আলোচনা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী বদলী এড়াইবার জন্য ইং ১১-৪-৯৪ তারিখ হইতে অসুস্থতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে বলেন তিনি ২১-৪-৯৪ তারিখে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ কেন্নাবন্দ তামাক ক্রয় কেন্দ্রে যোগদান করেন। প্রতিপক্ষের এই বিষয়ে অস্বীকার করা হয় এবং বলা হয় তিনি ঐ সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, যেখানে প্রার্থীকে ইং ১০-৪-৯৪ তারিখে কৈমারী কেন্দ্রে বদলী করা হইয়াছে, তিনি কেন ২১-৪-৯৪ তারিখে কেন্নাবন্দে যোগদান করিতে আসিবেন। অত্র মামলার সাক্ষ্যাদি ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে যথেষ্ট সারমর্ম আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু প্রতিপক্ষের ইং ২০-৪-৯৪ তারিখের এবিএফএল/টিপিসি/প্রশাঃ-রং/৯৩-৯৪/৬০৭ নং পত্র (প্রদঃ-গ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থীর প্রেরিত দুইখানা আবেদন পত্র মুলে প্রার্থীকে ৩ (তিন) দিনের ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তাহাকে কৈমারী তামাক ক্রয় কেন্দ্রে মতিহার/৯৪ ফরিদের জন্য পারচেজার হিসাবে নির্বাচন করা হইয়াছে এবং কৈমারীতে পোষ্টিং দেওয়া হইয়াছে মর্মে জানাইয়া দুই দিনের

মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রদর্শন-গ (১) হইল ডাক রশিদ। উক্ত ডাক রশিদ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০-৪-৯৪ তারিখের ৬০৭ নং পত্র (প্রদঃ-গ) খানা তাহার নিকট ২০-৪-৯৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়। সুতরাং প্রার্থীর বর্ণনা মতে তিনি কেন ২১-৪-৯৪ তারিখে কেয়াবন্দে কাজ করিতে যাইবেন। প্রার্থী বলেন যে তাহাকে ইং ২৩-৪-৯৪ তারিখে ১নং প্রতিপক্ষ বলেন যে তাহার চাকুরী নাই। প্রার্থী এবং প্রতিপক্ষের বর্ণনা মতে তাহাকে ইং ১৬-৫-৯৪ তারিখ হইতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। সুতরাং ১নং প্রতিপক্ষ কেন ইং ২৩-৪-৯৪ তারিখে প্রার্থীর চাকুরী নাই মর্মে বলিবেন। এই সকল বিষয় হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী ইং ৫-৪-৯৪ তারিখের আদেশ মোতাবেক কৈমারী ক্রয় কেন্দ্রে যোগদান না করিয়া তিনি চাকুরী অনুপস্থিত ছিলেন প্রদর্শন-২ ও প্রদর্শন-ঘ হইল প্রার্থীকে কারন দর্শাইবার নোটিশ। প্রদর্শন-২ ও ঘ হইতে প্রতীয়মান হয় আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিমিটেড, রংপুরের পক্ষে পরিচালক শেখ আকিল উদ্দিন প্রার্থী ইং ১১-৪-৯৪ তারিখ থেকে অননুমোদিত অনুপস্থিত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহা নোটিশ প্রাপ্তির ৪ (চার) দিনের মধ্যে সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব শফিউর রহমানের নিকট কারন দর্শাইতে বলেন। প্রদর্শন-৩ ও ৫ হইল প্রার্থীর কারন দর্শাইবার নোটিশের জবাব। উক্ত জবাবে প্রার্থী উল্লেখ করেন যে তিনি ইং ১১-৪-৯৪ অসুস্থ হইয়া পড়ায় ১০ দিনের ছুটির প্রার্থনা করেন এবং ছুটি শেষে তিনি ডাক্তারের ফিটনেশ সার্টিফিকেটসহ ইং ২১-৪-৯৪ তারিখে কাজে যোগদান করিতে যান। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রার্থীকে কেল্লাবন্দ হইতে কৈমারীতে বদলী করা হইয়াছিল। এখানেও ঐ একই প্রশ্ন যে, কেন তিনি কৈমারী না গিয়া কেল্লাবন্দ তামাক ক্রয় কেন্দ্রে যোগদান করিতে গেলেন। প্রদর্শন-১ হইল প্রার্থীর বরখাস্ত আদেশ। উক্ত বরখাস্ত আদেশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থীর ইং ১১-৪-৯৪ তারিখ হইতে কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নহে এবং তাহার অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। এখানে দেখা যাইতেছে প্রার্থীর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারন সন্তোষজনক নহে এবং প্রার্থীর অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে তাহাকে কারন দর্শাইবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহার কারন বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। এখানে প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন তদন্ত না হইলেও প্রার্থীর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছিল এবং অনুপস্থিতির কারন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। সুতরাং প্রার্থীকে মিছামিছি চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে মর্মে ধরিয়া লওয়ার কোন অবকাশ নাই।

প্রার্থী সহকারী ব্যবস্থাপক, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ, কেল্লাবন্দ তামাক ক্রয় কেন্দ্র ও আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ পক্ষে ব্যবস্থাপক, তামাক ক্রয় কেন্দ্র, কেল্লাবন্দ রংপুরের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ তাহাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, ২নং প্রতিপক্ষ আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত একটি বিড়ি ফ্যাক্টরী এবং ইহার প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যালয় ঢাকা দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত এবং ইহার প্রধান কারখানা যশোর নাভারুনে অবস্থিত। প্রতিপক্ষ আরও উল্লেখ

করা হয় যে কেল্লাবন্দ অন্যান্য জেলায় অবস্থিত ক্রয় কেন্দ্রের মত একটি কেন্দ্র এবং প্রার্থী-সহ অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগকারী কর্মকর্তা হইতেছেন আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ ঢাকা। প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ একটি কোম্পানী কি না বা তাহার পরিচালনা বোর্ড আছে কিনা তাহা তাহার জানা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রার্থী প্রতিপক্ষের বক্তব্য অস্বীকার করেন নাই। আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ একটি কোম্পানী এবং কেল্লাবন্দের মত তাহার অনেক তামাক ক্রয় কেন্দ্র আছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি একজন পরিচালক শেখ আফিল উদ্দিন প্রার্থীকে তাহার অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য কারন দর্শানো নোটিশ জারী করেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর অনুপস্থিতির কারনে যদি কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে পরিচালক শেখ আফিল উদ্দিন প্রার্থীকে কারন দর্শানো নোটিশ জারী করিতেন না। ইহাতে প্রতীয়মান হয় কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। প্রতিপক্ষ তাহাদের জবাবে উল্লেখ করেন যে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর প্রধান কার্যালয় আকিজ চেম্বার, ৭৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা অত্র মামলার আবশ্যকীয় পক্ষ বটে। উপরের আলোচনা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন সেই প্রতি-পক্ষের বিরুদ্ধে কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা কার্যকর হইবে না। প্রতিপক্ষের উর্ধতন পরিচালনা মণ্ডলী আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সুতরাং অত্র মামলা পক্ষ দোষে দুষ্ট।

প্রার্থী তাহার আরজীতে বলেন যে, ১নং প্রতিপক্ষ অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্বাহ্নে না জানাইয়া কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ধারা অনুসরণ না করিয়া, নোটিশ বেতন, ক্ষতিপূরণ, গ্র্যাচুয়িটি, অর্জিত ছুটি, উৎসব ছুটি, অসুস্থতার ছুটি, ইত্যাদির বেতন প্রদান না করিয়া, এপ্রিল-৯৪ মাসের ও মে মাসের ১৬ দিনের বেতন প্রদান না করিয়া বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও বোনাস প্রদান না করিয়া, ঈদুল আজহার কয়েকদিন পূর্বে অমানবিক ও বেআইনীভাবে দরখাস্তকারীকে তাহার স্থায়ী চাকুরী হইতে গত ১৬-৫-৯৪ ইং তারিখের পত্রে বরখাস্ত করা হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রার্থীকে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর পক্ষে একজন পরিচালক তাহার অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য কারন দর্শাইবার নির্দেশ দেন এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। সুতরাং ১নং প্রতিপক্ষ আক্রোশে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন মর্মে গণ্য করা যায় না। প্রার্থী আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী থাকায় ১নং প্রতিপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে এই ধরনের কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় প্রার্থীকে প্রতিপক্ষ আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর পক্ষে

তাহার অনুপস্থিতির কারনে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। আমরা পূর্বে আরও দেখিয়াছি যে প্রার্থী যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেন নাই। সুতরাং প্রার্থীর প্রার্থনা মোতাবেক কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা অকার্যকর হইবে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৭-৫-৯৪ তারিখে কারন দর্শাইবার নোটিশ জারী করা হয় এবং প্রার্থীকে কেল্লাবন্দ হইতে কৈমারী তামাক ক্রয় কেন্দ্রে বদলী করা হয়। প্রার্থী ইং ১১-৪-৯৪ হইতে ২০-৪-৯৪ তারিখ পর্যন্ত ছুটির আবেদন করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠে তিনি ২১-৪-৯৪ হইতে ৬-৫-৯৪ তারিখ পর্যন্ত আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর কোন তামাক ক্রয় কেন্দ্রে চাকুরী করিয়াছিলেন। প্রার্থী এমন কোন কথা বলেন নাই যে, তিনি উক্ত সময়ে কৈমারী তামাক ক্রয় কেন্দ্রে চাকুরী করিয়াছেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থী ইং ২১-৪-৯৪ হইতে ৬-৫-৯৪ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিয়া চাকুরীতে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাই তাহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র অভিযোগ মামলা দোতরফা বিচারে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, আপীল মামলা নং-৪২/৯৪

১। সভাপতি, কাজিরহাট-নতিবপুর ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন,
ডাকঘর-কালিকাবাড়ী, থানা-বেড়া, জেলা-পাবনা।

২। সাধারন সম্পাদক, কাজিরহাট-নতিবপর ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন,
ডাকঘর-কালিকাবাড়ী, থানা-বেড়া, জেল -পাবনা---আপীলান্ট।

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী---রেসপনডেন্ট।

আদেশ নং-২৮, তারিখ-১০-৯-৯৬

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানী ও পক্ষভুক্তির আবেদন শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

প্রতিপক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি মামলায় 'দরখাস্তে' বর্ণিত হেতুবাদমূলে সময়ের আবেদন করিয়াছেন। পক্ষভুক্তির পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

বাদী পক্ষগণ নিজেরা বা আইনজীবির মাধ্যমেও কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

আপীলকারী পক্ষকে বারবার ডাকিয়া অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব আদেশ হইল যে, অত্র আপীল মামলা তদবীর অভাবে খারিজ হয়।

প্রতিপক্ষদ্বয়ের আবেদনের জন্য কোন আদেশের দরকার নাই বিধায় আবেদনদ্বয় নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব খন্দকার আবুল হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব আঃ সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

সোমবার, ২রা সেপ্টেম্বর/৯৬

অভিযোগ মামলা নং ২০/১৯৯৪

মো: মোজাম্মেল হক, কয়েলদার বরখাস্ত, সাং আরাজি নিয়ামত,
পো: গংগাচড়া, থানা গংগাচড়া, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী (প্রার্থী)।

বনাম

সহকারী ব্যবস্থাপক, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ, তামাক ক্রয় কেন্দ্র,
কেল্লাবন্দ, পো: উপশহর, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব এ,কে, মো: শামসুল আবেদীন, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব মো: আনিসুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার মামলা।

প্রার্থী মো: মোজাম্মেল হকের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ১০-৩-৯৩ ইং তারিখে ১নং প্রতিপক্ষের মৌখিক আদেশে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর বড়ভিটা শাখায় সর্বসাকুল্য ১,৬০০ টাকা মাসিক বেতনে কয়েলদার পদে চাকরীতে যোগদান করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকেন। ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ঐ ফ্যাক্টরীর কৈমারী, উত্তম, বাউড়া ও টেংরামারী কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে বদলী করেন। ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর চাকরী স্থায়ী করিয়া তাহার মাসিক বেতন ২,০০০ টাকা ধার্য করেন। ১নং প্রতিপক্ষ হঠাৎ ২৩-৬-৯৪ ইং তারিখে প্রার্থীর কর্মস্থল টেংরামারী কেন্দ্রে যান এবং প্রার্থীকে রংপুর অফিসে আসিবার নির্দেশ দেন এবং প্রার্থী যথারীতি ২৪-৬-৯৪ ইং তারিখে রংপুরে আসেন এবং প্রতিপক্ষের সহিত দেখা করেন এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে লইয়া টালবাহানা শুরু করেন। ১নং প্রতিপক্ষ হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত কারণে প্রার্থীকে ডাকিয়া বলেন যে, তাহার চাকুরী নাই। এই বিষয়ে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে পূর্বে কোনরূপ আদেশ বা নিষেধ করেন নাই। প্রার্থী বিস্তারিত অবহিত হইবার জন্য ১নং প্রতিপক্ষের নিকট আবেদন করিলে ১নং প্রতিপক্ষ হ্যাঁ বা না কিছুই না বলিলে প্রার্থী ১নং প্রতিপক্ষের বরাবর ৭-৯-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত এডযোগে আবেদন করেন। যাহা ১নং প্রতিপক্ষ ১১-৯-৯৪ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রার্থী উত্তম কেয়াবন্দ তামাক কর্মচারী ইউনিয়নের একজন সক্রিয় সদস্য বটে। ১নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ইউনিয়নের সদস্য পদ হইতে পদত্যাগের জন্য ধমক ও হুমকি প্রদান করিয়া বলেন যে, ইউনিয়ন হইতে পদত্যাগ না করিলে তাহাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে। ১নং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন তৎপরতা বন্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন কূট কৌশল ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়া ইউনিয়নের সভাপতি, সহঃসভাপতি, সহঃ সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং বহু সদস্যকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রংপুরের বাহিরে বদলী করেন এবং তিনি আরও বলেন যে,

যে সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সংগে জড়িত হইবে তাহাদেরকে চাকুরীচ্যুত করিয়া নতুন শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে। জনৈক মোঃ আজাহার আলী, সহকারী হিসাব রক্ষক ১৬-৫-৯৪ ইং তারিখে বরখাস্ত করিলে তিনি অভিযোগ ১২/৯৪নং মামলা দায়ের করেন। ১নং প্রতিপক্ষের লেলাইয়া দেওয়া লোকজনের আক্রমণে জহুরা খাতুন নামে জনৈকা মহিলা শ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তিনি জি,আর,৫৬১/৯৪নং মামলা দায়ের করেন। ১নং প্রতিপক্ষ অদ্য উদ্দেশ্যে পূর্বে না জানাইয়া বা কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ধারা অনুসরণ না করিয়া নোটিশ, বেতন, ক্ষতিপূরণ, গ্র্যাচুয়িটি, অর্জিত ছুটি, উৎসব ছুটি ও অসুস্থতার ছুটি ইত্যাদির বেতন প্রদান না করিয়া ২৭-৮-৯৪ ইং তারিখে প্রার্থীকে মৌখিক বরখাস্ত করেন। প্রার্থী ২৭-৮-৯৪ ইং তারিখের বরখাস্তের কথা জানিতে পারিয়া ২৪-৯-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন। ১নং প্রতিপক্ষ উক্ত গ্রিভান্স পিটিশন গ্রহণ না করিয়া কোন জবাব প্রদান করেন। তাই প্রার্থী বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া প্রার্থীর আবেদনে বর্ণিত সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একখানি লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বলেন যে, প্রার্থীর অত্র মামলা করিবার কোন অধিকার নাই, প্রার্থীর অত্র মামলা রক্ষনীয় নহে এবং প্রার্থীর অত্র মামলা তামাদি বারিত।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত একটি ফ্যাক্টরী এবং ইহার প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যালয় ঢাকা, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত এবং তাহার প্রধান কারখানা যশোর জেলার নাভারনে অবস্থিত। রংপুর কেন্দ্রাবন্দসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তামাক ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তামাক ক্রয় করা হয়। ঐ সকল কেন্দ্র শ্রমিক নিয়োগ ও বেতনাদি প্রদান ঢাকার প্রধান কার্যালয় হইতে তত্ত্বাবধায়ন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঢাকা প্রধান কার্যালয় ব্যতীত অন্য কাহারও শ্রমিক নিয়োগ করার ক্ষমতা নাই। প্রার্থীর কথিত মতে প্রতিপক্ষ তাহাকে নিয়োগ করেন নাই বা চাকুরী হইতে মৌখিক নির্দেশে বরখাস্ত করেন নাই প্রার্থী আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরীর কোন স্থায়ী শ্রমিক নহেন। তিনি অস্থায়ী ও ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে কাজ করিতেন। ২৪-৬-৯৪ইং তারিখে তিনি কাজ করেন নাই। তিনি কোন গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন নাই। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ এর ২৫ ধারা মতে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল না করায় অত্র মামলা রক্ষণীয় নহে। প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন এবং তাহার মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

১। এখন দেখা যাক, প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনঃবহালের আদেশ পাইতে পারেন কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র মামলায় কোন পক্ষ সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। প্রার্থী পক্ষে কিছু কাগজপত্র দাখিল করিলে তাহা স্বীকৃতমতে প্রার্থী পক্ষে প্রদর্শন ১, ৩, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ হিসাবে সাক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিপক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই।

প্রার্থী মোঃ মোজাম্মেল হকের মামলার বিষয় এই যে, তিনি প্রতিপক্ষের আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর একজন স্থায়ী কয়েলদার এবং তিনি কেন্দ্রাবন্দ কেন্দ্রে থাকাকালীন প্রতিপক্ষ

তাহাকে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেন এবং তিনি ২৭-৮-৯৪ ইং তারিখের বরখাস্তের কথা জানিয়া ২৪-৯-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ ঐ গ্রিভান্স দরখাস্তের কোন উত্তর না দেওয়ায় তিনি অত্র মামলা দায়ের করেন। প্রতিপক্ষে বলা হয় যে প্রার্থী আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর কোন স্থায়ী কর্মচারী নহেন। তিনি অস্থায়ী ও ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে কাজ করিতেন এবং তিনি ২৪-৬-৯৪ তারিখ হইতে কোন কাজ করেন নাই। প্রার্থীর বর্ণনা মতে তিনি ২৭-৮-৯৪ তারিখে মৌখিক বরখাস্তের পর ২৪-৯-৯৪ ইং তারিখে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল না করায় তাহার এই মামলা রক্ষণীয় নহে।

প্রদর্শন-৮ হইল আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ, কেল্লাবন্দ রংপুর তামাক ক্রয় কেন্দ্রের সহকারী ব্যবস্থাপকের ৫-৮-৯৩ ইং তারিখের একটি অফিস নির্দেশ এর ফটোকপি। উক্ত অফিস নির্দেশ (প্রদঃ-৮) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদিগকে ১৯৯৩ মৌসুমের তামাক খরিদের জন্য আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ তামাক ক্রয় উপকেন্দ্র, কৈমারীতে পোষ্টিং দেওয়া হয়। উক্ত অফিস নির্দেশ (প্রদর্শন-৮) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থী মোজাম্মেল হক, কয়েলদারকেও উক্ত অফিস নির্দেশ মতে কৈমারীতে পোষ্টিং দেওয়া হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থী মোজাম্মেল হক আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর একজন কর্মচারী।

স্বীকৃত মতে প্রার্থীকে ২৭-৮-৯৪ ইং তারিখে চাকুরী হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রার্থীর অভিযোগ এই যে, প্রতিপক্ষ তাহাকে বরখাস্ত করিয়াছেন এবং বরখাস্তের পূর্বে তিনি তাহাকে কোন কৈফিয়ত তলব করেন নাই বা তাহাকে কোন শুনানীর সুযোগ না দিয়া বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষে বলা হয় যে প্রতিপক্ষের কোন আদেশ বলে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় নাই এবং তাকার প্রধান কার্যালয় হইতে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রতিপক্ষে আরও অভিযোগ করা হয় যে বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল না করায় প্রার্থীর মামলা রক্ষণীয় নহে।

প্রদর্শন-১ হইল প্রার্থী মোঃ মোজাম্মেল হকের ৭-৯-৯৪ ইং তারিখের একখানি দরখাস্তের ফটোকপি। উক্ত দরখাস্তে তিনি প্রতিপক্ষের নিকট বিভিন্ন সময়ে তাহাকে হয়রানী করিয়া দেখা করিবার নির্দেশ প্রদানের কথা বলিয়াছেন এবং ২৭-৮-৯৪ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ তাহাকে বলিয়াছেন যে, তাহার চাকুরী নাই। ৭-৯-৯৪ তারিখের পত্র (প্রদঃ-১) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থী জানিতে পারেন যে, ২৭-৮-৯৪ তারিখ হইতে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রদর্শন-৪ হইল গ্রিভান্স পিটিশনের কপি। প্রদর্শন-৪ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থী ২৪-৯-৯৪ ইং তারিখে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ এর ২৫ কার্যধারার বিধানমতে কোন চাকুরীকে চ্যুত শ্রমিককে অনুযোগের করেন উদ্ভব হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে তাহার মালিকের নিকট অনুযোগ পেশ করিতে হইবে এবং মালিক পক্ষ অনুযোগ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিষয়টি অনুসন্ধান করিবেন, সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে শুনানীর সুযোগ দিবেন এবং লিখিতভাবে তাহার সিদ্ধান্ত শ্রমিককে জানাইবেন। অত্র মামলার ক্ষেত্রে ২৪-৮-৯৪ইং তারিখে অনুযোগের কারণ উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু প্রার্থী ২৪-৯-৯৪ তারিখে গ্রিভান্স পিটিশন (অনুযোগ) ডাকযোগে দাখিল করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে কোন অনুযোগ দাখিল করেন নাই। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ এর ২৫(খ) ধারায় বলা হইয়াছে যদি মালিক (ক) অনুচ্ছেদের অধীনে সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হন বা যদি শ্রমিক ঐরূপ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন তবে ইতিমধ্যে অনুযোগটি অন্য কোন-

ভাবে আদালত কর্তৃক গৃহীত না হইয়া থাকিলে বা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক শ্রম বিরোধ হিসাবে আদালত বিচারাধীন না হইয়া থাকিলে, (ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক শেষ তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে অথবা মালিক কর্তৃক সিদ্ধান্ত দেওয়ার দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে শ্রমিক এখতিয়ারসম্পন্ন শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন। অত্র মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায় মালিক পক্ষ ১৫ দিনের ভিতর কোন সিদ্ধান্ত না দেওয়ার ফলে বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে প্রার্থী অত্র মামলা দায়ের করেন নাই। নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তিনি ২৭-১০-৯৪ তারিখে অত্র মামলা দায়ের করেন। সুতরাং মামলাটি তামাদি বারিত হইতেছে। তাই প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। আমরা তর্কের খাতিরে যদি ৭-৯-৯৪ তারিখের পত্র (প্র:-১)কে অনুযোগ হিসাবে গ্রহণ করি তাহা হইলেও যে সময়ের মধ্যে প্রার্থীর মামলা দায়ের করার কথা তাহাও করেন নাই। সুতরাং এইদিক বিবেচনা করিলেও দেখা যায় মামলাটি তামাদি বারিত হইতেছে।

প্রার্থী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রার্থীকে অবৈধভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করায় তিনি অন্ততঃ চাকুরীর অবসান সুবিধাদি পাইতে পারেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রার্থী যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র মামলা না করায় প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। তিনি বলেন যে, কেল্লাবন্দ আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর একটি তামাক ক্রয় কেন্দ্র এবং প্রতিপক্ষ তাহা দেখাশুনা করেন। প্রতিপক্ষ কোন শ্রমিককে নিয়োগ করেন না বা তিনি কাহাকেও চাকুরী হইতে কর্মচ্যুত করেন নাই। সুতরাং শুধু তাহার বিরুদ্ধে মামলা করায় এবং প্রধান কার্যালয় তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ায় তাহাকে পক্ষ না করায় অত্র মামলা চলিতে পারে না। তিনি প্রদর্শন-৮ এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর প্রধান কার্যালয় হইল আকিজ চেম্বার, ৭৩ দিলকুশা বা/এ ঢাকা। সুতরাং প্রার্থীর অত্র মামলা শুধু সহকারী ব্যবস্থাপক, আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ রংপুর এর বিরুদ্ধে করিলে যথেষ্ট হইবে না। এই অবস্থায় যদি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন আদেশ দেওয়া হয় তাহা অকার্যকর হইবে, কারন আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ এর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও পরিচালকদের পক্ষ করা হয় নাই।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রার্থী অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র অভিযোগ মামলা দোতরফা বিচারে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

উপস্থিত : সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব আঃ লতিফ খান চৌধুরী, মালিক পক্ষ।
২। জনাব আঃ সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

বুধবার, ৩রা জুলাই/১৯৯৬

অভিযোগ কেস নং ১/১৯৯৪

মোঃ হায়দার আলী, পিতা মোঃ লুৎফর রহমান,
প্রযত্নে রংপুর জেলা হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন,
শহীদ জরেজ মার্কেট, রংপুর, শ্রমিক, মালদহ ন্যাশন্যাল মিষ্টিমুখ ও হোটেল—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ জাকির আনোয়ার, পিতা মোঃ আবু সাইদ চৌধুরী, মালিক, মালদহ ন্যাশন্যাল মিষ্টিমুখ ও হোটেল, নবাবগঞ্জ বাজার, রংপুর শহর, রংপুর।

২। মোঃ নাসির আনোয়ার (কাবির), পিতা মোঃ আবু সাইদ চৌধুরী, সাবেক মালিক, মালদহ ন্যাশনাল মিষ্টিমুখ ও হোটেল, প্রযত্নে বর্তমান মালিক, মালদহ ন্যাশন্যাল মিষ্টিমুখ ও হোটেল নবাবগঞ্জ বাজার, রংপুর শহর, রংপুর—প্রতিপক্ষগণ।

১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বণিক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব আনিসুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ও ২৫(১) ধারা তৎসহ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার মামলা।

প্রার্থী মোঃ হায়দার আলীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষের মালিকানাধীন মালদহ ন্যাশনাল মিষ্টিমুখ, পরবর্তীকালে মালদহ ন্যাশন্যাল মিষ্টিমুখ ও হোটেলে ১৯৮৫ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে মাসিক ২০০ টাকা বেতন ও ৩ বেলা খাওয়াসহ সহকারী পদে চাকুরীতে যোগদান করিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। পরবর্তীকালে তাহার বেতন মাসিক ৩৯০ টাকা হয় এবং পরিবেশনকারী পদে পদোন্নতি পাওয়ায় তাহার বেতন সর্বসাকুল্যে ৬০০ টাকা ধার্য হয়। প্রার্থী একজন স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে চাকুরীকালীন সময়ে আহার ও বিশ্রামের বিরতি ছাড়াই দৈনিক ১১/১২ ঘন্টা করিয়া কাজ করিতেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ অতিরিক্ত কাজের জন্য তাহাকে কোন মজুরী প্রদান করিতেন না। শ্রমিক/কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ সংরক্ষিত অধিকার দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনে বর্ণিত সুবিধাদি বারবার আলোচনার মাধ্যমে উত্থাপন করিয়াও কোন ফল হয় নাই। তাই কতিপয় শ্রমিক শ্রম আদালতে আই, আর, ও, ৬৬/৮৯ নং মামলা আনয়ন করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হন। ২নং প্রতিপক্ষ উক্ত রায়ের নির্দেশ না মানিয়া শ্রমিক/কর্মচারীদের বঞ্চিত করিবার অভিলাষে হোটেলের দায়িত্ব-ভার ১নং প্রতিপক্ষের উপর অর্পণ করেন। ১নং প্রতিপক্ষ আদালতের রায়ের বিষয়ে জানিয়াও

তাহা প্রতিপালন করে নাই এবং প্রার্থীকে কোন সুবিধা দেন নাই। তাহা ছাড়া তিনি সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী রোয়েদাদ উপেক্ষা করিয়া কতিপয় শ্রমিককে নিজ খেয়াল খুশীমত বেতন প্রদান করিয়া আসিতে থাকায় বিষয়টি শ্রম পরিদর্শককে জানাইলে তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করেন। উক্ত মামলা হইতে রেহাই পাইবার জন্য ১নং প্রতিপক্ষ কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতায় কিছু ভুয়া ও যোগসাজসী খাতাপত্র তৈরী করেন এবং শ্রমিকদের নিকট হইতে হুমকি ও বল প্রয়োগ করিয়া সহি করাইয়া লন। তাই প্রার্থী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রংপুর সদর থানার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ১-১১-৯৩ ইং তারিখে সি,আর, ৫৪০/৯৩ নং মামলা দায়ের করেন। তাহার ফলশ্রুতিতে ১নং প্রতিপক্ষ ৬-১২-৯৩ ইং তারিখে বেআইনীভাবে একখানা টার্মিনেশন পত্র প্রদান করিয়া প্রার্থীকে ৭-১২-৯৩ ইং তারিখ হইতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ১৯৯৩ সনের নভেম্বর মাসের বেতন প্রদান করেন নাই। হোটেলটি ৫-৪-৯২ ইং তারিখে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভস্মিভূত হইলে ১নং প্রতিপক্ষ ২নং প্রতিপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিয়া প্রার্থীসহ হোটেলের অন্যান্য কর্মচারীদের লইয়া হোটেলটি পুনরায় চালু করেন। ঐ সময় কথা থাকে যে হোটেলটির পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিলে সকল শ্রমিকের পূর্বের বকেয়া পরিশোধ করিবেন। প্রার্থী ট্রেড ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী। হোটেলটি নূতনভাবে চালু হইবার পরও শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ না করায় এবং প্রার্থী ট্রেড ইউনিয়ন করিতেন বিধায় ১নং প্রতিপক্ষকে তাহার ও অন্যান্য শ্রমিকদের বকেয়া বেতন প্রদানের চাপ দেন। তাই ১নং প্রতিপক্ষ অন্যায়ভাবে মিথ্যা কাহিনীর অবতারনা করিয়া প্রার্থীকে টার্মিনেশন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। প্রার্থী ১৪-১২-৯৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে গ্রিভান্স প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। ১নং প্রতিপক্ষ দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ২৬-১২-৯৩ ইং তারিখে প্রার্থীকে একখানা পত্র প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল বা আইনসংগত সুবিধাদি প্রদানের কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

১ ও ২নং প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া যৌথভাবে একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং অভিযোগ করেন যে প্রার্থীর অত্র মামলা করিবার কোন অধিকার নাই এবং তাহার অত্র মামলা অত্রাকারে ও প্রকারে অচল।

প্রতিপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, হোটেলটি ৫-৪-৯২ ইং তারিখে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হইয়া যায় এবং রাত্রি ৮টা হইতে ২টা পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের তাণ্ডব চলে আগুন আয়ত্বে আনার জন্য সৈয়দপুর নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার দমকল বাহিনীর সহযোগিতায় আগুন আয়ত্বে আনা হয়। গত ৬-৪-৯২ ইং তারিখে সদাসয় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রীসহ অন্যান্য নেতৃবর্গ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ২ লক্ষ টাকা ও ৬০ বাণ্ডিল টিন প্রদানের কথা ঘোষনা করেন। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় বৎসারাধিককাল হোটেলটি বন্ধ থাকে এবং পরবর্তীতে ১নং প্রতিপক্ষ হোটেলটির মালিকানা প্রাপ্ত হইয়া হোটেলটি পুনঃ নির্মাণ করেন এবং ১-৪-৯৩ ইং তারিখ হইতে চালু করেন। উক্ত তারিখ হইতে প্রার্থীকে পরিবেশনকারী পদে ক্যাজুয়াল/অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। তাহার পূর্বে প্রার্থী কখনও অত্র হোটেলে চাকুরী করেন নাই। প্রয়োজন না থাকায় প্রার্থীকে ৬-১২-৯৩ ইং তারিখে টার্মিনেশন করা হয় এবং আইনসংগত পাওনাদি লইবার জন্য বলা হয়। প্রার্থী সেই মোতাবেক হোটেলে না আসায় প্রতিপক্ষ ২৬-১২-৯৩ তারিখে প্রার্থীর সকল পাওনাদি দেওয়ার জন্য প্রার্থীকে একখানা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে চিঠি দেন। প্রার্থীর মিথ্যা উক্তিতে স্থানীয় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) কর্তৃক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট খারিজ করিয়া দেন। প্রার্থী অপরের কুপরামর্শে এবং লোভের বশবর্তী হইয়া মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। তাই অত্র মামলায় প্রার্থী কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন এবং মামলটি খরচাসহ খারিজ হইবে।

এখন দেখা যাক, প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক চাকুরীতে পুনর্বহাল বা টার্মিনেশন বেনিফিট পাইতে পারেন কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় পক্ষের স্বীকৃত মতে প্রতিপক্ষের, "মালসহ ন্যাশনাল মিষ্টিমুখ ও হোটেল" রংপুর শহরের নবাবগঞ্জ বাজারে বহুদিন হইতে একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এবং প্রার্থী মোঃ হায়দার আলী ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী ছিলেন। প্রার্থী মোঃ হায়দার আলী তাহার জবান বন্দীতে বলেন তিনি ১৯৮৫ ইং সাল হইতে প্রতিপক্ষের হোটেলে চাকুরী করিতেন এবং প্রতিপক্ষ ৬-১২-৯৩ ইং তারিখে তাহাকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করেন। অপর পক্ষে, প্রতিপক্ষে অভিযোগ করা হয় যে হোটেলটি ৫-৪-৯২ ইং তারিখে পুড়িয়া যায় এবং তাহার ১ বৎসর পরে প্রতিপক্ষ হোটেলটি চালু করেন এবং প্রার্থী ১-৪-৯৩ তারিখ হইতে প্রতিপক্ষের হোটেলে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করিয়া চাকুরী করিতে থাকেন এবং প্রার্থীকে আর প্রয়োজন না হওয়ায় ৬-১২-৯৩ইং তারিখে তাহাকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। প্রার্থীকে তাহার আইনসংগত পাওনাদি লইবার জন্য বলা সত্ত্বেও তিনি তাহা লইতে আসেন নাই। তাই প্রতিপক্ষ ২৬-১২-৯৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে তাহার (প্রার্থীর) পাওনা গ্রহণ করিবার জন্য চিঠি প্রদান করেন। এখন দেখা যাক প্রার্থী কোন সময় হইতে প্রতিপক্ষের হোটেলে কর্মরত ছিলেন। প্রার্থী মোঃ হায়দার আলী তাহার জবান বন্দীতে বলেন যে প্রতিপক্ষ প্রতিদিন শ্রমিকদের ১১/১২ ঘন্টা করিয়া কাজ করাইয়াও বাড়তি সময়ের জন্য কোন বেতন দিতেন না এবং তাই শ্রমিকগণ বাড়তি মজুরী দাবী করিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আই, আর, ও, ৬৬/৮৯ নং মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত মামলা তাহাদের পক্ষে মঞ্জুর হয়। প্রতিপক্ষ আই, আর, ও, ৬৬/৮৯ নং মামলার বিষয় অস্বীকার করেন নাই। প্রার্থী তাহার জেরায় বলেন যে, আই, আর, ও, ৬৬/৮৯ নং মামলা ২নং প্রতিপক্ষ মোঃ নাসির আলোয়ার এর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় এবং ঐ মামলায় ২৪ জন বাদী আছেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে ঐ আই, আর, ও ৬৬/৮৯ নং মামলার আরজীতে বাদী হিসাবে তাহার নাম নাই। প্রদর্শন-৩ হইল আই, আর, ও, ৬৬/৮৯ নং মামলার রায়ের নকল। প্রদর্শন-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ২৪ জন প্রার্থী ২নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং ঐ মামলায় প্রার্থী হায়দার আলী কোন পক্ষই ছিলেন না তাই প্রশ্ন জাগে যেখানে প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী মামলা দায়ের করেন, সেখানে প্রার্থী কেন তাহাদের সহিত মামলা দাখিল করেন নাই। তিনি প্রতিপক্ষের কর্মচারী হইয়া কেন অন্যান্য কর্মচারীর সহিত মামলায় শরীক হন নাই তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রার্থীর পক্ষে দেওয়া হয় নাই। অতএব, আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে প্রার্থী ঐ সময় প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে কোন কর্মচারী ছিলেন না। সুতরাং প্রার্থী ১৯৮৯ সালে প্রতিপক্ষের কর্মচারী না থাকায় প্রতীয়মান হয় তিনি ১৯৮৫ সালে প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। অধিকন্তু প্রার্থী অন্য কোন কর্মচারীকে অত্র মামলায় পরীক্ষা করেন নাই। সুতরাং প্রার্থী ১৯৮৫ সাল হইতে প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে যে কর্মচারী ছিলেন তাহা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

প্রার্থী মোঃ হায়দার আলী তাহার জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে ৫-৪-৯২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের হোটেলটি আগুন পুড়িয়া যায় এবং তিনি বলেন তাহার এক সপ্তাহ পর প্রতিপক্ষ পুরানো কর্মচারীদের লইয়া বায়তুল সাইয়িদ সুপার মার্কেটে নুতন করিয়া হোটেলটি চালু করেন। প্রার্থী তাহার চাকুরী হইতে অপসারণ হইবার পর একটি গ্রিভান্স দরখাস্ত (প্রদর্শন-১) দাখিল করেন। প্রতিপক্ষগণ হোটেল পুড়িয়া যাওয়ার এক সপ্তাহ পর হোটেলটি চালু করিয়াছিলেন মর্মে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। প্রার্থী অপর কোন সাক্ষী পরীক্ষা করাইয়াও বিষয়টি প্রমাণ করেন নাই। বরং প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে হোটেল পুড়িয়া যাওয়ার পর এক

বৎসরের আগে ঐ জায়গাতে কোন দোকানই পুনরায় চালু করা সম্ভব হয় নাই এবং বর্তমান মালিক এক বৎসর পর (অগ্নিকাণ্ডের পর) সেখানে হোটেলটি চালু করেন। প্রার্থীর জবানবন্দী হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে হোটেলটি ৫-৪-৯২ তারিখে পুড়িয়া যাওয়ার এক বৎসর পর প্রতিপক্ষ হোটেলটি পুনরায় চালু করেন। প্রতিপক্ষ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন ১-৪-৯৩ ইং তারিখ হইতে প্রার্থী তাহাদের হোটেলে কর্মচারী হইয়া যোগদান করেন। প্রার্থীর জবানবন্দী এবং প্রতিপক্ষের বক্তব্য পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রার্থী ১-৪-৯৩ ইং তারিখ হইতে প্রতিপক্ষের হোটেলে চাকুরী শুরু করেন।

এখন দেখা যাক, প্রার্থী প্রতিপক্ষের হোটেলে একজন স্থায়ী না অস্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। প্রার্থী হায়দার আলী তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে প্রতিপক্ষের হোটেলে ৪৫ জন শ্রমিক দুই শিফ্‌টে কাজ করেন। অবশ্য প্রতিপক্ষ তাহা অস্বীকার করেন। তবে আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ২৪ জন শ্রমিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আই,আর,ও, ৬৬/৮৯ নং মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারি যে প্রতিপক্ষের হোটেলে অন্ততঃ ২৪ জন শ্রমিক ছিলেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের হোটেলটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত হোটেল হিসাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অত্র মামলায় কোন পক্ষই প্রার্থীর নিয়োগ পত্র সম্পর্কে কোন দালিলিক প্রমাণ দাখিল করেন নাই। প্রার্থী ১-৪-৯৩ তারিখ হইতে প্রতিপক্ষের হোটেলে চাকুরী শুরু করেন এবং প্রতিপক্ষের বর্ণনা মতে প্রার্থী ৬-১২-৯৩ তারিখ পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল ছিলেন। উপরের আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারীর অস্থায়ী হইবার কোন অবকাশ নাই। তাহা ছাড়া প্রার্থী ১-৪-৯৩ ইং তারিখ হইতে প্রতিপক্ষের বর্ণনা মতে যতদিন চাকুরী করিয়াছেন তাহা অস্থায়ী কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নহে। প্রতিপক্ষ ফরম-ক (প্রদর্শন-খ) দাখিল করিয়াছেন। উক্ত ফরম-ক হইতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থী প্রতিপক্ষের অধীনে ৯-১০-৯৩ ইং তারিখে কর্মচারী ছিলেন এবং প্রার্থীর সাথে আরও ১৮ জন কর্মচারী ছিলেন। এই ১৯ জন কর্মচারী যে অস্থায়ী সেই মর্মে ফরম-কতে কিছু লেখা নাই। অতএব, আমরা ধরিয়া লইতে পারি প্রার্থী অন্যান্য কর্মচারীদের মত প্রতিপক্ষের হোটেলে একজন স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। প্রদর্শন ঙ হইল প্রার্থীর টার্মিনেশন পত্র। প্রার্থী যে অস্থায়ী কর্মচারী ছিলেন সে মর্মে উক্ত টার্মিনেশন পত্রে কিছু লেখা নাই। আলোচ্য বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এবং মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রার্থী প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে একজন স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন।

প্রার্থী তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে তিনি ট্রেড ইউনিয়নের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং তিনি ও অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে মালিকের নিকট বিভিন্ন দাবী দাওয়া পেশ করিতেন বলিয়া মালিক পক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে টার্মিনেটকরেন। অপরপক্ষে, প্রতিপক্ষে বলা হয় প্রয়োজন না থাকার জন্য তাহাকে টার্মিনেট করা হইয়াছে। প্রার্থী যে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন সেই মর্মে প্রার্থী কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন নাই। প্রদর্শন-১ হইল প্রার্থীর থ্রিভান্স দরখাস্ত। ট্রেড ইউনিয়ন করিবার জন্য প্রার্থীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে মর্মে কোন কথা সেখানে উল্লেখ করেন নাই। ট্রেড ইউনিয়ন করার অভিযোগে প্রার্থীকে চাকুরী হইতে টার্মিনেশন করা হইয়াছে মর্মে থ্রিভান্স দরখাস্তে কোন কথার উল্লেখ না থাকায় তাহার এই বক্তব্য এখন বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ থ্রিভান্স পিটিশন হইল পরবর্তীকালে মামলা দায়েরের একটি ভিত্তি। সুতরাং উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে চাকুরী হইতে সরল অবসান করিয়াছেন।

আইনের বিধান অনুযায়ী প্রার্থী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে অবসানের সুযোগ সুবিধাদি পাইবার অধিকারী। প্রার্থী তাহার মূল দরখাস্ত উল্লেখ করেন যে ৩ বেলা খাওয়াসহ তাহার মাসিক বেতন ছিল ৬০০ টাকা। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর মাসিক বেতন কত ছিল সে মর্মে বর্ণনায় উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে প্রার্থীর মাসিক বেতন ছিল ৬০০ টাকা।

স্বীকৃত মতে অত্র মামলায় টার্মিনেশনের জন্য প্রার্থীকে কোন নোটিশ দেওয়া হয় নাই। প্রতিপক্ষ তাহাদের জবানবন্দীতে বলেন যে তাহারা প্রার্থীকে সব সময় অবসানের সুবিধাদি প্রদান করিতে রাজী আছেন এবং তাহাকে সুবিধাদি গ্রহণ করিবার জন্য চিঠি দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। সুতরাং প্রার্থী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে অবসানের সুবিধাদি পাইতে অধিকারী।

প্রার্থী অভিযোগ করেন যে প্রতিপক্ষ তাহার নভেম্বর, ১৯৯৩ মাসের বেতন পরিশোধ করেন নাই। প্রতিপক্ষ বিষয়টি অস্বীকার করেন। প্রার্থী মোঃ হায়দার আলী তাহার জবানবন্দীতে কোথাও উল্লেখ করেন নাই যে তাহার নভেম্বর, ১৯৯৩ মাসের বেতন প্রতিপক্ষের নিকট বাকী আছে। প্রার্থী তাহার আবেদন পত্রে বর্ণিত বিষয়াদি প্রমাণ করিতে বাধ্য। তিনি তাহার কথিত নভেম্বর, ১৯৯৩ মাসের বকেয়া বেতন সম্পর্কে কোন বক্তব্য না রাখার বিষয়টি প্রার্থীর প্রতিকূলে চলিয়া যায়।

অতএব তিনি কথিত ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসের বেতন পাইতে অধিকারী নহেন।

উপরের, আলোচনা ও অত্র মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে প্রার্থী অত্র মামলায় তাহার ১-৪-৯৩ ইং হইতে ৬-১২-৯৩ পর্যন্ত সময়ের কর্মকালের জন্য টার্মিনেশন সুবিধাদি পাইতে অধিকারী।

তাই বিচার্য বিষয়টি যথারীতি নিষ্পত্তি করা গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে অত্র মামলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর হয়। প্রার্থী ১-৪-৯৩ ইং হইতে ৬-১২-৯৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মকালের জন্য প্রতিপক্ষের নিকট হইতে টার্মিনেশন বেনিফিট পাইবেন। প্রতিপক্ষকে অত্র আদেশের কপি পাইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অবসানের সুবিধাদি প্রার্থীকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া গেল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI

PRESENT : Subdhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Anwarul Haque, for the Employer.
2. Mr. Rafiqul Islam. for the Labour.

Wednesday, the 14th day of August, 1996

Complaint Case No. 8 of 1993

Md. Azizul Islam alias Jangi.
S/O Md. Amirul Islam, Vill. Gouranga.
P.S. Boalia, Dist. Rajshahi—Petitioner.

Versus

Md. Sadar Ali. Managing Director.
Sopura Silk Mills Ltd. P.S. Shah Makhdoom,
B-74, Industrial Estate, BISIC, Sopura, Rajshahi—Opposite Party.

1 Mr. Sejedur Rahman Khan, Advocate for the Petitioner.
2. Mr. Saifur Rahman Khan, Advovcate for the O.P.

JUDGEMENT

This is a Complaint Case U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act. 1966.

The Case of the Petitioner Md. Azizul Islam alias Jangi is, in short, that he was appointed by O.P. Md. Sadar Ali, Managing Director, Sopura Silk Mills Ltd., Rajshahi on 26-4-90 orally as driver for carrying his female workers for a monthly salary of Tk. 1000. That after appointment the petitioner was engaged in performing various other works. O.P. never purchased a Tempo for his Female workers and accordingly the petitioner was working otherwise. The petr. requested the O.P. to give him an appointment letter and the O.P. delayed in doing so on false plea. The petitioner also requested the O.P. to fix his pay as per Government Rules. but the O.P. did not fix his pay. The O.P gradually incieased his pay upto Tk. 2000 per month with extra Tk. 362·00 for 700 pieces of silk cloth. During his service under O.P., the petitioner would work as weaving incharge in the weaving section of his Mills, the petitioner was forced to do various tybes of works beyond his duty hours, but the O.P. did not give him overtime wages. On 30-11-92 the O.P. verbally terminated the service of the petitioner without paying him his legal dues. The petitioner sent his grievance petitioner on 12-12-92 by registered post to O.P. and he received the same on 15-12-92. The O.P. did not care to reply the grievance petition. Hence the petitioner brought this case for an order directing the O.P. to give him service benefits as stated in the petition.

O.P. has contested the case by filing a written statement and additional written statement denying most of the material allegations made in the petition and contending inter alia that the petitioner has no right to file this case and the case is not maintainable in its present form.

The case of the O.P. is, in short, that the petitioner was never a labour in the Mill of the O.P. The petitioner is a businessman like the O.P. and accordingly O.P. engaged him in his Mill in the year 1970 to supervise his Mill temporarilly on part time in 1990 for monthly pay of Tk. 1000 which was subsequently increased to Tk. 2000. With a view to dealing in silk independently the petitioner left his post of superviser on 30-11-92. The petitioner failed in dealing silk and tried to enter into the previous service. But the O.P. did not allow him to join and as such the petitioner brought this case on false allegations. Be it noted here that the petitioner would get Commission except his salary. The service bnefits claimed by the petitioner is illegal and imaginary. The petitioner did never work overtime. He only would supervice the works of the Mill sometimes. So the petr. is not entitled to get any relief and the case is liable to be dismissed with cost.

POINT FOR DETERMINATION

1. Is the petitioner entitled to get an order directing the O.P. to pay him legal benefits as prayed for?

FINDINGS & DECISION

At the time of trial of the case the petitioner examined two witnesses including himself as P.W. 1 who stated the case of the petition. Documents marked Exts. 1, 1(Ke), 1(Kha), 2,3,4,5, 5(1) and 6 which admitted into evidence on behalf of the petitioner. On the other hand the O.P. did not examine any witness and document marked Ext. Ka which was admitted into evidence on behalf of the O.P.

Petitioner contents that he was appointed on 26-6-90 orally Driver of Tempoo for carrying his workmen workers, but the patitioner was engaged in other works. His monthly pay was Tk. 1000, then it was raised to Tk. 2000 The petitioner further contents that he was given an additional amount of Tk. 352 if 700 Saries were produced in the Silk Factory of O. P. The O. P. terminated him from service on 30-11-92. He sent grievence petition by regsitered post on 12-12-92. He got no reply from the O.P. and brought this case. On the other hand the defence case is that he was not a worker under him and he was Suppervisor for monthily pay of Tk. 1000 which was subsequently increased to Tk. 2000. The petitioner left his job for dealing in silk and as he could not succeed in the business, he has filed this case on false allegations. So the petitioner is not entitled to relief sought for.

The petitioner states in is petition that he was terminated by the O.P. on 30-11-92 verbally. On the other hand defence contention is that he left his job for dealing in silk. In this case the petitioner, as it apperars from the case of the petitioner, was appointed orally on 26-4-90 and he was terminated on 30-11-92. P.W. 1 Md. Azizul Islam Jangi stated in his cross examination that he was the Proprietor of Islam silk Enterprise. He also admitted that he had licence (Ext. Ka) for his business and he senewed the same in the year 1972 73. His statements indicate that he started his business of silk before 1992-93. P.W. (1) Md. Ahsan Ullah Apu stated that he was once an employee of Sopura Silk Mills under O.P. He also stated that petitioner Md. Aazizul Islam Jangi

was appointed by O.P. Sadar Ali to drive a tempo, but Sadar Ali did not purchase any Tempo and accordingly he would send the petitioner to Chittagang, Dhaka, Khulna with series. In answering questions, P.W. (1) Ahsan Ullah Apu stated, "আ,জজুল ইসলাম নিজেও একটা শোরুম চালু করেছিল। এখন ওটা নাই। জংগী ১৯৯২ সালে বের হয়ে এসে এই শোরুমটা চালু করে।"

আমি আগে বেরিয়েছি, তারপর জংগী বেরিয়েছে।" "By these statements of P.W. Ahsan Ullah Apu it proves beyond reasonable doubt that the petitioner Azizul Islam Jangi left his job for dealing in Silk business and he was never terminated on 30-11-92 by the O. P. In answering another question P.W. Ahsan Ullah Apu stated, "আজিজুল ইসলাম আমার মতই চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করে।" By this statement of P.W Ahsan Ullah Apu it proves that any shadow of doubt that the petitioner Azizul Islam Jangi left his job willingly with a purpose to deal in silk. From the statement of Ahsan Ullah Apu it also proves that after his giving up his job, the petr. Azizul Islam Jangi gave up his job according to his sweet will. So, having regrard to our above findings we see that the statements of P.W. Ahsan Ullah Apu supported the case of the defence regarding giving up the service by the petitioner the petitioner has claimed service benefit including Notice pay of 4 months and compensation for 3 years. Section 19(2) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act. 1965 provides that if a permanent worker desires to terminate his amployment, one months notices in the case of the monthly rated workers, and 14 days' notice in the case of other workers in writing, shall be given him to the employer :

Provided that a worker who terminates his employment under this sub-section shall not be entitled to the payment of any compensation mentioned in sub-section (1) but he shall be entitled to other benefits, if any, under this Act or under any other law for the time being in force." In this instant case the petitioner has no case that he gave any notice as required under law before termination of his employment. Rather his evidences prove beyond reasons that he left the job, So, the petitioner before us is not entitled to any notice benefit and any compensation for his service.

The petitioner claimed benifit for overtime work (described in serial Nos. 3-6 of the schedule) from 26-4-90 to 30-11-92. In this case the petitioner as P.W. 1 stated in his deposition that O.P. engaged him on 26-4-90 for driving Temporally from 27-4-90, P.W. 1 further stated that he joined on 27-4-90. Now a question arises as to how the petitioner claimed overtime from 26-4-90. So, all these indicate that the petitioner does not know asto his bonafide claim. So, his hope is against hope. The petitioner does not specify. asto his overtime work alleged to have been done by him in the Mill of O.P. The betitioner alleges that he was appointed Driver but not Tempo was purchased and he was engaged in other works. Another P.W. Ahsan Ullah Apu stated that O.P. would send him to Chitagang, Dhaka. Khulna with saries. All these indicate that the petitioner, if he was sent, would go with the series for sale. The petitioner does not claim that he had any claim for going there. Now a question arises asto how the petitioner claimed money for overtime work for his entire period of employment P.W. 1 Azizul Islam Jangi stated in his examination in chief that he would Work 4 hours, 5 hours, 6 hours overtime

work. The petr. does not state any such statement in the petitioner. Now a question arises asto how he claimed for overtime work. So, all these claims are vague, indefinite and uncertain. Moreover, the petitioner has not adduced any satisfactory and cogent evidence to prove that he worked in the Mill of the O.P. overtime. The petitioner could call for papers to substantiate his overtime work in the Factory of O.P. So, the petitioner failed to substantiate his case. The petitioner has claimed benefit for earned leave from 26-4-90 to 30-11-92. We have seen earlier that the petitioner alleges that he joined on 27-4-90. So, in this count, a question arises asto how he claimed erned leave from 26-4-90. The petitioner Azizul Islam (P.W. 1) did not make any statement regarding leave earned by him. The petr. as P.W. 1 only states that he worked in holidays, weekly holidays and Ist May. It does not mean that he earned leave. The petitioner has not given any account of his earned leave.So, his claim regarding his earned leave if vague, indefinite and uncertain and the Court is not supposed to grant such relief. It appears from the case of the petitioner that the ptitioner was appointed for Tk. 1000 and then his pay was raised to Tk. 2000 per month. The petitioner does not state asto when his pay was raised to Tk. 2000 per month. It appears from the schedule that the petitioner claimed overtime and earned leave benefit at the rate of Tk. 2000 per month. So his claim can not be regarded to be genuine. Having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and meterial evidences on record I hold that the petitioner has failed to prove his case of claim as stated in the petition.

The learned Advocate appearing on behalf of the O.P. contended that the petitioner was not an employee under O.P. and he was a part time Supervisor for Tk. 1000 which was raised to Tk. 2000 per month and he was given commission too. The petitioner admits in his petition that he was given an additional amount of Tk. 352 if 700 saries were produced in the Factory of O.P. This admission indicateds that he would get commission too. if he was a regular employee of the Factory of the O.P., a question arise as to why he was to be given commission. The petitioner Md. Azizul Islam as P.W. 1 stated that he was appointed on 26-4-90 in the Islami Bank in presence of the Manager by O.P. to drive a Tempo. The petitioner as P.W. 1 stated in his deposition that no Tempo was purchased by O.P. P.W. 1 admitted that he had no driving licence. The petitioner did not examine the concerned Manager to prove his appointment. So, the appointment as alleged by the ptitioner can not be said to be genuine. If he was appointed to dirver a Tempo the petitioner should have a driving licence at least. The petitioner alleges that he was engaged in some other works. P.W. 1 stated in his diposition, "তাঁতীদেরকে দেখাশুনা করার জন্য উনি আমাকে সর্দার হিসাবে কাজ করাইতেন, শিল্ক কাপড়

নিয়া মাঝে মাঝে ঢাকাতেও পাঠাইতেন।" In answering questions P.W. 1 stated, "আমি তাঁতীদের কাজ দেখাশুনা করিতাম, সর্দার ছিলাম। দেখাশুনা করা মানে সুপারভাইজ করা।" The statements of P.W. 1 Azizul Islam prove that he would not work as Tanti in the Mill and he would supervise the works of the Tanties of the Factory of the O.P. The petitioner does not state anywhere in his deposition asto what he would do in the Factory of o. p. All these indicate that he was not a worker. His own statement s prove beyond reasonable doub that he was Supervisor of the Tanties. So, he can not be a worker. P.W. 1 Md. Azizuls Islam and P.W. Ahsan Ullah Apu stated that the petitioner was sent to elsewhere with saries. Now a question arises asto why the petitioner would go to elsewhere if he was a worker in the Factory of O. P. So their statements supported the defence case. We have seen earlier that the petitioner admitted that he had a shop of silk for business and he had licence Therefore, having regard to my above findings I hold that the petitioner was a worker in the Factory of O. P. So, the petr. cannot bring the case as per provisions of section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 against the O. P. and as such the case is not maintainable in its present form.

In view of what have been discussed above I hold that the petitioner is not entitled to relief sought for.

The learned Members were discussed and consulted with.

Hence,

ORDERED

that the Complaint Case is disallowed on contest against O.P. without any order asto cost.

SUDHENDU KUMAR BISWAS
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Khandaker Abul Hossain, for the Employer.

2. Mr. Abdus Sattar Tara, for the Labour.

Wednesday, the 3rd July of 1996

Complaint Case No. 38/1993

Md. Mahtab Alam, S/o. Md. Ainul Haque,
Vill. Puratan Chanul Arod, P.S. Kotwali, Dist Rangpur—*Petitioner.*

versus

Haji Md. Mansur Ali, Malik, Green Shoe Store,
Station Road, Rangpur, P.O. & Dist. Rangpur—*Opposite Party.*

1. Mr. Khaja Moinuddin, Advocate for the petitioner assisted by Mr. Korban Ali, Advocate.
2. Mr. Anisur Rahman, Advocate for the Opposite Party.

JUDGEMENT

This is a Complaint Case M/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

The case of the petitioner Md. Mahtab Alam is, in short, that he joined as Salesman on 1-6-82 at monthly wage of Tk. 400 in the Green Shoe Store of O.P. Haji Md. Monsur Ali. His pay was gradually increased and his monthly pay was Tk. 1,000. The petitioner would regard the O.P. very much and he would deposit his monthly wages with him and accordingly be deposited salary of May and June, 1993 with O.P. The petitioner was an active member of Rangpur Town Shop Karmachari Union (Registration No. Raj-996). The O.P. would sometime rebuke him for trade union activity. The O.P. would engage him in his shop for 14/15 hours daily, but he would not pay him extra wages. The petitioner claimed wages of weekly holiday and extra labour and as such the O.P. became dissatisfied with him. On 27-7-93 the petitioner went to the shop of the O.P. as usual. The O.P. assaulted him with iron rod and drove him away. The petitioner asked the O.P. regarding—his illegal assualt an wanted his deposited wages of May and June, 1993 and at this the O.P. declared that he was no longer a labour of his shop. The O.P. did not give him any show cause notice or no inquiry was held against him and thus he dismissed him from his job on 27-7-93 illegally. The petitioner filled a grievance petition by registered post on 1-8-93 to the O.P. with copies of the same to the President/General Secretary of their Union and Inspector of Shops and Establishment. They tried to minimise the matter but the O.P. did not turn up. Hence the petitioner filed this case for reinstatement in the job with back wages or service benefit.

The O.P. has contested the case by filling a written statement denying all the material allegations made in the petition and contending inter alia that the petr. has no right to file this case, the case is barred by limitation and the case is barred under the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

Defence case is, in short, that the petitioner was engaged in the Green Shoe Store of O.P. on 1-1-92 temporarily for a monthly wage of Tk. 1,000 The petr., on having the advantage of absence of the O.P. from the Shop on 27-7-93 stole away Tk. 2,000 from his Cash Box. The O.P. lodged a G.D.E with Thana and made complaint to the President Chamber of Commerce. So the petitioner wanted to repay the money and he gave up him job. So the petitioner is not entitled to relief sought for and the case is liable to be dismissed with cost.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Is the petitioner entitled to be reinstated with back wages of to termination benefits ?

2. What relief, if any, is the petitioner entitled to ?

FINDINGS AND DECISION

All the points have been taken up together for the sake of convenience of discussion and brevity.

The petitioner examined two witnesses including himself as P.W. 1. Documents marked Exts. 1, 1(Ka), 1(Kha), 2, 3, 3(Ka) and 3(Kha) were admitte into evidence on behalf of the petitioner. On the other hand the O.P. examind two witnesses including his son Md. Nasim Alam as D.W. 1 and documente marked Exts. Ka, Kha & Ga were admitted into evidence on behalf of thes O.P.

It is not disputed that petitioner Md. Mahtab Alam was a Salesman at monthly wage of Tk. 1,000 in the shop (Green Shoe Store) of O.P. P.W.- Md. Mahtab Alam stated in his deposition that he would serve in the shop of O.P. from 1-6-82. He would deposit his wages with O.P. and accordingly he deposited salary amounting to Tk. 2,000 the wages of May and June, 1993 with O.P.. The petitioner was an active member of Rangpur Town Shops Karmachari Unioun. The O.P. would not like him and would tell him not to do trade union. The O.P. would engage him for 14/15 hours daily, but he would not pay him any money for overtime. On 27-7-93 the petitioner went to his shop and claimed his money and at this O.P. drove him away by assaulting him. The petitioner sent a grievance petition on 1-8-93 (Ext. 2) to O.P. and he then filed this case. On the other hand D.W. 1 stated that the petitioner was serving in their Green Shoe Store from 1-1-92 and before that he was an employee of Sonali Shoe Store of Mr. Amjad Hossain. His father went home for dinner and prayer at 1 P.M. on 27-7-93 keeping the petitioner Mahtab Alam in the shop and Keeping 2,000 in the Cash Box. His father came to his shop after dinner and prayer and found no money in the Cash Box. He charged the petitioner repeatedly and the petitioner in presence of Md. Jalal Uddin of Hatibandha admitted that he took the money and he

(petitioner) assured his father to return the money within an hour. The petitioner went out and came back after and hour with some boys and rebuked his father and thereatened him. His father informed the Chamber of Commerce accordingly. A Salish was held by the Chairma, Rangpur Paurashova on 28-7-93 and a Salish nama was written. The petitioner did not repay the money.

Now we have to see first whether the petitioner was an employee of Green Shoe Store from 1-6-82 or 1-1-92. In this case the petitioner and the O.P. have not filed any paper to show appointment of the petitioner. So it is true that the petr. was appointed to serve in the Green shoe Store by O.P. orally. P.W. 2 Md. Mamtaj Uddin Bulet stated that he was an employee of Azam Shoe Store which is by the side of the Show Store of O.P. P.W. 2 further stated that the petitioner Mahtab Alam had been an employee of Shoe Store of O.P. since 1982. In cross P.W-2 admitted that he came to know Mahtab (Petitioner) in 1992 for the first time and he joined the Azam Shoe Store in 1993. Now a question arises asto how P.W. 2 came to learn that the petitioner had been an employee of the Green Shoe Store of O.P. since 1982 when he (P.W. 2) knew the petitioner in 1992. So the statement of P.W. 2 can not be relied upon. P.W. 1 and 2 have claimed that they are members of Rangpur Town Shops Karmachari Union. In answering a question P.W. 1 stated that he did not know asto when the aforesaid union was registered. He (P.W. 1) did not reply to the question advanced by the devence at the time of cross examination to the effect that the aforesaid Karmachari Union was registered in 1992. In answering a quastion P.W. 2 stated that the petitioner became a member of the aforesaid Karmachari Union on 5-6-92. So all these indicate that the petitioner was not a member before 5-6-92 and P.W. 2, thus, is not reliable to hold that the petitioner joined the Green Shoe Store in 1982. D.W. 1 made statements corroborating the defence case that the petitioner joined the Green Shoe Store on 1-1-92. During trial of the case the petitioner remained absent. P.W. 1 was not cross examined from his (petr.) side. So the statement of P.W. 1 goes unchallenged. D.W. 1 stated in his deposition that the petitioner was an employee of Sonali Shoe Store of Mr. Amjad Hossain before joining their shop. The O.P. has filed a certificate (Ext. Ka) issued by Mr. Amjad Hossain, the Proprietor of Sonali Shoe Store, Rangpur which shows that the petr. Mahtab Mia was an employee of his Shoe Store upto 1989-90. This certificate and statements of D.W. 1 were not challenge and denied by the petitioner. So all these go without any challenge, Having regard to my above findings and on considering the facts, circumstances of the case and materials on record I hold that the petitioner has failled to prove that he had been an aemployee of the Green Shoe Store since 1982 and further hold that the petitioner joined the Green Shoe Store on 1-1-92.

Admittedly the petitioner served the Green show Store on 27-7-93 for the last time. Defence contantion is that on that day he stole Tk. 2,000 from Cash Box and as such he did not go to the shop thereafter. P.W. 1 admitted that the Green Show Store is a whole sale shop and one Jalal uddin of Hatibandha is a whole sale buyer of shoes of the Green Shoe Store. D.W. 2

Md. Jalal uddin of Hatibandha stated that he is a whole sale buyer of shoes of Green Shoe Store, Rangpur. On 27-7-93 he came to Green show Store at 1 P.M. and gave O.P. Tk. 2,000 for taking shoes and he went out for other business. After a while he came back to the shop and came to learn that Taka from the Cash Box was missing. The petitioner at first denied egarding taking of money from the cash box and subsequently he admitted hat he took the money. D.W. 2 also stated that subsequently the petitioner ame to the shop with his men and threatened the O.P. and the D.W. 2 ook away his goods. The petitioner did not cross examine D.W. 2. So his tstatements go without challenge. So I find no reason to disbelieve him. The statements of D.W. 2 are corroborative to the statements of D.W. 1 as well as the defence case. Ext. Ga is a Salishnama. Ext. Ga shows that a salish was held on 28-7-93 in presence of Chairman. Rangpur Paurasava and others Ext. Ga also shows that the petr. Took Tk. 2,000 from the Cash Box of O. P. on 27-7-93. The Petitioner admitted his guilt and he threatened the O.P. along with some boys. It also appears from Ext. Ga that O.P. lodged G.D.E. No. 1192, dated 27-7-93 on that day. The petitioner does not come to challenge this Salishnama. So the Salishnama goes against the petitioner. It is in evidence that there was a scuffle in the shop of O.P. on 27-7-93. P.W. 2 admitted in his deposition that on hearing hue and cry he went to the shop of O.P. on 27-7-93 at 2 P.M. and came to learn that the petitioner was assaulted by O.P. The statement of P.W. 2 shows that there was a scuffle in the shop of O.P. His statements supported the defence case an statement of D.W. 2. Therefore, having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstences of the case and material evidence on record I hold that the petitioner took Tk. 2,000 from the cash Box on 27-7-93 and since then he did not go to the shop for job.

The petitioner alleges that he deposited salary (Tk. 2,000) of May and June, 1993 to O.P. D.W. 1 denies the above assertion. The petitioner did not adduce any papers to show that he received salary of previous months of May and June, 1993. The petitioner also did not adduce any cogent evidence to prove that he deposited the salary of May and June, 1993 with O.P. The petitioner as P.W. 1 admitted in his cross examination that he had no source of income except his job. He is married and he had children. The petitioner alleges that he demanded money of May and June, 1993 on 27-7-93. It indicates that he did not take his salary of May and June and upto 27-7-93. Now a question arises asto how the petitioner faced his monthly expenses without having his salary. So all these facts and evidences on record lead me to hold that the petitioner failed to prove by adduding cogent evidences that he deposited salary of May and June, 1993 with O.P. Rather all these prove that the petitioner took away his monthly salary as usual.

Petitioner in this case has prayed for reinstatement in service with back wages and in the alternative service benefit. The learned Advocate appearing on behalf of the O.P. contended that the petitioner is not comming for his job and he left his job. The learned Advocate also drew my attention to the statements of D.W.1 that the petitioner has left this country for India and argued that the petitioner is not entitled to be reinstated in his service

along with back wages and the petr. is entitled to termination benefit. The learned Advocate added that his client has no objection if the petitioner is given service benefit. Having regard to my above findings I hold that the petitioner as we have seen earlier left his job in consequence of a scuffle. I hold that the petitioner is not entitled to be reinstated with back wages in the service, but he is entitled to service benefit.

We have seen earlier that the petitioner was an employee of O.P. from 1-9-92 and he served upto 27-7-93. D.W. 1 stated that the petitioner was a temporary employee of their shop. In this case there is no paper to show that the petitioner was appointed either temporary or permanent. But facts remain that the petitioner worked in the shop of O.P. from 1-1-92 to 27-7-93 without any break. P.W. 1 stated that he is a permanent worker. We have seen earlier that the petitioner was an employee of one Amjad Hossain before joining the shop of O.P. From the above findings I hold that the petitioner was a permanent Employee of O.P. Because th O.P. is a whole saler of shoe having his many whole sale buyers. It indicates that his establishment is a permanent one and as such his employee can never be temporary.

We have seen earlier that the petitioner was not given any notice for terminating him from the service. So the patitioner is entitled to 4 months pay for notice and gratuity for the period he served. According to our previous findings we see that the petitioner served in the shop for 1 year 6 months 27 days So the petitioner is entitled to have gratuity for that period *i.e.* equivalent 4 months pay. We have seen earlier that the petitioner was not given salary for 27 days of July 1993. So the petitioner is entitiled to get Tk. 900 for salary for 27 days of July 1993, 4 months notice pay of Tk. (1,000×4=4,000 and gratuity (1,000×4=4,000 *i.e.* 8,900 (Taka eight thousand nine hundred) only.

I therefore reply the points under determination in the affirmative.

The learned Members were discussed and cnosulted with.

Hence it is,

ORDERED

that the Complaint Case is allowed in part on contest against the O.P. without any order as to cost. The petitioner will get termination benefit of Tk. 8,900 as we have seen earlier.

The O.P. is directed to pay him the termination benefit within 30 (thirty) days from the date of receipt of the Judgement.

SUDHENDU KUMAR BISWAS
Chairman,
Labour, Court, Rajshahi.

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Khandaker Abul Hossain, for the Employer.

2. Mr. Abdus Sattar Tara, for the Labour.

Wednesday, the 25th September 1996

Complaint Case No. 40/1993

Md. Mafizur Rahman, S/o. Joynal Abedin
Vill. Kaunia Bazar, Kacha Maler Dokan, P.O. Kaunia, Dist. Rangpur—
Petitioner.

Versus

Manager, Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd., P.O. Rajarhat, Dist. Kurigram—
—*Opposite Party.*

1. Mr. Anisur Rahman, Avocate for the petitioner.

2. Mr. Chitta Ranjgan Basak, Advocate for the Opposite Party.

JUDGEMENT

The is a Complaing Case U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

The case of the petitioner Md. Mafizur Rahman is, in short, that he had been working as Chief Operator since 23-10-92 at a monthly salary of Tk. 1300 under O.P. The petitioner requested the O.P. to pay him wages as per Minimum Wages Ordinance. At this O.P. became excited and called him by name. O.P. without holding any inquiry or giving him any chance to defend him dismissed him from his service. The petitioner was not allowed to enjoy his earned leave. The petitioner sent grievance petition on 16-8-93. under certificate of posting and he got no reply of the same. Hence the petitioner brought this case praying for reinstatement in service with back wages and directing the O.P. to pay him minimum wages as per Minimum Wages Ordinance.

O.P. No. 1 made appearance in the case and contested the same by filing a written statement and additional written statement denying the material allegations made in the petition and contending inter alia that the petitioner has no right to file this case.

Defence case is, in short, that Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. is an Institution magaged by individual Proprietor. There is a Managing Director and Directors to manage the Cinama Hall and they appoint and dismiss the employees. The Magiger only supervise the Cinema Hall and he has on authority to appoint and dismiss any employee. On having licence from the Government the Cinema Hall started on and from 1-12-92. The petitioner was never appointed employee or the petitioner was not appointed chief Operator orally. One Abdur Rahim was apponted Chief Operator and he has been working

there. The petitioner was not employee of the Cinema Hall. Be it noted here that the petitioner enter into the Cinema Hall without Ticket and the employee of the Cinema Hall turned him out at the time of checking the ticket. At this the petitioner threatened the employee of O.P. and subsequently the petr. has filed this case on false allegation to harass the O.P. The O.P. does not know whether the petitioner has any licence to operate the Autograph of the Cinema. So, the petitioner is not entitled to get any relief as prayed for and the case is liable to be dismissed with cost.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Is the case maintainable in its present form ?
2. Was the petitioner an employee of Rajmahal Cinema Hall ?
3. Whether the petitioner was illegally dismissed from service ?
4. Is the petitioner entitled to get an order for reinstatement with back wages and wages as per provisions of Minimum Wages Ordinance as prayed for ?

FINDINGS AND DECISION

All the points have been taken up together for the sake of convenience of discussion and brevity.

It appears from the record that at the time of hearing of the case the petitioner Mafizur Rahman examined himself as P.W. 1 and he filed some documents marked Exts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and he was cross examined in part. Subsequently, the petitioner recalled himself and he was examined in chief. But the O.P. was not given any chance to cross examine P.W.1. The petitioner was directed to appear before the Court on several dates, but the petitioner failed to appear before the Court and as such O.P. got no chance to cross examine P.W.1. and accordingly his statment was expunged. On the other hand O.P. did not examine any witness and some documents marked Exts. Ka, Kha, Ga, Cha, Uno, Cha. Chha and Ja were admitted into evidence on bahalf of the O.P.

Petitioner's contention is that he was appointed Chief Operator in the Cinema Hall of O.P. for a monthly salary of Tk. 1300. He had been working there since 23-10-92. The petitioner claimed wages according to Minimum Wages Ordinance and at this the O.P. called him by names and dismissed him from service without any hearing and giving him any chance to be heard. The petitioner sent grievance petition on 16-8-93 under certificate of posting and having no result of the same the petitioner brought this case praying for his reinstatement in service with back wages and directing the O.P. to pay him Minimum Wages. On the other hand defence centention is that the petitioner was never appointed in the Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. There is a Managing Director and Directors to manage the Cinema Hall. The O.P. only supervises the Cinema Hall and he has no authority to appoint or dismiss any employee. The Cinema Hall started its Film Show from 1-12-92. The Petitioner entered into the Cinema Hall without Ticket and at the time of checking the Ticket the employee of the Cinema Hall turned him out. The Petitioner, then brought this case on false allegations to harass the O.P.

Now we let us see first whether the petitioner was an employee of Rajmahal Cinema Hall. Ext. 3 is the photostat copy of alleged appointment letter of the Petitioner. It appears from Ext. 3 that Manager, Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd., Rajarhat, Kurigram appointed the petitioner on 23-10-92 in response to the application dated. 15-10-92 filed by the petitioner who worked as Chief Operator permanently for a monthly salary of Tk. 1300. It is evident from the record that the petitioner examined himself as P.W. 1 and at the time of deposing in this case he submitted his appointment letter (Ext. 3). It is true that the petitioner was not cross examine by the O. P. So it indicates that the O.P. did not get an opportunity to cross examine the petitioner regarding the genuinness of the appointment letter (Ext. 3) But at the time of argument the Learned Advocate for the O.P. did not submit anything against the appointment letter (Ext. 3). Exts. Ka and Kha are the photostat copies of notices of Board meeting. Exts. K and Kha appear to show that Md. Jakir Hossain Chowdhury is one of the Directors of Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. Ext. Uno is the licence of Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. and the same was granted to Md. Jakir Hossain Chowdhury and he was the Director of the Cinema Hall in question. This licence (Ext. Uno) was granted by the Deputy Commissioner, Kurigram on 30-9-92. Ext. 8 is the photostat copy of Officer Order dated 19-12-92 of the Director (Md. Jakir Hossain Chowdhury), Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd., Rajarhat, Kurigram. Ext. 8 appears to show that the Director distributed the works of the employees of the Cinema Hall in question. It appears from Ext. 8 that petitioner Mafizur was one of the employees of Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. The Learned Advocate of O.P. did not explain at the time of argument asto how the petr. got those papers (Ext. 3 and 8). Ext. 4 is the photostat copy of Operator licence bearing No. $\frac{05/91/lal}{05/91/lal}$ issued by Deputy Commissioner. Lalmonirhat on 28-10-91 in favour of the petitioner and it was renewed time to time. The learned Advocate appearing on behalf of the O.P. drew my attention to the permission (Ext. Gha) to show Cinema Film, Ext. Cha, the Attendance Register and Ext. Chha, the Acquittance Register of the employees of Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. and contended that the Cinema Hall started its Show from 1-12-92 and as as such the petitioner's contention that he was an employee from 23-10-92 does not lie and the petitioner was not an employee of the Ciname Hall in view of Attendance Register and Acquittance Roll (Exts. Cha and Chha respectively). Ext. Gha shows that the Assistant Collector, Customs, Excise and Vat, Rangpur Division, Rangpur allowed the authority of Rajmahal Cinema (Ptv.) Ltd. to show Cinema with effect from 1-12-92. But it does not mean that the petr. was not appointed earlier. So Ext. Gha can not be a

conclusive evident to prove that the petitioner was not an employee of Rajmahal Cinema Hall. Ext. Cha, the alleged Attendance Register of Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd., appears to show that it has been maintained for the employees from December, 1992 to November, 1993. If we see the Attendance Register (Ext. Cha) it is seen that it is a new one and it does not transpire that the same was issued for 12 months. It also appears that the allegede employees of Rajmahal Cinema Hall put their signatures with the same pen for all the months entered therein. Ext. Cha shows that employee Altab Hossain was present on 29-2-1993. Now a question arises asto how Altab Hossain put his signature on 29-2-93 when February 1993 is of 2 days. It appears from the month of Appril of Register (Ext. Cha) that some employees were allowed to put their signatures staling on 31-4-93 and 31-6-93. It appear from the page of November, 1993 of Register (Ext. Cha) that all the employees of the Cinema Hall in question were present on 31-11-93 by putting their signatures. Now a question arises asto how some employees were present in the Cinema Hall on 31-4-93. and 31-6-93 and all the employees on 31-11-93 So all these indicate that the Attandance Register has been created in a sitting to serve a purpose and it indicates that this purpose is to avoid the attendance of the petitioner. Ext. Chha, the Acquittance Register for the period from December, 1992 to March, 1995. If we see the Acquittance Register (Ext. Chha) it is seen in the nacked eye like Attandance Register (Ext. Cha) that the same is a new one and it does not transpire that the same was maintained for a long time. It appears from Ext. Chha that the figures reading "275" (Prantick bhata) and the net pay reading "725" of employee A. Rahman shown in Serial No. 4 of every month of the Register (Ext. Chha) and figures reading "275" (prantick bhata) and the net pay reading "725" of employee Babulal shown in serial No. 11 of every month of the Register (Ext. Chha) and total figures reading "4165" (Prantick bhata) and net pay for the months from December, 1992 to May, 1994 have been re-written in the same manner. A question arises asto how and why the Keeper (Accountant) committed same wrong in every month from December, 1992 to May, 1994 in calculating the Prantik bhata of A. Rahman and Babulal and writing the total net pay. The answer is very simple that the Keeper maintained the Acquittance Register in the same sitting for so many months and thus he committed wrong in every month of the period stated above. With a purpose to avoid petitioner's name in the Acquittance Roll. Ext. Chha also shows that the employees of Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. were 11 in December, 1992 and the same number continued upto March, 1995. It also appears that their pay and other benefits were same from starting to the end. But Ext. Chha shows that all the employees were paid Tk. 12,895 in December, 1992 and Tk. 12,915 in March, 1995. Now a question arises asto how the Accountant found the difference in paying the

salary of the employees, when their pay and other benefits were same. It appears from the month, February, 1995 that 10 Revenue stamp weee affixed against 11 employees and 8 Reveaue Stamps were affixed against 11 employees in the month of March, 1995. All these facts, circumstances of the case and material evidence on record lead me to hold that Registers (Ext. Cha and Chha) are not genuine documents and the same have been created to serve a purpose in this case for avoiding the petitioner. Therefore, having regard to my above findings I hold that the petitioner was an employee of the Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd.

The petitioner alleges that he was orally dismissed from sevrice on 14-8-93 and accordingly he submitted a grievance petition under certificate of posting on 16-8-93. Ext. 1 is the copy of the grievance petition and Ext. 2 is the certificate of posting. As per section 25(a) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 provides that any dismissed or discharge worker shall submit his grievance to the employer in writing by registered post. So in this case the petitioner did not submit the grievance petitioner according to the mandatory provisionso f law.

The petitioner has prayed for reinstatement in service with back wages and for an order directing the O.P. to pay him minimum wages according to the Minimum Weges Ordinance. The petitioner has brought this case against the Manager or Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. In the petition the petitioner state that he went to claim minimum wages to O.P. (Manager) and he became excited and called him by names. In seen from the grievance petition (Ext. 1) that the petitioner submitted the same to Manager/Malik/Proprieter Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. In the body of the grievance petition (Ext (1) the petitioner states, 'সদাশয় বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী হারে মজুরী প্রদানের যৌক্তিক আবেদন করায় আপনি উত্তেজিত হইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়া হঠাৎ গত ১৪-৮-৯৩ ইং তারিখে পূর্বাহ্নে না জানাইয়া, কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, এস, ও, এ্যাক্টের বিধান অনুসরণ না করিয়া নোটিশ বেতন, ক্ষতিপূরণ, অর্জিত ছুটি, অসুস্থতার ছুটি, উৎসব ছুটির বেতন প্রদান না করিয়া, ছাড়পত্র প্রদান না করিয়া আমার অপারেটিং লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি আটক করিয়া বেআইনী এবং অলিখিতভাবে দরখাস্ত করিয়াছেন।' This grievance petition does not disclose asto who (Manager or Proprietor dismissed him. Ext. 5 is the copy of an application filed by the petitioner to Labour Inspector (General/Regional/Inspection Department, Rangpur. In the petition (Ext. 5) the petitioner stated that the Propreitor of the concerned Cinema Hall dismissed him from service illegally without giving him any service benefit Ext. 7 is the 'Juger Alo' published on 21-9-93. It appears from Ext. 7 the it was published in the first page in the caption, 'ন্যায্য পাওনা দাবী করার

চাকুরীচ্যুত' that it was alleyed in a written complaint petition that the Proprietor of Rajmahal Cinema Hall drove the petitioner away by rebuking him, when he went to claim minimum wages as determined by the Ministry of Labour & Manpower and subsequently the petitioner was dismissed from service illegally without any notice. From the above findings we see that the petitioner alleges that the Proprietor of the Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. dismissed him from his service. We have seen earlier that the petitioner has brought this case against the Manager and not aginst the Proprietor of of Rajmahal Cinema (Pvt.) Ltd. As per records of the petitioner he was dismissed from the service by the Proprietor of the Cinema Hall in question and the Manager did not take part in dismissing him. So, we see that the Proprietor himself dismissed him from the service. So, the case is not maintainable against the Manager alone. Because if we pass any order as prayed by the petitioner, the same would not be bound upon the Proprietor of the Cinema Hall. So the order, if passed would be infractuous. Having regard to my abvoe findings I hold that the petitioner has not filed this case against the proper authority and as such the case is not maintainable in its present fortm.

Therefore, having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and materials evidence on record I hold that the petitioner is not entitled to get relief as prayed for.

I, therefore, reply the points under determination accordingly.

The learned Members were discussed and consulted with.

Hence, it is

ORDERED

that the Complaint Case is dismissed on contest against the O.P. without any order as to cost.

SUDHENDU KUMAR BISWAS
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত: সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

সদস্যগণ: ১। জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান, শ্রমিক পক্ষ।

বুধবার ১০ই জুলাই ১৯৯৬
শি, কেস নং ৪৬/১৯৯৩

মোঃ আবদুল বাছেদ সরকার, পিতা মোঃ তজমিলার রহমান সরকার, গুদাম রক্ষক, (দরখাস্ত), নন্দীগ্রাম ইউনিয়ন-২, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, গ্রাম মহিষবাতান পোঃ শেখের কোলা, জেলা বগুড়া--দরখাস্তকারী।

বনাম

১। নির্বাহী প্রকৌশলী সেচ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, বগুড়া রিজিয়ন (১), বগুড়া।

২। তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সেচ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, বগুড়া সার্কেল, বগুড়া।

৩। সহকারী প্রকৌশলী সেচ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, শেরপুর জোন, বগুড়া।

৪। উপ সহকারী প্রকৌশলী সেচ, নন্দীগ্রাম ইউনিয়ন-২, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া--প্রতিপক্ষগন।

১। জনাব আনিসুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

আবেদনকারী মোঃ আবদুল বাছেদ সরকার ১৯৯৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে ১ নং প্রতিপক্ষের ২-৮-৯৩ ইং তারিখের আদেশ বাতিল করিয়া ও আবেদনকারীকে নকল ও ঘাটতিকৃত মালামাল বাবদ ১৩,৩৪,৪৪৭.৯৬ টাকা প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহাকে বকেয়া বেতন ও ভাতাসহ চাকুরীতে পুনবহালের প্রার্থনা করিয়া অত্র মামলা দায়ের করেন।

আবেদনকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা নন্দীগ্রাম ইউনিটে গুদাম রক্ষক পদে সততা ও দক্ষতার সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা সেচ যন্ত্র, ইঞ্জিন, মেশিন, যন্ত্রাংশ ও সারসহ কৃষি উপকরণ বিক্রয়ের একটি প্রতিষ্ঠান। ১নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী সেচ তাহার নিয়োগকর্তা। ২নং প্রতিপক্ষ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সেচ আপীল কর্তৃপক্ষ এবং ৩নং প্রতিপক্ষ সহকারী প্রকৌশলী সেচ ও ৪নং প্রতিপক্ষ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সেচ আবেদনকারীর অধস্তন কর্তৃপক্ষ। আবেদনকারী পূর্বে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে লোকেষ্ট হাউজিং প্রকল্পে ওয়ার্ক এ্যাসিসট্যান্ট হিসাবে কার্যরত থাকা কালে প্রকল্পটি বিলুপ্ত হইলে ৮-১-৭৫ ইং তারিখে প্রতিপক্ষগন আবেদনকারীকে গুদাম রক্ষক পদে স্থায়ীভাবে আত্মীকরন করেন। ৩নং প্রতিপক্ষ ১৫-৭-৯১ ইং তারিখে কতিপয়

অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগের ভিত্তিতে আসল খুচরা যন্ত্রাংশ সরাইয়া নকল যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপিত করিয়া সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধনের অজহাতে আবেদনকারীর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। আবেদনকারী যথাসময়ে অভিযোগগুলি অস্বীকার করিয়া লিখিত কৈফিয়ত দাখিল করেন এবং উল্লেখ করেন যে তিনি যে অবস্থায় মালামাল গ্রহন করিয়াছেন সেই অবস্থায় তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ও রিজিয়নাল গুদাম হইতে চালান যোগে মালামাল গ্রহন করা হয়। চালানে কোন মার্ক বা কোন দেশের তৈরী তাহার উল্লেখ থাকে না। তাই মালামাল আসল না নকল তাহা বুঝা যায়না। আবেদনকারী একজন নন-টেকনিক্যাল ব্যক্তি হওয়ায় মালামাল যাচাই করিয়া আসল নকল ঠিক করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। আবেদনকারীর কার্য্যাদি ও ৪নং প্রতিপক্ষ সর্বদা তদারক করিয়া থাকেন এবং গুদামের নিরাপত্তা প্রহরী আছে। তাই আবেদনকারীর পক্ষে মালামাল সরানো সম্ভব নহে। বৎসরের পর বৎসর মালামাল পড়িয়া থাকায় কিছু মালামালে মরিচা ধরিয়া যায়। ১নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর জবাব প্রাপ্তির পর ৩০-১১-৯১ ইং তারিখে তাহার বিরুদ্ধে একটি বিভাগীয় মামলা রুজ করেন। প্রথমে সহকারী প্রকৌশলী জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরীকে তদন্ত অফিসার নিয়োগ করা হয়, পরে তাহার পরিবর্তে সহকারী প্রকৌশলী জনাব আবদুর রশিদকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। জনাব আঃ রশিদ অক্ষমতা প্রকাশ করিলে সহকারী প্রকৌশলী জনাব শফিকুল আলমকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি তদন্তের জন্য নোটিশ দিলেও কোন তদন্ত কার্য করেন নাই। ইতিমধ্যেই ২০-৭-৯২ইং তারিখে ১৯৯১-৯২ সনের মেয়াদ কালে সহকারী প্রকৌশলী আঃ রশিদ গুদামের মালামাল যাচাই করেন এবং তিনি কোন নকল যন্ত্রাংশ বা ঘাটতি পান নাই। এই যাচাইয়ের পর সহকারী প্রকৌশলী জনাব শফিকুল আলমের পরামর্শে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটি একতরফা ও বেআইনীভাবে তদন্ত পেশ করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করেন। ১নং প্রতিপক্ষ ১৩-১২-৯২ ইং তারিখে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার তথাকথিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় মামলা রুজু করিয়া সহকারী প্রকৌশলী জনাব আমজাদ হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং খেয়াল খুশীভাবে ২৩-১২-৯২ইং তারিখে তাহার পরিবর্তে জনাব শফিকুল আলমকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। আবেদনকারী ২৮-২-৯৩ ইং তারিখে অভিযোগসমূহ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। জনাব শফিকুল আলম আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া তাহার সম্মুখে কোন সাক্ষ্য গ্রহন না করিয়া এবং তাহাকে সাক্ষীদের জেরা করিবার সুযোগ না দিয়া একতরফাভাবে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া একটি পক্ষপাতমূলক মনগড়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ১নং প্রতিপক্ষ উক্ত বেআইনী তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া ৬-৭-৯৩ইং তারিখে দ্বিতীয়বার কারন দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন। আবেদনকারী ঐ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ২৫-৭-৯৩ তারিখে জবাব দাখিল করেন। ১নং প্রতিপক্ষ একগুয়েমী ও খাম খেয়ালী করিয়া আবেদনকারীকে ২-৮-৯৩ তারিখে তথাকথিত নকল ও ঘাটতিকৃত মালামাল বাবদ ১৩,৩৩,৪৪৭.৯৬ টাকা ১০ কার্যদিবসের ভিতর জমা দিতে বলেন এবং কার্যতায় তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে মর্মে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারী ১২-৮-৯৩ ইং তারিখে ২নং প্রতিপক্ষের নিকট আপীল পেশ করেন। ২নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইতে কোন কিছু শ্রবন না করিয়া বেআইনীভাবে তাহার আপীল ১৬-১০-৯৩ইং তারিখে নাকচ করিয়া দেন। উক্ত আদেশ ৯-১১-৯৩ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া ২১-১১-৯৩ ইং তারিখে ১/২ নং প্রতিপক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ও ২২-১১-৯৩ তারিখে হাতেহাতে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন এবং আবেদনকারীকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল না করায় তিনি অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষগণ অত্র মামলায় হাজির হইয়া যৌথভাবে একখানা লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া আবেদনকারীর সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহারা বলেন যে, অত্র আকারে মামলা অচল, আবেদনকারীকে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মতে চাকুরীচ্যুত করা হয় নাই এবং তাই অত্র আদালতে তিনি কোন প্রতিকার পাইবেন না এবং অত্র মামলা তামাদি বারিত।

প্রতিপক্ষগণের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আবেদনকারীকে নন্দীগ্রাম ইউনিট-২ এর গুদাম রক্ষক হিসাবে কার্যরত থাকা অবস্থায় টাঃ ১২,১২,৮৭০.৪৫ পয়সা আসল যন্ত্রাংশের পরিবর্তে নকল যন্ত্রাংশ মজুদ করিবার জন্য এবং টাঃ ১,২০,৫৭৭.৫১ পয়সা মালামাল ঘাটতি করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আইনানুগ ও বিধিসম্মত ভাবে বিভাগীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক ও ৩ দফা নিরপেক্ষভাবে তদন্তপূর্বক তাহাকে দোষি সাব্যস্ত করা হয় এবং তাহাকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার চাকুরী প্রবিধানমালা ৩৯(ছ) নং ধারা মোতাবেক অপসারণ করা হয়। উক্ত অপসারণ আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারী যে আপীল দায়ের করেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তাহা বিচার বিশ্লেষন করিয়া খারিজ করিয়া দেন। উক্ত বিভাগীয় কার্যক্রম ন্যায়সংগত হইয়াছে। অতীতে আবেদনকারী এই সংস্থার অধীন পবা (রাজশাহী জেলা) ও জয়পুরহাট ইউনিটে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে সংস্থার মাল ঘাটতির দ্বারা আত্মসাৎ করেন এবং উক্ত ঘাটতির মূল্য ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আবেদনকারীর অতীত চাকুরী জীবন কালিমাযুক্ত এবং কলুশিত এবং তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণকালে উক্ত বিবরন সমূহ পর্যালোচনা করা হইয়াছিল। তাই আবেদনকারী অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন এবং মামলা খরচাসহ খারিজ হইবে।

আলোচ্য বিষয়

আবেদনকারী মোঃ আবদুল বাছেদ সরকার তাহার প্রার্থনা মোতাবেক ১নং প্রতিপক্ষের ২-৮-৯৩ তারিখের আদেশ বাতিল করিয়া সকল ও ঘাটতিকৃত মালামাল বাবদ টাকা প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি ও বকেয়া বেতনাদিসহ চাকুরীতে পুনঃবহালের আদেশ পাইবার হকদার কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

ইহা অস্বীকৃত নয় যে, আবেদনকারী মোঃ আবদুল বাছেদ সরকার বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন লোকষ্ট হাউজিং প্রকল্পে ওয়ার্ক এ্যাসিসট্যান্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং প্রকল্পটি বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি ৮-১-১৯৭৫ইং তারিখে প্রতিপক্ষগণের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থায় গুদাম রক্ষক পদে স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে আত্মীকরণের আদেশ পাইয়া যোগদান করেন এবং তিনি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার নন্দীগ্রাম ইউনিটে গুদাম রক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন।

আবেদনকারীর নালিশের অভিযোগ এই যে, ৩নং প্রতিপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে আসল যন্ত্রাংশ সরাইয়া নকল যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপিত করিয়া ক্ষতিসাধন করিয়াছেন মর্মে এক অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনিয়া ১৫-৭-৯১ইং তারিখে কৈফিয়ত তলব করিলে আবেদনকারী সকল বিষয় অস্বীকার করিয়া কৈফিয়ত দাখিল করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে তিনি কেন্দ্রীয় ও রিজিয়নাল গুদাম হইতে যেভাবে মালামাল পাইয়াছিলেন ঠিক সেইভাবে তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। ৪নং প্রতিপক্ষ সর্বদা আবেদনকারীর উপর তদারক করেন এবং সেখানে নিরাপত্তা প্রহরী আছে, তাই তাহার পক্ষে মালামাল সরানো সম্ভব নহে। ১নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ৩০-১১-৯১ইং তারিখে একটি বিভাগীয় মামলা রুজু করেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ

করেন। পরে ১নং প্রতিপক্ষ তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন করিয়া সহকারী প্রকৌশলী জনাব শফিকুল আলমকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। জনাব শফিকুল আলম তদন্তের নোটিশ দিয়াও তদন্ত কার্য করেন নাই। ইতিমধ্যে সহকারী প্রকৌশলী জনাব আঃ রশিদ আবেদনকারীর গুদাম ২০-৭-৯২ইং তারিখে ১৯৯১-৯২ সনের মেয়াদকালে মালামাল যাচাই করেন কিন্তু কোন অনিয়ম পান নাই। এই যাচাইয়ের পর জনাব শফিকুল আলমের পরামর্শে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং একতরফা ও বেআইনীভাবে তদন্ত শেষ করিয়া তিনি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ১নং প্রতিপক্ষ ১৩-১২-৯২ইং তারিখে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পুনরায় ভিত্তিহীন ও অসত্য অভিযোগ আনিয়া বিভাগীয় মামলা রুজু করেন এবং সহকারী প্রকৌশলী জনাব আমজাদ হোসেনকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং জনাব আমজাদ হোসেনকে পরিবর্তন করিয়া জনাব শফিকুল আলমকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। আবেদনকারী ২৮-২-৯৩ইং তারিখে সকল অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। জনাব শফিকুল আলম আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া, তাহার সম্মুখে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া এবং তাহাকে সাক্ষীদের জেরা করিবার কোন সুযোগ না দিয়া একতরফাভাবে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। ১নং প্রতিপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে ৬-৭-৯৩ইং তারিখে দ্বিতীয়বার কারন দর্শাইবার নির্দেশ দেন। আবেদনকারী ২৫-৭-৯৩ইং তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন। ১নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর জবাবের বিষয় বিবেচনা না করিয়া ২-২-৯৩ইং তারিখে তথাকথিত নকল ও ঘাটতিকৃত মালামাল বাবদ ১৩,৩৩,৪৪৭·৯৬ টাকা ১০ দিনের ভিতরে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এবং ব্যর্থতায় তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারন করা হইয়াছে মর্মে আদেশ দেন। আবেদনকারী ১২-৮-৯৩ইং তারিখে ২নং প্রতিপক্ষের নিকট একটি আপীল দায়ের করেন যাহা ১৬-১০-৯৩ইং তারিখে খারিজ হয় এবং আবেদনকারী ৯-১১-৯৩ইং তারিখে উক্ত আদেশ প্রাপ্ত হন। আবেদনকারী ২১-১১-৯৩ইং তারিখে ডাকযোগে এবং ২২-১১-৯৩ তারিখে হাতে হাতে ১/২ নং প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন। তিনি তাহার কোন প্রতিকার না পাইয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। প্রতিপক্ষের মামলার বিবরন এই যে আবেদনকারী গুদাম হইতে ১২,১২,৮৭০·৪৫ টাকা মূল্যের আসল যন্ত্রাংশের পরিবর্তে গুদামে নকল যন্ত্রাংশ মজুদ করিবার এবং ১,২০,৫৭৭·৫১ টাকার মালামাল ঘাটতি করায় তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনিয়া বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে ৩ দফা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হয়। তদন্তে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার চাকুরী প্রবিধানমালা অনুযায়ী অপসারণ করা হয়। আবেদনকারীর চাকুরীর পূর্ব খতিয়ান সুন্দর নয় এবং তাহার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে মালামাল ঘাটতি অভিযোগ আনা হইয়াছে। তাই তিনি কোন প্রতিকার পাইতে অধিকারী নহেন।

অত্র মামলার শুনানীকালে আবেদনকারী শুধু নিজেকে ১নং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শন ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯-৯(ক) ও ১০(১)-১০(৩১) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিপক্ষের কোন সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই এবং তাহাদের পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শন-ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ,ঝ,ঞ,ও ট সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

আবেদনকারীর বর্ণনা অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে ২ বার অর্থাৎ ৩০-১১-৯১ইং তারিখে (প্রদঃ-১) ও ১৩-১২-৯২ তারিখে (প্রদঃ-২) অভিযোগ আনা হয় এবং ১৩-১২-৯২ তারিখের অভিযোগের ভিত্তিতে তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল

করেন। প্রদঃ-২ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ১নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে সংস্থার আসল মালামাল সরাইয়া নকল মালামাল গুদামে রাখার, মালামালের ঘাটতি করা এবং সঠিকভাবে সংরক্ষন না করার অভিযোগ আনয়ন করেন এবং প্রাথমিক তদন্ত শেষে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে কর্তব্য কাজে অবহেলা, উদাসীনতা, অমনোযোগিতা, শঠতা, জালিয়াতি, বিশ্বাস ভংগ ইত্যাদি কাজে অভ্যস্ত বিধায় তাহার বিরুদ্ধে বি, এ, ডি,সি'র প্রবিধান ১৯৯০ এর অনুসৃত ৪০ ধারা মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা হইবে না মর্মে ১৩-১২-৯২ইং তারিখে অভিযোগনামা আনিয়া ১০ দিনের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী, পৌর বিজিয়ন, বগুড়ার নিকট কারন দর্শাইবার নির্দেশ দেন। আবেদনকারী তাহার মূল দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে ১নং প্রতিপক্ষ ২৩-১২-৯২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব আমজাদ হোসেনকে পরিবর্তন করিয়া জনাব শফিকুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সেচ), তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। প্রদর্শন-৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী মোঃ আবদুল বাছেদ সরকার ৯নং প্রতিপক্ষের আনীত অভিযোগনামার বিরুদ্ধে তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সহকারী প্রকৌশলী (সেচ) বাকৃউক, রায়গঞ্জ জোন, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জের নিকট তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একটি জবাব দাখিল করেন। প্রদঃ-৮ হইল তদন্ত প্রতিবেদন। প্রদঃ-৬ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল আবেদনকারী ২২,১২,৮৭০ ৪৫ টাকার মধ্যাংশ নকল করিয়া সংস্থার আর্থিক ক্ষতিসাধন এবং ১,২০,৫৭৭ ৫১ টাকার মালামাল ঘাটতি করেন মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। আবেদনকারী তাহার মূল আবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব শফিকুল আলম তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করেন নাই; তাহার সম্মুখে কোন সাক্ষ গ্রহন করা হয় নাই এবং তাহাকে কোন সাক্ষকে জেরা করিবার সুযোগ না দিয়া একতরফাভাবে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া একটি পক্ষপাতমূলক মনগড়া প্রতিবেদন দাখিল করেন। আবেদনকারী মোঃ আবদুল বাছেদ সরকার (১নং সাক্ষী) তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে জনাব শফিকুল আলম তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন তবে কোন সাক্ষীসাবুদ লন নাই এবং তাহাকে কোন সাক্ষীসাবুদ দেওয়ার জন্য বলেন নাই এবং এইভাবে একটি বেআইনী ইনকোয়ারী করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল করেন। আবেদনকারী (১নং সাক্ষী)র এই সমস্ত বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাহার মূল মামলায় বিষয় হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। তিনি জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব শফিকুল আলম তদন্তকালে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন, তবে তাহাকে (আবেদনকারীকে) তিনি কোন সাক্ষ্য দিতে বলেন নাই। ১নং সাক্ষী তাহাকে জেরার সময় স্বীকার করেন যে শেষ ইনকোয়ারী অফিসার জনাব শফিকুল আলম তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন এবং তিনি (আবেদনকারীকে) কোন সাক্ষ্য দেন নাই। আবেদনকারী এই বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালে আবেদনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন এবং তিনি (আবেদনকারী) তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট কোন সাক্ষ্য দেন নাই। আবেদনকারীর এই সমস্ত উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয় তদন্তকারী কর্মকর্তা অত্র মামলার আবেদনকারীকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তকালে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন অভিযোগের আলোকে অভিযোগ প্রমানের জন্য কি কি বিষয় তদন্ত করিবেন তাহা তাহার উপর নির্ভর করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি থাকে, তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট সাক্ষ্য প্রদানের প্রস্তাব করিবেন এবং যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তি

সাক্ষ্য প্রদানের ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহন না করেন তাহা হইলে তদন্ত গঠিক হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়না। অত্র মামলার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বক্তব্য হইতে প্রতীয়মানহয় তদন্তকারী কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তদন্তকালে যথাযথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। প্রদঃ-চ হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি তদন্তকালে ৭জন সাক্ষী (আবেদনকারীসহ) কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন এবং তাহার তদন্তের ভিত্তিতে তিনি প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। তাই বিভাগীয় তদন্ত সম্পর্কে আবেদনকারীর বক্তব্য সত্য নহে।

স্বীকৃত মতে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে ২য় বার কারণ দর্শাইবার নোটিশ (প্রঃ-৪) প্রদান করেন। আবেদনকারীকে বর্ণনা অনুসারে তিনি ২য় কারণ দর্শাইবার নোটিশের জবাব (প্রঃ-৫) দাখিল করেন। স্বীকৃত মতে ১নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে ২-৮-৯৩ইং তারিখের আদেশ(প্রঃ-৬) বলে চাকুরী হইতে অপসারণ করেন। উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় ১নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তাহাকে প্রাথমিক তদন্ত অন্তে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা আনায়ন করেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা তাহা তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়া আবেদনকারীকে ২য় বার কারণদর্শাইবার নোটিশ প্রদান করেন। আবেদনকারীর ২য় বার কারণ দর্শানো নোটিশের বৈফিয়ত সন্তোষজনক না হওয়ায় ১নং প্রতিপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারন করেন। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সঠিকভাবে প্রমানিত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে অবশ্যই তদন্তকালে গৃহীত সাক্ষ্যসমূহ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানে যথেষ্ট ছিল কিনা তাহার বিশ্লেষন ও পুনঃ নির্ধারন প্রয়োজন। ৪২ ডি, এল, আর এর ২৭৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত চাকা ডাইং বনাম চেয়ারম্যান ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা এবং অন্যান্য মামলার এক সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে ,'Labour Court can not act as an Appellate Court in deciding cases by giving a finding of its own on re-assesement of evidence" সুতরাং অত্র মামলায় অত্র আদালত আপীল আদালত হিসাবে তদন্তকারী কর্মকর্তার গৃহীত সাক্ষ্যাদি পুনঃ মূল্যায়ন করিতে পারে না। উপরোক্ত মামলায় এই মর্মে আরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে "In the present cases the Labour Court acted beyond jurisdiction in re-assessing the examined by a domestic Inquiry Committee and hence it is without lawful authority". অত্র মামলায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তাহার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একটি বিভাগীয় মামলা রুজু হয় এবং সেই মামলায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তদন্ত হয় এবং সেই তদন্তে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল হয়। সুতরাং উপরের সিদ্ধান্তের আলোকে অত্র আদালত তদন্ত কমিটি কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্যসমূহ পুনঃ মূল্যায়ন করিতে পারে না।

আবেদনকারী তাহার মূল আবেদনে উল্লেখ করেন যে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের পর ২০-৭-৯২ইং তারিখে সহকারী প্রকৌশলী জনাব আঃ রশিদ ১৯৯১-৯২ সনের মেয়াদ কালে তাহার গুদাম যাচাই করেন এবং তিনি কোন নকল যন্ত্রাংশ ও মালামাল ঘাটতি পান নাই। প্রতিপক্ষগন তাহাদের লিখিত বর্ননায় আবেদনকারীর বক্তব্য সম্পর্কে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই কিন্তু অত্র মামলার শুনানীকালে প্রতিপক্ষগনের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে আবেদনকারী জনাব আঃ রশিদকে বাধ্য করাইয়া একটি মিথ্যা রিপোর্ট হাসিল করেন এবং তাহার পর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানিতে পারিয়া জনাব আঃ রশিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহন করিয়াছেন। প্রদঃ-ঝ হইল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেচ), বাকৃউক, বগুড়া সার্কেল, বগুড়া কতৃক জনাব আঃ রশিদ উর্ধতন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সেচ), বিএডিসি, গাবতলী ইউনিট, গাবতলী এর উপর

ইস্যুকৃত কৈফিয়ত তলবের নোটিশ। প্রদঃ-ঝ হইতে প্রতীয়মান হয় নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ) বিএডিসি, বগুড়া রিজিয়ন-১, বগুড়া তাহার ২৩-৬-৯২ ইং তারিখের ১৩৬০ নং স্মারকমূলে জনাব আঃ রশিদকে ১৯৯১-৯২ সালে নন্দীগ্রাম (সেচ) ইউনিট-২ এর গুদাম সরেজমিনে চাক্ষুষ যাচাই করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি (জনাব আঃ রশিদ) যথাযথভাবে ষ্টোরে রক্ষিত মালামালের গুণাগুণ যাচাই না করিয়া একটি মনগড়া প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং উক্ত প্রতিবেদন ভুয়া হিসাবে প্রতীয়মান হয়। উক্ত কৈফিয়ত তলবের নোটিশ দ্বারা জনাব আঃ রশিদের বিরুদ্ধে তাহার কর্তব্য কাজে চরম অবহেলা, স্বেচ্ছাচারিতা, অফিসের নিয়ম-শৃংখলা ভংগ, প্রতারণা, প্রভৃতির অভিযোগ আনা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে জনাব আঃ রশিদ কর্তৃক আবেদনকারীর গুদামের মালামাল চাক্ষুষ যাচাই করার ১৯৯১-৯২ সনের প্রতিবেদন বিতর্কিত এবং উক্ত প্রতিবেদনকে সঠিক ও সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাই প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর উক্ত উক্তি সম্পর্কে লিখিত জবাবে কিছু না বলিলেও জনাব আঃ রশিদের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনকে আবেদনকারীর অনুকূলে বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

অত্র মামলার শুনানীকালে আবেদনকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, আবেদনকারীর গুদামে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গুদাম হইতে কোন দেশের কি পরিমাণ মালামাল চালান সহকারে রাখা হইয়াছিল এবং তদন্তকালে কোন কোন দেশের কি পরিমাণ মাল সরানো হইয়াছিল সেই মর্মে প্রতিবেদনে কোন উল্লেখ নাই এবং তাই আবেদনকারীকে কথিত সকল মাল রাখিবার অভিযোগে দায়ী করা চলে না। নিঃসন্দেহে আবেদনকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে যুক্তি আছে। তবে তাহার বক্তব্য বিবেচনা করিতে হইলে আমাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত সাক্ষ্যসমূহ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে অত্র আদালত এর আপীল আদালত হিসাবে কোন বিভাগীয় মামলার সাক্ষ্যাদি পুনঃমূল্যায়ন করিবার এখতিয়ার নাই। সুতরাং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য আবেদন কারীকে কোন রকম সাহায্য করে না।

আবেদনকারী তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে তাহার কাজকর্ম পর্যালোচনার জন্য একজন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছেন এবং তাহার অনুমতি ছাড়া কোন গুদাম খোলা হয় না বা কোন মালামাল বাহির করা হয় না। তিনি আরও বলেন যে উক্ত গুদামে দায়োয়ান, পিয়ন, মেকানিক ও সহকারী মেকানিক আছেন। স্বীকৃতমতে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট গুদামের গুদাম রক্ষক এবং তিনি উক্ত গুদামের মালামালের রক্ষক। আইনের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট গুদামের চাবী তাহার কাছেই থাকে। সুতরাং গুদামের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আবেদনকারীর উপর। কিভাবে আসল যন্ত্রাংশ সরাইয়া নকল যন্ত্রাংশ গুদামে রাখা হইল সেই সম্পর্কে আবেদনকারীকেই জবাবদিহি করিতে হইবে এবং তাহার সংগে কর্মরত অন্যান্য কর্মচারীকে কোন জবাবদিহি করিতে হইবে না। সুতরাং উপরে বর্ণিত কর্মচারীগণ গুদামে কর্মরত থাকিলেও কথিত ঘাটতি কিভাবে ঘটিল তাহার কৈফিয়ত একমাত্র আবেদনকারীকেই দিতে হইবে। তাই আবেদনকারীর উপরের বক্তব্যসমূহ সঠিক ও সুন্দর নহে।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে আবেদনকারীকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ এর ৩৯(ছ) ধারা মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩৯(ছ) ধারায় বলা হইয়াছে যে কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী কর্পোরেশন বা জাতীয় নিরাপত্তা হানিকর বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগত কর্পোরেশন বা জাতীয় নিরাপত্তা হানিকর বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা সমীচীন নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারেন।

বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে, আবেদনকারী কর্পোরেশনের গুদামের আসল যন্ত্রাংশ বদলাইয়া তাহার ঘাটতি করিয়া এবং তাহার অবহেলার ফলে কিছু যন্ত্রাংশে মরিচা ধরাইয়া আর্থিক ক্ষতিসাধন করিয়াছেন এবং তাই তাহার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। তিনি এই প্রসংগে বলেন যে, আবেদনকারী বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে অত্র মামলা দায়ের না করায় তাহার মামলা তামাদি বারিত হইতেছে। আমরা সাক্ষ্য প্রমাণে পাইয়াছি যে, আবেদনকারীকে ২-৮-৯৩ ইং তারিখের দপ্তরাদেশ (প্রদঃ-৬) মূলে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে। আবেদনকারী বলেন যে, তিনি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন এবং আপীলের রায় প্রাপ্তির পর তিনি গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন এবং গ্রিভান্স পিটিশনের কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি অত্র মামলা দায়ের করেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার কর্মচারী প্রবিমানমালা, ১৯৯০ এর ৪৮ ধারামতে আপীল করিবার বিধান আছে। প্রদঃ-৭ হইতে প্রতীয়মান হয় আবেদনকারী তাহার অপসারণের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেচ), বাকৃউক, বগুড়া সার্কেল, বগুড়া বরাবর আপীল দায়ের করেন। আবেদনকারীর স্বীকৃতমতে উক্ত আপীলটি ১৬-১০-৯৩ইং তারিখের আদেশ (প্রদঃ-৮) বলে নামঞ্জুর হয়। আবেদনকারী তাহার মূল আবেদনে উল্লেখ করেন যে, তিনি ৯-১১-৯৩ইং তারিখে উক্ত আপীল খারিজের আদেশ প্রাপ্ত হন এবং তিনি ২১-১১-৯৩ইং তারিখে গ্রিভান্স পিটিশন রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে দাখিল করেন। আবেদনকারীর বক্তব্য অনুসারে দেখা যায় তিনি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ীয় আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধানমতে অর্থাৎ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে অনুযোগ (গ্রিভান্স পিটিশন) পেশ করেন নাই। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ীয় আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারায় কোন শ্রমিককে অনুযোগের কারণ উদ্ভব হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে রেজিষ্টিকৃত ডাকযোগে তাহার মালিকের নিকট অনুযোগ পেশ করিতে হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। এখানে এমন কোন কথা বলা হয় নাই যে, উক্ত অনুযোগের বিষয় জানিবার পর শ্রমিককে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে মালিকের নিকট অনুযোগ পেশ করিতে হইবে। অত্র মামলার আবেদনকারীর আপীল ১৬-১০-৯৩ইং তারিখে নামঞ্জুর হওয়ায় তাহার অনুযোগ পেশ করিবার কারন উদ্ভব হয়। আবেদনকারী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধানমতে বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে মালিক বরাবর অনুযোগ পেশ করেন নাই। আবেদনকারী কিভাবে ৯-১১-৯৩ইং তারিখে তাহার আপীল নামঞ্জুরের আদেশ প্রাপ্ত হন সেই মর্মে কোন ব্যাখ্যা দেন নাই বা সেই মর্মে তিনি কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন নাই। সুতরাং আবেদনকারী ৯-১১-৯৩ ইং তারিখে তাহার আপীল নামঞ্জুরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারায় আরও বলা হইয়াছে যে ঐরূপ অনুযোগ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে মালকবিষয়টি অনুসন্ধান করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে শুনানীর সুযোগ দিবেন। উক্ত আইনের ২৫(খ) ধারায় বলা হইয়াছে যে ২৫(ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক শেষ তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে অথবা মালিক কর্তৃক সিদ্ধান্ত দেওয়ার দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে শ্রমিক এখতিয়ার সম্পন্ন শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন। অত্র মামলার নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় আবেদনকারী ১১-১২-৯৩ইং তারিখে অত্র অভিযোগ মামলা দায়ের করিয়াছেন। উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে অনুযোগ মালিক বরাবর পেশ করেন নাই এবং পরে তিনি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে অত্র অভিযোগ মামলা দায়ের করেন নাই। সুতরাং অত্র অভিযোগ মামলা তামাদি বারিত হইতেছে

আবেদনকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রথমে নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ) বাকুউক নিয়োগ কর্মকর্তা ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিয়োগ কর্তা হন। তাই ১নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী আবেদনকারীকে চাকুরী হইতে অপসারণ করায় তাহা বৈধ হয় নাই। আবেদনকারীর স্বীকারমতে ১নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী নিয়োগ কর্মকর্তা ছিলেন। ইহা পরিবর্তিত হইয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবেদনকারীর নিয়োগ কর্মকর্তা হইয়াছেন সেই মর্মে আবেদনকারীর পক্ষে কোন কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই। আমরা সাক্ষ্য প্রদানে দেখিয়াছি যে ১নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী, বাকুউক, বগুড়া রিজিয়ন, বগুড়া। আবেদনকারীকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিয়াছেন এবং আবেদনকারী তাহার অপসারণ আদেশের বিরুদ্ধে ২নং প্রতিপক্ষ তত্ত্বাবধায়ক (সেচ) বাকুউক, বগুড়া সার্কেল এর নিকট আপীল দায়ের করেন এবং ২নং প্রতিপক্ষ উক্ত আপীল নামঞ্জুর করিয়া দেন। আবেদনকারী (১নং সাক্ষী) তাহার জেরায় স্বীকার করেন যে নিয়োগকারী উপরওয়ালা হইলেন আপীলেট অথোরিটি। অত্র মামলার ১নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে চাকুরী হইতে অপসারণ করায় তিনি ২নং প্রতিপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। আবেদনকারীর বর্ণনামতে ১নং প্রতিপক্ষ নিয়োগকারী হওয়ায় তাহার উপরওয়ালা আপীলেট অথোরিটি হিসাবে ২নং প্রতিপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ২নং প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক আবেদনকারীর অপসারণ আদেশ বহাল রাখিয়াছেন। সুতরাং আবেদনকারীর বর্ণনা মতে কথিত অনিয়ম অপসারণ হইয়াছে। তাই আবেদনকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যে কোন সারমর্ম নাই।

প্রতিপক্ষ অভিযোগ করেন যে আবেদনকারীর পূর্বেই সার্ভিস সন্তোষজনক নহে এবং তিনি রাজশাহী জেলার পবা ও জয়পুরহাট ইউনিটে কর্মরত থাকাকালীন আবেদনকারীর সংস্থার মাল ঘাটতি দ্বারা আত্মসাৎ করেন এবং ঐ ঘাটতির মূল্য তাহার নিকট হইতে আদায় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আবেদনকারী (১নং সাক্ষী) তাহার জবানবন্দিতে স্বীকার করেন যে, জয়পুরহাটে কর্মরত থাকাকালীন মবিলের মূল্য বাবদ ৩৪৪৮·১৮ টাকা জমা দিয়াছেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি পবা ইউনিটের থাকাকালীন ৩১২৫·০০ টাকার মালামাল ঘাটতি হয় এবং তাহা অডিট অবজেকশন হইয়াছিল, তিনি কেস করায় তাহার ঐ টাকা দেওয়া লাগে নাই। আবেদনকারীর স্বীকারোক্তি মতে দেখা যায় তাহার চাকুরীর পূর্ব খতিয়ান সন্তোষজনক নহে।

উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও সাক্ষ্যাদি বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হইলাম যে, আবেদনকারী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। তাই অত্র মামলা ডিসমিসযোগ্য।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র অভিযোগ মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারের বিনা খরচায় নামঞ্জুর হয়।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং ১৭/৯৩

বাদী : মহা-ব্যবস্থাপক, পটিক পক্ষে জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ,
জ্যেষ্ঠ শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ, পঞ্চগড়।

বনাম

আসামী : মোঃ মতিয়ার রহমান, পিতা মনির উদ্দীন সরকার, গ্রাম ভীমপুর হাজীপাড়া, থানা বদরগঞ্জ, পোঃ নিলালপুর, জেলা রংপুর, সি, ডি, এ, পঞ্চগড় সুগার মিলস।

১। জনাব খাজা মইনুদ্দীন, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২২, তারিখ ৯-৬৭-৯৬ ইং।

অদ্য মামলাটি যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজাদী পূর্বেই প্রদর্শিকা চিহ্নিত হইয়াছে। কিন্তু কোন ফিরিস্তি করা হয় নাই। তাই, এখন ফিরিস্তি করা হইল।

বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

আসামী নিজেই মামলায় হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব আনোয়ারুল হক ও শ্রমিক পক্ষ সদস্য জনাব রফিকুল ইসলাম দুলাল দ্বারা বেঞ্চ গঠিত হইল।

মামলাটি যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

অভিযোগকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শুনা হইল। তখন আসামী মতিয়ার রহমান তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করিয়া একখানা দরখাস্ত দাখিল করেন এবং তাহার অপরাধের জন্য আদালতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

আসামী মতিয়ার রহমানকে ডকে হলফান্তে পরীক্ষা করা হইল এবং তাহার জবানবন্ধি লিপিবদ্ধ করা হইল।

নিম্নোক্ত রায় প্রদান করা হইল :—

ইহা একটি ১৯৬৯সনের শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ধারার ফৌজদারী মামলা।

আবেদনকারী মোঃ আব্দুল আজিজ, জ্যেষ্ঠ শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ, ঐ মিলের মহা-ব্যবস্থাপকের পক্ষে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন। তাহার নালিশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আসামী মোঃ মতিয়ার রহমান, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিমিটেডে সি, ডি, এ, হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন ৩৪ জন ইক্ষু চাষীর ভুয়া বীজ সরবরাহ আদেশের বীজ মূল্য মিল হইতে পরিশোধ করাইয়া মোঃ ২,৮৪,৯৯১·৬৫ পয়সা আর্থিক ক্ষতিসাধন করেন। তাই কর্তৃপক্ষ ১০-১২-৯১ ইং তারিখে আসামীকে বরখাস্ত করেন। আসামী মতিয়ার রহমান অত্র আদালতের অভিযোগ ১/৯২ নং মামলা দায়ের করেন এবং আই, আর, ও; ৭৩/৯১ নং মামলা করেন। মামলা দুইটি একত্রে বিচারে ৬-৪-৯৩ ইং তারিখে মঞ্জুর হয় এবং আসামীকে পুনর্বহালের নির্দেশ হয়। কিন্তু অর্থ আত্মসাতের ব্যাপারে পুনঃ তদন্তের কোনরূপ বাধা হইবে না মর্মে বলা হয়। ২৬-৯-৯৩ ইং তারিখে ঐ অভিযোগের ভিত্তিতে

আসামীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং জবাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হইলে তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন। কিন্তু জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। আসামীকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাঁজির হওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি হাজির না হইয়া মহা-ব্যবস্থাপকের বরাবর মিথ্যা উক্তি যথা, "গত ২২-১১-৯৩ ইং আপনি নিজেই শ্রম আদালতে হাজিরা প্রদানপূর্বক জামিননামায় আদালতের আদেশ যথাযথভাবে পূর্ণ করিবেন বলিয়া স্বীকৃতিপূর্বক সহি করিয়াছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক জামিনপ্রাপ্ত হইয়াছেন" মর্মে মিথ্যা উক্তি প্রদান করেন। তিনি অপর এক দরখাস্তে "২৫৭৫ নম্বর যোগাযোগী পত্রের বিপরীতে উক্ত পত্রের অবৈধতার বিরুদ্ধে সি, আর, ৯/৯৩ নং মোকদ্দমা শ্রম আদালতে দাখিলের কারণে ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম স্থগিতকরণ করা হইয়াছে" মর্মে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি অপর এক দরখাস্তে,"২৫৭৫ নম্বর সাময়িক কর্মচ্যুতি পত্রে শ্রম আদালতে নিষ্পত্তিকৃত ১৯৮৬ হইতে ১৯৮৮ সালের ৩১শে জুন ইক্ষু চাষীগণের ভুয়া বীজ সরবরাহ আদেশ পত্র মারফত টাকা আত্মসাতের ঘটনা সম্পূর্ণ নূতনভাবে সংযোজন করা হইয়াছে যাহা পৃথিবীতে বিরল দৃষ্টান্ত এবং আদালতের নিষ্পত্তিকৃত বিষয়বস্তু নবরূপে সংযোজন করিয়া অভিযোগপত্রে আনয়ন বিধিবহির্ভূত ও সম্পূর্ণ অবৈধ" মর্মে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি এইরূপ মিথ্যা বিবৃতি দিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ধারায় অপরাধ করিয়াছেন।

অভিযোগকারীকে পরীক্ষান্তে আসামীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে লওয়া হয়। বিচারের সময় আসামীর বিরুদ্ধে যথারীতি অভিযোগ গঠন করা হয়, সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়।

অত্র মামলার যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আসামী একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া আসামী নিজের অপরাধ যথা মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া স্বীকার করেন এবং আদালতে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। সেই মোতাবেক আসামীকে পরীক্ষা করিয়া তাহার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি জবানবন্দীকালে অপরাধ স্বীকার করিয়া আদালতে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ধারায় কোন মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ায় অপরাধের কথা বলা হইয়াছে। আসামী মিলের মহা-ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি দিয়াছেন মর্মে স্বীকার করেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আসামী ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ধারার অপরাধ করিয়াছেন এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

আসামী নিজে তাহার অপরাধের কথা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় তিনি তাহার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। আসামীর বিরুদ্ধে আর কোন অপরাধের কথা আমাদের জানা নাই। তাই আমার মনে হয় আসামীকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দিয়া তাহাকে লঘু দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হইল

আসামী মতিয়ার রহমানকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ধারার অপরাধী পাইয়া আদালত উঠিয়া যাওয়া পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা করা হইল।

আসামীকে ৪-৮-৯৬ ইং তারিখের মধ্যে জরিমানার টাকা জমা দেওয়ার জন্য বলা হইল।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

IN THE LABOUR COURT, RAJSHAHI DIVISION, RAJSHAHI.

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Anwarul Haque, for the Employer.
2. Mr. Rafiqul Islam Dulal, for the Labour.

Thursday, the 18th August 1996.

Complaint Case No. 50 of 1992

Md. Abdul Wahab, S/O, Md. Wazed Ali, Vill. Alipur, P.O. Patol, P.S. Kalihati, Dist. Tangail—*Petitioner.*

Versus

1. General Manager, Serajganj Pally Bidyut Samity, Ullapara, Railway, Station, P.O. Ullapara, Dist. Serajganj.
2. Assistant General Manager, Sadharan Seba), Serajanj Pally Bidyut Samity Ullapara, Railway Station, P.O. Ullapara, Dist. Serajganj—*Opposite Parties*

1. Mr. Abul Kashem, Advocate for the Petitioner.
2. Mr. Masheur Rahman, Advocate for the Opposite Parties.

JUDGMENT

This is a Complaint Case under Section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

The case of the petitioner Md. Abdul Wahab is, in short, that the petitioner was appointed in the post of Store Keeper on 21-3-81 in the Habiganj Pally Biduty Samity. He was then transferred to Natore Pally Bidyut Samity on 18-7-87 and then to Serajganj Pally Bidyut Samity on 15-8-91. His monthly pay was Tk. 3430 plus House rent and Medical allowance benefit. O.P. No. Assistant General Manager, Serajganj Pally Bidyut Samity brought some false and baseless allegations and directed the petitioner to show cause Vide Memo No. Admn.-02(237)/92/2267 dated 30-8-92, The petitioner submitted his written

explanation on 1-9-92 denying all the allegations. O.P. No. 2 on being instructed by O.P. No. 1 General Manager, Serajganj Pally Bidyut Samity suspended the petitioner with effect from 2-9-92 on the assertion that the writteo explanation given by the petitioner was not satisfactory and directed him to sign Daily Hazira in the Office Vide Memo No. Admn.-02/237)/92/2311, dated-2-9-92. The O.Ps. consituted an Inquiry Committee vide Memo No. Admn, -08/92(99)/2350, dated 3-9-92. O.P. No. 2 brought charge against the petitioner vide Memo No. Admn.-02(237)/92/(99)/2356, dated 5-9-92 and directed the petitioner to appear before the Inquiry Committee for hearing and filing records, if any. The petitioner appeared before the Inquiry Committee and submitted his statements by denying all the allegations brought against him, but the petitioner was not given any chance to defend himself. O.P. No. 2 directed the petitioner vide Memo No. Admn.-02(237)/92/2615, dated 23-9-92 to submit explanation within 3 days to General Manager asto why disciplinary action should not be taken against him on the assertion that the charge brought against the petitioner was proved. The petitioner submitted his written explanation to the General Manager on 26-9-92' O.P. No. 2 dismissed the petitioner from service vide Memo No. Admn.-02(237)/92/2653, dated 26-9-92 and he sent the same to the petitioner in the address of his village house at Tangail and the petitioner got the same on 6-10-92. The dismissal order was not sent to the petitioner at his place of posting. The petitioner sent grievance petition praying for rein statement in the service vide registered post to O.Ps. on 17-10-92. O.Ps. have not given any reply to his grievance petition. The committee constituted under Memo No. Admn.-02(237)/92/(99)/2350, dated 3-9-92 was not at all impartial and legal. The Inquiry Committee submitted the report illegally and ulawfully Hence the petitioner filed this case for reinstatement in service.

O.Ps. have contested the case by filing a joint written statement deyning most of the material allegations made in the petitioner and contending inter alia that the petitioner has filed this case on false, concocted and collusive grounds that the case is not maintainable in its present form and the case is varred under principles of sections 23 and 23(a) of the Rural Electrification Board Ordinance.

Defence case is, in short, that the petitioner was Store Keeper of Sylhet Pally Bidyut Samity. He was then transferred to Natore Pally Bidyut Samity During his service at Natore, General Manager, Natore Pally Bidyut Samity directed him to show cause vide Memo No. Napbis-1/G S/10200-3/91/2007 dated 6-7-91 for his apathy to maintain the ledger and goods properly, for his disparity to supply goods to the Contractors, unnecessary delay to submit statement etc. The petitioner failed to reply satisfactorily. The petitioner was censured on humanitarian ground on 4-12-90. The Assistant General Manager, Natore Pally Bidyut Samity by his Memo No. Napbis-l/Nipor/44-89/1472, dated 27-9-89 served a warning notice upon the petitioner for Violating the principles of supplying goods, keeping the goods in haphazardly in the Storeyard and Store and unnecessary dispute with Assistant. The Assistant General Manager (Genl. Admn.), Natore held inquiry against the petitioner and found inconsistency regarding fare of Tk. 10,000 for bringing goods to the Store and excused him by serving a warning notice upon him vide Memo No. Napbis-1/L.200-3/01/89/11/1160, dated 15-8-89. The petitioner withdrew a bill of Tk. 6,900 in lieu of Tk. 3,800 for bringing goods from

Chittagong and the matter was inquired by the Assistant General Manager on 24-6-89. Assistant General Manager directed him to show cause and the petitioner failed to explain the same. General Manager, Habiganj Pally Bidyut Samity deducted Tk. 14,040·91 from the G.P.F. and Gratuity of the petitioner for short of goods in the godown and he informed the General Manager, Natore vide his Memo No. Hopbis-500.29/1070/89, dated 30-5-89. The petitioner did not change his habit after joining here and he was served with warning notices on 7-6-92 for leaving Store Ticket without signature of the authority. The petitioner was served a notice directing him to show cause for his unwillingness to work, personal gain, disobeying the discipline of the Samity and inefficiency. He submitted an explanation and his explanation was not satisfactory and accordingly an Inquiry Committee was constituted. In the Inquiry it was found that he foreged some parers regarding Store Ticket Nos. 2837, 2842, 2853. 2854, 2855 and 2856 and misappropriated money by preparing excess bill. It was also found that the petitioner had no control over his Store and the Contractors had control over the Store and the Store Tickets, Store report regarding issue and receiving were found over written and accordingly the petitioner was directed to show cause vide Memo No. Admn.-02/(237)/92/2267. dated 30-8-92, His explanation was not satisfactory and as such he was placed under suspention vide Memo No. 02/(237)/92/2311, dated 2-9-92 Subsequently charge was fromed against the petitioner vide Memo No. Admn. 02(237)/92/(99)/2356, dated 5-9-92 and inquiry was held on 3-9-92. In the inqury the charge was provel against him. The petitioner was given chance to defend himself. The petitioner was then directed to show cause as to why disciplinry action should not be taken against him vide Memo No. Admn.-01/(237)/92/2695 dated 23-9-92. The petitioner submitted a vague explanation which was not satisfactory. The petitioner was then discharged from the service on 2-9-92 So the petitioner is not entitled to get relief and the case is liable to be dismissed with cost.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Is the case maintainable in its present form ?
2. Was the petitioner illegally dismissed from service ?
3. Is the petitioner entitled to get an order for reinstatement in service with back wages ?
4. What relief, if any, is the petitioner entitled to ?

FINDINGS AND DECISION

All the points have been taken up together for the sake of convenience of discussion and brevity.

At the time of hearing of the case the petitioner only examined himself as P.W.I who stated the case of the petitioner. Decuments marked Exts. 1,2,3,4,5,6,7,8-8(ka),9,10,11 and 12 were admitted in the evidence on behalf of the petitioner. On the other hand the O. P. examined 2 witnesses including Md. Mizanur Rahman. Enforcement Co-ordinatior, sirajganj Pally Bidyut Samity as D.W. 1 who stated the defence case. Decuments marked Exts.

Ka, Kha, Ga, Gha, Umo, Cha, Chha, Ja, Jha, Eno, Ta, Ta(1), Tha. Tha(1), Da, Dha, Dha(1), Na Na(1), Ta, Tha and Tha were admited into evidence on be half of the O.Ps.

It is admitted that the petitioner Md. Abdul Wahab was appointed in the post of Store Keeper on 21-3-81 in Habiganj Pally Bidyut Samity and he was then transferred to Natore Pally Bidyut Samity on 18-7-87 and then to Sirajganj Pally Bidyut Samity on 15-8-91 in the same post. Petitioner's contention is that O.P. No. 2 directed him to show cause on some false and baseless allegations and accordingly he submitted a written explanation. O.P. No. 2 on being instructed by O.P. No. 1 suspended the petitioner and some charges were brought against him. An Inquiry Committee was formed and the petitioner was directed to appear before the Inquiry Committee. The petitioner appeared before the Inquiry Committee and submitted his statments by denying all the allegations brought against him. The petitioner was not given any chance to defend himself and after submitting the Inquiry report by the inquiry Committee the petitioner was second time directed to show cause. The petitioner was dismissed from the service. The petitioner asserts that the Inquiry report is illegal and unlawful and his dismissal order is also illegal. On the other hand defence contention is that the petitioner had hafit of corruption. Specific charges were brought against him, he was suspended, an inquiry was held by an Inquiry Committee constituted properly, the charges brought against the petitioner were proved and subsequently the petitioner was dismissed from the service.

Ext. 1 is the photostat copy of Memo No. Admn. -02/(237)/92/2267, dated 30-8-92. Ext. 1 shows that Assistant General Manager (Genl. (Seba), Sirajganj Pally Biddut Samity directed the petitioner to show casue to the General Manager asto why disciplinary action should not be taken against him for his corruption, misconduct and his activities against the Samity and for misappropriation of materials. It is true that he submitted a written explanatition (Ext. 2) to the General Manager, Pally Biduyt Samity, Sirajganj. It is admitted that the petitioner was suspended vide Memo No. Admn.-02(237)/92/2311, dated 2-9-92 (Ext. 3 by the authority. Ext. 4, the Memo No. Admn.-02(237)/92(99)/2356, dated 5-9-92 shows that the petitioner allowed the Contractors of M/S. Dealta Engineering and M/S, R.R.. Khan & Company to withdraw bill of excess Tk. 24,000 and the Contractors would control him and the petitioner maintained the Official recorded by over writing his at etc. The petitioner Abdul Wahab (P.W. 1) admitted in his deposition that an Inquiry Committee was formed and he appeard before the Inquiry Committee as per direction of the Inquiry Committee and he accordingly replied their questions put to him at the time of inquiry. Ext. Cha series are the statements made by the witnesses before the Inquiry Committee. Ext. Cha Series show that the Inquiry Committee examined five Witnesses including the petitioner. In answering a question the petitioner (P.W. 1) stated before the Inquiry Committee that in discharing his duties he made some mistakes. He also made statements before the Inquiry Committee that he would be cautious in future. These statements of the petitioner proved that in discharging his durties he committed some worng. In answering another question the petitioner made statements before the Inquiry Committee that he could not abide by the genuinness of his activities and he stated that he would not do so in future. In answering another question in respect of charge Ticket Nos. 2853, 2854, 2855 and 2856 that the Contractors pressed him in doing so. All these statements

of the petitioner before the Inquiry Committee indicate that he directly admitted his illegal activities. P.W. 1 stated in his deposition that the Inquiry Committe pressed him in making the statements before them. The statements of the petitioner (P.W. 1) cannot be relied upon. Because the petitioner, if he was so pressed in answering the questions would surely make such statements in his petition. Moreover the petitioner could easily brought to the notice of the authority that the Enquiry Committee pressed him for making statements. So all these go the prove that the petitioner made statements before the Inquiry Committee admitting the charges brought against him. Moreover, the petitioner wrote all the answers of the questions put by the Inquiry Committee and at the last stage of his statement the petitioner made an endorsement to the effect that he went through questions (put by the Inquiry/Committee) and he replied all the questions according to his knowledge and without any influence of others and at last he put his signature. Therefore, having regard to out above findings we see that the petitioner was given opportunity to be heard and, thus, he was given chance to defend himself. Now a question arises whether the charges brought against the petitioner were true or not and the Inquiry was proper. In doing so we are to re-assess the evidences uecorded by the Inquiry Committee. In the case of Dhaka Dying Versus Chairman, 2nd Labour Court, Dhaka and others reported in 42 D.L.R. at Page 278 their Lordships held that Labour Court can not act as an Appellate Court in deciding cases by giving a finding of its own on reassessment of evidences. In view of my above fiindings I hold that this Labour Court has no jurisdiction to re-assess the evidences recorded by the Inquiry Committee and to say whether the charges were true or not.

The Learned Advocate appearing on behalf of the petitioner drew my attention to section 2(1) of Chakuri Bidhi of Sirajganj Pally Bidyut Samity and contended that the Appointing authority (Neog Karta) means empowered Samity Board or General Manager of the Samity. He further contended that the Assistant General Manager had no authority to bring charge sheet against the petitioner. In this case we have seen earlier that the petitioner was directed to show cause by the Assistant General Manager and the petitioner was directed to submit the explanation to the General Manager. Though there is no specific evidences on this point, it indicated that the Assistant General Manager acted according to the instruction of the General Manager of the Samity. At the time of hearing of the case the O.Ps. filed some paper which shows that the General Manager passed on order for dismissal of the petitioner from service for his corruption, inefficiency and misconduct. So, the defect, if any, was cured by the order of the General Manager of the Samity.

As per case of the petitioner, the petitioner was dismissed from the service vide Memo No. Admn.-02(237)/92/2653, dated 26-9-92 (Ext. 7). The petitioner states in his petition that he submitted grievance petition on 17-10-92 (Ext. 8) by registered post. Section 25(1)(a) of the Employment fo Labour (Standing Orders) Act, 1965 provides that the worker concerned shall (submit) his grievance to the employer in writing by registered post within fifteen days of the occurrence of the cause of such grievance. So, it is seen that the petitioner did not file the grievance petition within the statutory period of limitation from the date of the occurrence of the cause of such grievance. As per section 25(1)(a) the employer shall Within fifteen days of receipt of such grievance

enquire into the matter, give the worker concerned an opportunity of being heard and communicate his decision in writing to the said worker. In this case there is no evidence in record that the employer enquired into the metter and communicate his decision to the petitioner. As per section 25(1)(b) the petitioner is to come to the Labour Court having jurisdiction, if the employer fails to give the decision under clause (i) or if the worker is dissatisfied with such decision within thirty days from the date under clause (a) or within thirty days from the date of the decision. It appears from the record that the petitioner brought this case on 16-11-92. So, having regard to my above finding and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the case is hopelessly barred by limitation.

The learned Advocate appearing on behalf of the O.Ps. contended that the case is not maintainable in this Court as the Pally Bidyut Samity is not a Shop, Commercial Establishment, Factory and Industry. He referred me to Section 23(A) of the Rural Electrification Board (Amendment) Ordinance, 1987 (ORDINANCE NO. XV of 1987) which runs thus :- "Not withstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Board or a Samity shall not be construed as a shop", "commercial establishment". "factory" or "industry" within the meaning of the Shops and Establishments Act, 1965 (E. P. Act VII of 1965), the Factories Act, 1965 (E.P. Act IV of 1965(, or the Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969". It is true that the petitioner was an employee of Sirajganj Pally Bidyut Samity. It is no doubt that Sirajganj Pally Bidyut Samity is a Samity under the Rural Electrification Board. It appears from the record that the petitioner has brought this case under Section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. So, in view of my above findings I hold that the petitioner's case is not maintainable in this Court.

Therefore, having regard to my above finadings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidence on record I hold that the petitioner is not entitled to any relief sought for.

I, therefore, reply the point under determination in the negative.

The learned Members are discussed and consulted with.

Hence, it is

ORDERED

that the Complaint Case is dismissed on contest against O.P. Nos. 1 & 2 without any order asto cost.

SUDHENDU KUMAR BISWAS
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

PRESENT : Sudhendu Kumar Biswas
Chairman,
Labour Court Rajshahi.

MEMBERS : 1. Mr. Azizur Rahman for the Employer.
2. Mr. Alauddin Khan, for the Labour.

Tuesday, the 6th day of August, 1996

Complaint Case No. 51/1992

Md. Shariful Alam, Dismissed Cane Development Assistant, Cane Department, Shyampur Sugar Mills Ltd., Vill. Matukpur, P.O. Kolkanda, Dist. Rangpur—*Petitioner.*

Versus

1. General Manager, Shyampur Sugar Mills Ltd., Shyampur, Rangpur.
2. Agriculture Manager, Shyampur Sugar Mills Ltd., Shyampur, Rangpur—*Opposite parties.*

1. Mr. Shah Md. Kamal Chowdhury, Advocate for the petitioner.
2. Mr. Korban Ali, Advocate for the Opposite Parties.

JUDGEMENT

This is a Complaint Case U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

The case of the petitioner Md. Shariful Alam is, in short, that he was appointed in the post of Cane Development Assistant Grade-I on 16-10-1981 in the Shyampur Sugar Mills Ltd. under Opposite Parties and he had been serving there by discharging his duties to the satisfaction of the authority upto 10-11-92. He was promoted to the post of Senion Assistant in 1985 In the year 1990-91 (October/90—September/91 a Cane Production Centre was opened at Garagram, Magura and the petitioner was engaged there as Cane Development Assistant. The petitioner discharged his duties with efficiency and O.P. No. 1 became satisfied with his activities. But O.P. No. 2 Agriculture Manager of Shyampur Sugar Mills Ltd. inspected the are a on 21-10-91 and closed the centre and directed the petitioner orally to remain present in the Mill till further order. For this the petitioner, with the approval of the Mill authority, produced cane in 9.50 acres of land. The cane was spoiled for drought, The price of cane seeds, fertilizer and insecticides has been Tk. 70,205/62 including interest and the same has been outstanding in the name of the petitioner. After one and a half months of the beginning of cane plantation in the year 1991-94 the petitioner was engaged on 12-11-91 to produce cane at a new area Bara Vita. The petitioner was engaged to receive/deliver fertilizer and insecticides from the Mill. Bara Vite area is 70 K.Ms away from the Sugar Mill. There was no house and store in the centre and as such a house of a cane cultivator named Md. Mahbubur Rahman was used as godown from 12-11-91 to 11-3-92 without rent. The petitioner along with other emploees for growing cane would live in the house of Sree Kulda Mohan Ray. The

petitioner succeded in growing cane in 82.00 acres of land of 42 cultivators by supplying cane seeds, fertilizer and insecticides though the program was brought for cultivation of cane in 100.00 acres of land. The cane of some land was destroyed as the area was a new one and the cultivators were not experienced in growing cane and as such in the result cane was produced in 54.00 acres of land. Before procurement of cane in the year 1992-93 and realisation of loan the petitioner was suspended on 12-4-1992 and subsequently O.P. No. 1 brought charge in 8 items on 18-4-92 against the petitioner. The petr. Submitted written explanation on 23-4-92 against the charge sheet. All the charges brought against the petitioner were baseless and prematured. The petitioner committed no offecne of misconduct and the Sugar Mill did not face any financial loss for the activities of the petitioner. An Inquiry was hold on the strength of the charges brought on 18-4-92. The petitioner submitted his explanation. But the authority did not consider his explanation and he was discharged from the service by Memo No. Shyampsumi/Proshason (Establishment) /Cha-1329 dated 11-11-92. The petitioner submitted a grievance petition on 22-11-92 to the O.P. No. 1 and his grievance petition was rejected by O.P. No. 1 on 2-12-92 and hence the petitioner brought this case for reinstatement in the service with back wages.

O.P. Nos. 1 & 2 have contested the case by filing a written statement jointly denying all the meterial allegations made in the petition and contending inter alia that the petitioner has no right to file this case. The case is barred under principles of section 25 of the Employment of Labours (Standing Orders) Act, 1965. The case is bad for defect of parties and the case is barred by limitation.

The case of the O.Ps. is, in short, that the petitioner joined in the Sugar Mill on 22-10-81 by dint of Appointment letter dated 16-10-81 of O.P. No. 1 The petitioner adopted unfairness for earning wealth and as such the case cultivators raised objections. The Mill authority brought allegation against the petitioner on 10-3-83, 21-3-83 and 8-5-93 for irregularities and corruption, During his engagement at Lohani Para area under Nagerhat Can Development Centres as Cane Development Assistant in the year 1982-83 he showed false distibutions of loan in the name of Md. Mizanur Rahman of Lohanipara and misappropriated Tk. 39849.27 and a charge was brought against him on 11-1-84. The petitioner by a written explanation submitted on 18-1-84 admitted his guilt and promised to deposit the misappropriated acount within 10 days to the O.Ps. So the charge was withdrawn, but the pertitioner did not deposit the same. At the time of inspection of the Cane Development Officer (Loan) of Shampur Sugar Mills to Nagerhat Unit on 7-8-85 the Can cultivators raised allegations against the petitioner for disbursement of false loan. They also brought alleagation that the petitioner did not deposit the money withdrawn from the Loanees and the petitioner would not live in the Unit. On these allegations the O.P.s suspended the petitioner on 23-8-85 and brought a charge against him. The petitioner submitted written explanation and the Inquiry Officer investigated the matter. on the strength of report of the Inquiry Officer the authority withraw the charge by degrading the petitioner. The Mill authority directed the petitioner on 30-9-90 to join as C.D.A. to Nilphamari Sugar Area. Then one Wazed Ali, a cane cultivator brought allegation against the petitioner for disbusrement of fales loan and the Mill authority directed the petitioner to deposit of Tk. 4,58 shown disbursement of loan in the name of Wazed Ali by

31-1-91 and the petitioner requested the Mill authority to adjust the loan from his pay at simple instalment. For cultivation of cane in 100.00 acres of land at Bara Vita area, the Mill authority directed the petitioner to join there as Cane Development Assistant on 30-9-90 and handed over seed, fertilizer and insecticides to the petitioner or cultivation of cane in 100.00 acres of lands in the year 1991-92. But the petitioner succeeded in growing cane in 54.00 acres of land and the petitioner misappropriated the loan materials like seeds fertilizer and insecticides for growing cane in rest 46.00 acres of land by selling the same in the market. The petitioner adopted unfair means in disbursement of loan in Bora Vita area. The petitioner without the approval of Mill authority and violating the rules of service managed 40.00 acres of land from the cultivators for growing cane and he received the materials personally and he grew cane in 20.00 acres of land. He executed the loan bonds in the name of the cultivators without executing of the same in his name and he received the loan materials. The petitioner did not deposit Tk, 70.205 without disbursement of loan in the year 1990-91 and the same has been outstanding The petitioner misappropriated Tk. 18·291 showing supplying of 27.60 Metric. tones of cane seeds in the nemes of cane cultivators Atiar Rahman and Nesar uddin, though they did not supply the seeds. The petitioner submitted false loan bonds in the names of 6 cultivators and he kept fertilizer of tk. 4,900 in the house of a cultivator without keeping the same in the godown. When these maters came to the notice of Mill authority, the Mill authority suspended the petitioner on 12-4-92 and directed him to show cause. The authority brought charge against the petitioner on 18-4-92 and directed him to submit written explanation and the petitioner submitted written explanation on 23-4-92 and admitted the charge brought against him and he promised to deposit the money misappropriated by him. The authority formed an Inquairy Committee consisting of 3 members on 23-5-92. Some cane cultivators brought allegations against the petr. to the Head Office, Dhaka in the year 1991-92. An Inquiry Committee came to Shyampur Sugar Mills from Head Office and the Mill authority directed the petitioner to appear before the Inquiry Committee on 6-6-92 by letter dated 4-6-92. But the petitioner did not appear before the Inquiry Committee and as such the inquiry was not hed. The Inquiry Committee directed the petitioner to appear before the Inquiry Committee for inquiry, but the petitioner did not appear before the Inquiry Committee and as such the inquiry was not completed within the satatutory period of limitation and as such suspension order dated 12-4-92 was withdrawn on 20-6-92. In the mean mean time new allegations were brought against the petitioner and as such the petitioner was suspended agains on 24-6-92 and the authority brought additional charge against him and the Inquiry Committee was formed on 26-8-92. The charge sheet dated 24-6-92 was given to the petitioner directing him to show cause, but the petitioner did not submit any explanation. The petitioner would remain abasent from the Mill and as such he was directed to show cause on 4-8-92. The petitioner also did not receive any notice given by the Inquiry Committee for investigation and he did not appear before the Inquiry Committee and lastly the petitioner made appearance before the Inquiry Committee on 1-9-92, 3-9-92, 7-9-92, 8-9-92, and 11-10-92. The Inquiry Committee gave him opportunity to defend himself. The Inquiry committee held inquiry properly and the petitioner admitted his guilt before the Inquiry Committee. The Inquiry

Committee after completion of inquiry submitted a report to O.Ps on 8-11-92. The charge or corruption for misappropriation of Tk. 39,000 against the petitioner was proved and the other charges were also proved against the petitioner. The Inquiry Committee recommended for realisation of Tk.3,00,755.79 from the petitioner. O.P. No. 1 dismissed the petitioner from the service from 10-11-92 by Memo No. 1329 dated 11-11-92. The Mill authority directed the petitioner to deposit Tk. 3,00,755.79 . So, the petitioner is not entitled to get relief and the case is liable to be dismissed with cost.

POINT FOR DETERMINATION

1. Is the petitioner entitled to get an order for reinstatement in service with back wages as prayed for ?

FINDINGS AND DECISION.

It is not disputed that the petitioner Md. Shariful Alam was a Cane Development Assistant in the Shaympur Sugar Mills Ltd. under the Opposite Parties. and in the year 1990-91 a Cane Production Centre was opened at Garagram, Magura and the petitioner was engaged there as Cane Development Assistant. The petitioner contends that on 21-10-91 O.P. No. 2 inspected the area and closed the centre with an oral direction to the petitioner to remain present in the Mill till further order. The petitioner with the approval of the authority produced cane in 9.50 acres of land and the same was spoiled for drought. The price amounting to Tk. 70,205.62 including interest of cane seeds, fertilizer and insecticides was outstanding in the name of the petitioner. The petitioner was then engaged on 12-11-91at a new centre Bara Vita for production of cane. The petitioner producted cane in 82 acres of land of 42 cultivators by supplying cane seeds, fertilizer and insecticides though the program was brought for cultivation of cane in 100.00 acres of land. The cultivators were not experienced in growing cane and as such cane was grown in 54.00 acres of land only. Before procurement of the cane in the following year 1992-93 and realisation of loan the petitioner was suspended on 12-4-1992 and he was charge cheeted on 18-4-92 by O.P. No. 1. The petitioner submitted written explanation. The charges were baseless and prematured. An inquiry was held against the charge brought on 18-4-92. The authority, without considering his explanation discharged the petitioner from service on 11-11-92. The petitioner submitted grievance petition on 22-11-92 to O.P. No. 1 who rejected the same on 2-12-92. Then the petitioner brought this case...On the other hand defence case is that the petitioner was in the bahit of corruption. Charge of corruption and irregularities was brought against him when he was at Lohanipara in the year 1982-83. He misappropriated Tk. 3984.27 and a charge was brought against on 11-1-84. The petitioner admitted his guilt by his written explanation and he was directed to deposit the amount. At the time of inspection to Nagerhat Unit on 7-8-85 the cane cultivators brought allegations against the petitioner for disbursement of false loan. The petitioner did not deposit the money withdrawn from the loanees and the petitioner was suspended on 23-8-85. An inquiry was held and on considering the report the petitioner was degraded. The petitioner was then engaged to Nilphamari Sugar area on 30-9-90 and Wazed Ali, a cane cultivator brought allegations against the petitioner for disbursement of false loan and the Mill authority directed him to deposit Tk. 4,458'. The petitioner requested the Mill by a petition to adjust the loan from his pay. As per direction of the authority the petitioner

joined as Cane Development Assistant at VBara ita area and the petitioner was given seeds, fertilizer and insecticides for cultivation of cane in 100.00 acrea of land in the year 1991-92, but he grew cane in 54.00 acres of land and thus he misappropriated the loan materials like cane seeds, fertilizer and insecticides of 46.00 acres of Land by selling the same in the market. The petitioner managed 40.00 acres of land for cultivation of cane, but he grew cane in 20.00 acres of land. The petitioner did not deposit Tk. 70,205 and the same has been outstanding. He misappropriated Tk. 18,291 showing supply of 27.60 Matric tones of cane seeds in the name of Atiar Rahman and Neser uddin, though the cultivators did not supply the same. The petitioner kept fertilizer of Tk. 4,900 in the house of a cultivator without keeping the same in the Godown. The authority suspended the petitioner on 12-4-92 and charge was brought on 18-4-92 for his habit of corruption. The Inquiry Committee was formed, the inquiry was not completed within the statutory time, as the petitioner did not appear before the Inquiry Committee and as such the charge was withdrawn. The petitioner was again suspended on 24-6-92 and brought additional charge against him. The Inquiry Committee was formed. The petitioner remained absent and subsequently he appeared before the Inquiry Committee on 1-9-92, 3-9-92, 7-9-92, 8-9-92 and 11-10-92. After proper inquiry the Inquiry Committee submitted a report and on the strenght of that report the petitioner was dismissed from his service.

Ext. 3 is the charge sheet dated 18-4-92. Ext. 3 appears to show that the petitioner was charged for his cultivation of cane in 54.00 acres of land against the programme for cultivation of cane in 100.00 acres of land in the year 1991-92, disbursement of loan materials worth of excess Tk. 1,69,869 by growing cane in 54.00 acres of land in lieu of 100.00 acres of land, shortage of loan materials worth of Tk. 17,504 in the fertilizer Godown, for cultivation of cane in 20.00 acres of land by taking loan materials of excess Tk. 82,182 for cultivation of cane in 40·00 acres of land, for non realisation of Tk. 70,205, of 1990-91, for misappropriation of Tk. 18,291 of cane seeds of 27.60 Metric tones of Atiar Rahman and Nesar Uddin, for submitting fabricated loan bonds of 6 cultivators and for keeping fertilizer worth of Tk. 4,900 in the house of a cultivator without keeping the same in the Godown. It is admitted that the petitioner was suspended on 12-4-92 and as the inquiry was not completed within the statutory time the suspension order was withdrawn. The contesting O.P.s allege in the written statement that additional charge was brought against the pertitioner but not paper has been filed by the O.P.s to that effect. It is evident from the record that the petitoner examined himself in this Court. He admitted in his deposition that additional charge was brought against him on 24-6-92 and he was suspended. By the statement of the petitioner amply proved the defence contention. We are unable to see the point of charge brought by the authority against the petitioner for second time. Now we get only one charge sheet against the petitioner It is admitted by the petitioner that he submitted his written explanation against the charge brought on 18-4-92. Now let us see whether the authority held an inquiry on the strength of the charge sheet against the petitioner as per provisions of law and whether the petitioner was given opportunity to defend himself. In the petition the petitioner only alleges that the charge brought against him was baseless and prematured. The petitioner does not contend in the petition that he was not given any opportunity to defend himself against the charges

brought against him. On the other hand, the contesting O.Ps contend that an Inquiry Committee was formed and the Inquiry Committee inquired the case in presence of the petitioner by giving him opportunity of being heard. The contesting O.Ps have not filed the report submitted by the Inquiry Committee. But the O.P.s filed the petitioner's statements recorded by the Inquiry Committee at the time of inquiry. In cross P.W. 1 admitted that he made statements before the Inquiry Committee on 1-9-92. 3,-9-92, 7-9-92, 8-9-92 and 11-10-92 and he put his signatures in every page of his statements recorded by the Inquiry Committee. As per his admission his statements were marked Ext. Ka, P.W. 1 admitted in cross examination that he did not make any statement before the Inquiry Committee that he had witness or he would examine him. He also stated that he did not file any petition before the Inquiry Committee that he would adduce evidences. So from the above findings we see that the Inquiry Committee held inquiry against the petitioner in his presence and the petitioner was, thus, given opportunity to be heard and to defend himself. From the above findings we also see that the petitioner did not fell any necessity to examine any witness in support of his case.

The petitioner states in his petition that in the year 1991-92 program was taken for cultivation of cane in 100.00 acres of land at Bara Vita area under his supervision and he succeded in growing cane in 82.00 acres of land and cane was found in 54.00 acress of land after final survey. These statements of the petitioner indicate that cane was grown in 54.00 acres of land in the year 1991-92, though the authority had a plan to cultivate cane in 100.00 acres of land. Ext. Ka appears to show that the petitioner made statements before the Inquiry Committee at the time of answering questions put in by the Inquiry Committee in different modes admitting the charges brought against him. Moreover, if we see and consider the answers of the petitioner regarding question Nos. 86-87 put in by the Inquiry Committee at the time of inquiry, we see that the petitioner admitted all charges brought against him. Now we quote here question Nos 86-87 and answers thereof (Ext. Ka). "প্রঃ ৮৬। আপনার যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে, (বড়ভিটায় থাকাকালীন অবস্থায়) এ ব্যাপারে আপনার শেষ কোন বক্তব্য আছে কি?

উঃ আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়েছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তবে আমি প্রশাসনের নিকট ক্ষমা প্রার্থী যাহাতে আমি আপনার পরিবার পরিজন নিয়ে পুনরায় সুস্থ্য জীবনে ফিরে যেতে পারি। প্রঃ-৮৭। আপনি উল্লেখিত বিষয়ে দোষী কি নির্দোষী বলিয়া দাবী করেন। উঃ—আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমি দোষী।" All these apply prove that the charges brought against the petitioner were true and the petitioner admitted the same. So, all these go to prove that the charges brought against the petitioner were proved.

We have seen earlier that the O.Ps failed to produce any paper regarding suspension of the petitioner for the second time and the additional charges brought on 24-6-92 for the second time and the petitioner was suspended for the second time. The petitioner as P.W. 1 admitted in his cross examination that another charge was brought against him on 24-6-92 and he was suspended. He also admitted that by this charge brought on 24-6-92 the authority directed the petitioner to file hazira in the Office. He also admitted that he was

absent from the Office from 1-7-92 to 22-8-92. In this regard the matter will be clear if we quote question No. 58 put in by the Inquiry Officer to the petitioner and his answer thereof. Question No. 58 and his answer are :— "প্রঃ ৫৮। আপনাকে সূত্র নং শ্যাম্রমি/প্রশঃ(সংস্থাপন)/খ-৪৫৫৫ তারিখ ২৪-৬-৯২ ইং তারিখ হইতে বিভিন্ন অভিযোগে দ্বিতীয় বারের মত সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। সংস্থাপন শাখায় রক্ষিত হাজিরা খাতায় দেখা যায়, আপনি মাত্র ২৮-৬-৯২ ইং ও ৩০-৬-৯২ ইং তারিখে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় বারে সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে আপনি কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত ছিলেন, আপনার ঐ অনুপস্থিতির কারণ কি? উঃ-আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায়, বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত ছিলাম এজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।" All these facts and material evidences on record prove beyond reasonable doubt that the charges brought against the petitioner by the authority were proved. So we can conclude that the charges brought by the authority against the petitioner were not baseless and prematured as alleged by the petitioner.

It is true that on the strength of inquiry report submitted by the Inquiry Committee, the pertitioner was dismissed from the service by the authority. In view of my above findings I hold that the petioner was rightly prosecuted with and he was dismissed from the service in compliance with law. So, I find no irregularity and illegality in dismissing the petitioner from service by the authority.

Moreover, it is well established principles of law that the Labour Court is not an Appellate Court, So, this Court has no jurisdiction to -re-assess the evidences recorded by the Inquiry Committee. for considering his case.

Therefore, having reagard to my above finidngs and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the petitioner is not entitled to get relief as prayed for.

In the result, the Complaint Case fails.

The learned Members were discussed and consulted with.

Hence, it is

ORDERED

That the Complaint Case is dismissed against O.P. No. 1 and 2 on con test without any order asto cost.

SUDHENDU KUMAR BISWAS
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Sunday, the 1st day of September, 1996

P.W. CASE NO. 1/92

1. Syed Anwar Hussain, S/o. L. Mumtazul Karim of Nuniagari,
2. Syed Abdul Hye, S/o. Syed Abdul Wadud of Nuniagari,
3. Sri Probhat Chandra Sarker, S/o. L. Phanindra Nath Sarker of Gridharipur, all P.O. Palashbari,
4. Upendra Nath Saha, S/o . L. Sashi Bhusan Saha of V-AID Road, P.O. Gaibandha, 1—4 Dist. Gaibandha ;
5. Khandakar Md. Saleh, S/o. L. Khandaker Mohsin Ali of Kamal Kachna, P.O. and Dist. Rangpur—*Petitioners.*

Versus

1. S.A. Imam Area Manager (LEAF), Rangpur Leaf Factory.
2. Habibir Rahman, Personel Executive, Rangpur Leaf Factory both of Killaband, P.O. & Dist. Rangpur.
3. Mowaruddin Ahmed, Director Personnel,
4. Chariman, Board of Directors, Bangladesh Tobacco Co. Ltd. 3 & 4 at 18-20 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000—*Opposite Parties.*

1. Mr. Abul Kashem, Advocate for the petitioners.
2. Mr. A.K.M. Badruddoza, Advocate for the Opposite Parties.

JUDGMENT

This is a case U/S 15 of the Payment of Wages Act, 1936.

The Case of the petitioners Syed Anwar Hussain, Shed Abdul Hye, Sri Probhat Chandra Sarker, Upendra Nath Saha and Khandaker Md. Saleh is, in short, that the petitioners have been working as Seasonal Temporary Clerk at Palashbari Leaf Depot of Bangladesh Tobacco Co. Ltd. from 1976-77 continuously in each season till May 31, 1991. The petitioners worked in each season begining from the 12th March to 31st May of each year for purchase of tobacco leaf. As per normal practice of the Company the seasonal workers are colled to work in the season. In the purchasing season of 1991 the petitioners were not called. So the petitioners filed applications to O.P. No. 1 for employing them as Seasonal Clerks, but O.P. No. 1 refused to entertain their applications. The petitioners brought the matter to the notice of local leaders of political parties and then demanded immediate employment of the petitioners as usual in 1991. On 30-5-91 O.P. Nos. 1 & 2 in collusion with other O.Ps called the petitioners to their Office and asked them to put their signatures on syclostyled papers without allowing them to go throught the papers. The petitioners refused to put their signatures and at this O.P. Nos. 1 & 2 told them in a threatening manner that they would terminate their services and deprive them of all benefits. Accordingly the petitioners put their signatures in cyclostyled papers without knowing their contents out of fear. On

1-6-91 O.P. Nos. 1 & 2 summoned the petitioners to the office of O.P. No. 1, The O.Ps 1 & 2 handed over written letters dated 30-5-91 to the petitioners and paid them Demand Drafts dated 1-6-91 of Sonali Bank, Kellaband Branch, Rangpur for service benefits to the petitioners. The petitioner on having the written letters dated 30-5-91 became surprised to learn that they themselves applied on 30-5-91 expressing their unwilingness to serve in the company in future. The service benefits paid to the petitioners was too inadequate and it was calculated according to the Memorandum of Settlement signed on 15-8-91 between the Management and the Union for a period of 2 years from 1988 to 1990. The petitioners were not paid their dues according to the Memorandum of Settlement for the period 1990-92 though they were illegally removed from service with effect from 31-5-91. So the petitioners have been deprived of their benefits which they were entitled to in terms of Memorandum of Settlement 1990-92. Be it noted there that O.P. 4 closed down its Factory of Chittagang on 30-12-91 and before closing of the Factory he gave six months notice in advance to his employees conveying his decision of closing his Factory and offered to Tk. 1,00,000 to each of the employees as ex-gratia benefit. On receipt of the letter dated 30-5-91 the petitioners filed a joint petition to O.P. No. 1 by registered post protesting their illegal removal from service by forcibly obtaining their signatures on 30-5-91, but they received no reply from him. The petitioners then sent applications by registered post to O.P. No. 3, 3-6-91 to O.P. No. 4 on 26-8-91 to O.P. No. 4 on 1-10-91 , to O.P. No. 3 on 1-10-91 and again to O.P. No. 4 on 2-11-91 and agian to O.P. No. 3 on 12-11-91 as well as to other authorities of the company for redressing their grievances but they got no reply from them. On the arbitrary and illegal action of O.P. Nos. 1 & 2 the petitioners have not only been forced to loose their employment but they have also been deprived of their legitimate benefits. The petitioners are entitled to get their wages in accordance with the terms of Memorandum of Settlement signed on 14-8-91 between the Bangladesh Tobacco Co. and the Sramik Karmachari Union replacing the earlier Memorandum of Settlement of 1988-90 and thereby increasing the pay structures of the workers with effect from 1-10-90. The petitioners are entitled to get total claim of Tk. 12,35,397.69 for arrear wages, Bonus, Gratuity, WPPF, 5% profit, extra gratia, Group Insurance, P.F. Festival Allowances, Uniform Allowances, Cigarette Allowances, Notice pay etc. Petitioner Nos. 1 —3 are entitled to Tk. 2,45,760.69 each and Petitioner Nos. 4 & 5 are entitled to Tk. 2,49,057.81 each. Hence the petitioners brought this case praying for an order directing the opposite parties to pay the unpaid wages and financial benefits to the petitioners in terms of Memorandum of Settlement signed between the Management and the workers on 14-8-91 which came into effect on 1-10-1990.

O.Ps 1—4 have contested the case by filing a joint written statement and additional written statement denying the material allegations made in the petition and contending *inter alia* that the case is not maintainable in its present form, the petitioners have no right to file this case and the case is not maintainable in this Court.

The facts of the case of O.P. Nos. 1—4 are, in short, that the Palashbari Leaf Depot under Rangpur Leaf Factory is a seasonal Establishment and it runs for a particular period of the year between March/April and it continues to May/June. During this period the Leaf Deport purchases and collects Tobacco leaf for the Factory in view of the fact that tobacco leaves are produced available in this season. Thereafter, the leaf Depot closes its function and the seasonal workers and employees are terminated and released after close of the season and the Seasonal workers are, however, if required again employed according to the necessity during the next tobacco leaf purchasing season, if they make themselves available for work during that season and after the close of the season they are again terminted and released in the similar manner. The petitioners were seasonal workers for the purpose as stated above. The petitioners voluntarily submitted applications to the O.P. No. 1 contending *inter alia* that they were not interested to offer themselves for employment with Bangladesh Tobacco Co. Ltd. in future. In the applications they prayed for payment of their all legal dues and they also requested for payment of additional financial benefits in consideration to their services. The compay carefully considered their respective cases and on humanitarian ground they were pleased to grant the petitioner's benefits like Gratuity, Provident Fund (own contribution), 30% Investment Fund of Workers Profit Participation Fund up to 1989, Ex-gratia and additional Ex-gratia in lieu of Co.'s contribution to provident fund vide letter under Ref. No. R/PG/1 dated May 30, 1991. The petitioners, on being satisfied with the generous gesture of the O.Fs received their legal dues from the Accounts Department of the Company in full and final settlement of their claims was made out of their petitions dated 30-3-1991. The petitioners were terminated from their seasonal employment on 13-5-90 and they were never called for their work thereafter and the long term agreement was signed on 14-8-91 between the Management and the Union and the same was given effect from 1-10-90. So this long term agreement which came into force after about 5(five) months from the date of the terminations of the petitioners can not be applicable to them in their claims of benefit. The petitioners were given their full termination benefits, besides the termination benefits as a gesture of generosity the company decided to give them extra financial benefits and the petitioners were paid handsome Ex-gratia payment and additional Ex-gratia in lieu of company's contribution to the Provident Fund which they were not at all entitled to under law. The petitioners have filed this test case with a speculative view to make an attempt to explore the possibility of getting more extra financial benefits according to the Memorandum of Settlement signed on 14-8-91 which came into effect from 1-10-90. The petitioners have claimed illegal amount of Tk. 12,35,397.69 for benefits. So the petitioners are not entitled to other claims which they have made out in the enclosed list and as such the case is liable to be dismissed with cost.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Is the case maintainable in its present form ?
2. Is the case barred by limitation?

3. Are the petitioners entitled to get an order directing the O.Ps to pay the petitioners unpaid wages and financial benefits in accordance with the terms of Memorandum of Settlement signed on 14-8-91 between the Management and the Workers as prayed for ?

4. What relief, if any, the petitioners entitled to ?

FINDINGS AND DECISION

All the points have been taken up together for the sake of convenience of discussion and brevity.

At the time of hearing of the case the petitioners examined two witnesses including petitioner No. 3 Sri Probhat Chandra Sarker, as P.W. 1 who stated the case of the petition. Documents marked Exts. 1-1(Gha), 2-2(Gha), 3-3(Uno) 4-4(Cha), 5, 6-6(Ka) and 7 were admitted into evidence on behalf of the petrs. The contesting defence examined only witness A.B.M. Salehuddin Ahmed, Personnel Executive, Rangpur Leaf Factory, as D.W. 1 who stated the defence case and documents marked Exts. Ka-Ka(3), Kha, Ga-Ga(4), Gha-Gha(4), Uno, Cha, Chha, Ja, Jha, Eno and Ta were admitted into evidence on behalf of the Opposite Parties.

It is not disputed that the petitioners Syed Anwar Hussain Syed Abdul Hye, Sri Probhat Chandra Sarker, Upendra Nath Saha and Khandakar Md. Saleh were appointed by the O.Ps to work as Seasonal Temporary Clerks at Palashbari Leaf Depot of Bangladesh Tobacco Co. Ltd. from 1976-77. It is not also disputed that the petitioners would work in each season beginning from the 12th March to the 31st May of the year for purchase of tobacco leaf and their services were terminated and they were rsleased accordingly at the end of the purchase period of each year. At the time of hearing the petitioners tried to plead a case that they were permanent Seasonal Clerks and to prove the asertion P.W 1 Sri Probhat Chandra Sarker stated in his examination in chief that they were permanent Seasonal Clerks under O.Ps. In cross P.W 1 admitted that the petition was drafted by their engaged Lawyer their instance and they put their signatures in the petition after going through it. The petitioners state in para 1 of the petition that the petitioners have been working as seasonal Temporary Clerks at Palshbari Leaf Depot of the Bangladesh Tobacco Co. Ltd. since 1976-77 This statement of the petitioners indicated that the petitioners were Temporary Seasonal Clears. Exts. Ka-Ka(3), the letters of Area Manager (Leaf) Rangpur Leaf Area of Exts. Ka-Ka(3), the letters of Area Manager (Leaf), Rangpur Leaf Area of different dates addressed to petitioner Probhat Chandra Sarker and Ext. Kha the notice dated 5-5-1990 of Bangladesh Tobacco Co. Ltd. show that the petitioners have been mentioned that they were Seasonal Temporary Clreks. P.W. 2 Syed Abul Kashem stated in his deposition that the petitioners were

Seasonal Temporary Clerks. So from the above finidings and on considering the evidences on record we can conclude safely that the petitioners were Seasonal Temporary Clerks at Palashbari Leaf Depot of the Bangladesh Taobacco Co. Ltd.

Ext. Kha, the notice dated 5-5-1990 given to the petitioners by the authority of Bangladesh Tobacco Co. Ltd. shows that the temporary employment of the petitioners was terminated with effect from 13-5-90 by the authority and the petitioners were advised to collect their dues from Palashbari Leaf Depot on 13-5-90. The defence definite case is that the petitioners were not given any call notice to work as Seasonal Temporary Clerks after 13-5-90. P.W. 1 who stated the case of the petitioners admitted in his deposition that they were given no call notice after 13-5-90. P.W. 1 also admitted that the petitioners were terminated from their temporary employment on 13-5-90 So from the above findings it is clear that the petitioners were not employed to purchase tobacco leaf as Seasonal Temporary Clerks in Palashbari Leaf Depot after 13-5-90.

The petitioners allege that the O.P. Nos. 1 & 2 called them to their Office and threatened them to put their signatures in cyclostyled papers on the assertion that they would be terminated from their services if they would not sign the papers. The petitioners out of fear signed the cyclostyled papers without knowing their contents. Patitioner's further case is that O.P. Nos. 1 & 2 summoned them to their office and handed over written letters dated 30-5-91 and Demand Drafts dated 1-6-91 to the petitioners for their service benefits. At this the petitioners came to know that they applied on 30-5-91 expressing their unwillingness to serve in the Company in future. On the other hand defence contention is that the petitioners voluntarily submitted applications to O.P. 1 on the assertion that they were at interested to offer themselves for employment with Bangladesh Tobacco Co. and they prayed for payment of all their legal dues and some additional financial benefits and accordingly the O.Ps gave them Gratuity, Provident Fund (own contribution), 30% Investment Fund of Workers Profit Participation Fund upto 1989, Ex-gratia and additional Ex-gratia in lieu of Co.'s contribution to provident fund vide letter under Ref. No. R/P/G1 dated 30-5-1991. Exts. Ga-Ga(4) are letters of the petitioners. Exts. Ga-Ga(4) show that the petitioners prayed to the Area Manager (Leaf) , Bangladesh Tobacco Co. Rangpur Leaf Factory, Rangpur that they do not want to serve in Bangladesh Tobacco Co. and they prayed for service benefits and additional benefits. P.W. 1 admitted in his deposition the signatures of the petitioners in the application Exts. Ga series. The petitioners are educated persons. The contention that they were threatened to put their signatures is not believable. P.W. 1 stated that they did not make any G.D. against the alleged threat for signing the applications. So, the statement of the petitioners regarding alleged threat is not reliable. Exts. 2-2(Ga) and Gha series, the calculation sheets, show that the petitioners were given service benefits. Ext. Uno appears to show that the benefits were given to the petitioners by issuing Demand Drafts. P.W. 1 admitted in his deposition that Bangladesh Tobacco Co. prepared the calculation sheets and the

Accounts Department asked the petitioners to collect their dues. P.W. 1 also admitted that they were given Demand Drafts and each of them received the Demand Draft by putting their signatrues in the sheet Ext. Uno, P.W. 1 also admitted that they drew the amount of their respective Demand Drafts. If the petitioners were forced to put their signatures in cyclostyled papers by threat, the petitioners had no earthly reason to receive the service benefits given in Demand Drafts issued on the calculation of their benefits vide chart stated above and the petitioners had no earthly reason to withdraw the amount if they were forced to put their signatures in the applications for leaving the job. All these indicate that the petitioners willingly submitted applications for removing their job and they withdraw the same. So, the petitioners are now stopped from raising the point that they were forced to sign in the applications for leaving the job.

The petitioners have filed some photostat copies (Exts. 1-1(3) of some daily papers on the allegations that the statements of the local leaders were published in the Daily papers. The petitioners did not examine any Editor of those Daily papers in support of their contention. More announcement does not prove a thing to be true. The petitioners have filed some photostat copies (Exts. 3 series) of some allegations made to the Officers of Bangladesh Tobacco Co. We have seen earlier that the petitioners willingly submitted their application for leaving their job. So, the subsequent applications (Exts. 3 series) do not help the petitioners in any way.

In this case the petitioners have pryed for an order directing O.Ps to pay them wages, financial beneffits in accordance with the terms of Memorandum of Settlement signed on 14-8-91 which came into effect on 1-10-1990 between the Management and the workers. We have seen earlier that the petitioners were terminated by the Bangladesh Tobacco Co. by the Notice dated 13-5-90 (Ext. Ka) from 13-5-90. We have also seen earlier that the petitioners were Seasonal Temporary Clarks and the Bangladesh Tobacco Co. authority would call them for work starting from March to May of the each year and their service was to be terminated at the closing of temporary work by May of each year and the petitioners were not called by any notice after 13-5-90. Admittedly the Memorandum of Settlement was signed on 14-8-1991 which came into effect from 1-10-90. So, it is clear that the Memorandum of Settlement signed on 14-8-91 came into effect long after the termination of the petitioners from service. In view of my above findings I holds that the petitioners are not entitled to have any order directing the O.Ps to pay them the service benefits in accordance with the terms and conditions of Memorandum of Settlement signed on 14-8-1991. The petitioners allege in the petition that O.P. No. 4 closed its Factory at Chittagang on 31-12-91 and before closing of the Factory O.P. No. 4 gave 6 months notice in advance to his employees conveying his decision of closing of his Factory and offered Tk. 1,00,000 (one lack) to each employee, but no such benefit was paid to the petitioners. The petitioners have not filed any paper to show that the employees of Chittagong were paid Tk. 1,00,000 (one lack) each and the emplo. yees of the Chittagang Factory were temporary staff like them. D.W. 1 who stated the defence case stated that the employees of Chittagong Factory were permanent workers and they were given Tk. 45,000 each as refundancy payment. D.W. 1 was not cross examined that the point of the employees

of Chittagong Factory were permanent workers. The statement of D.W. 1 to the ffect that each of them was given Tk. 45,000 was not denied. Exts. 2 series show that the petitioners were given Tk. 27,000 each as Ex-gratia. So the payment made by the authority to the employees of Chittagong Factory has no materaial bearing in case of payment to the petitioners of this case.

The petitioners have filed this case U/S 15 of the Payment of Wages Act. 1936. The learned Advocate appearing on behalf on the O.Ps contended that the petitioners were terminated from service with effect from 13-5-90 and the petitioners filed this case on 22-1-92 and as such the case is hoplelssly barred by limitation. Section 15 of the Payment of Wages Act, 1936 provides for filing of the case for claims arising out of deductions from the wages or delaying the payment of wages or persons employed or paid in that area Section 15 of the Payment of Wages Act provides that such case shall be presented within six months from the date on which the deductions from the wages was made or from the date on which the payment of wages was due to be paid. In this instant case the petitioners admitted that they received service benefits given by the O.Ps on 1-6-91. In this case the petitioners have not filed any petition for condonation of delay. The petitioners also did not explain satisfactorily asto why then failed to come to this Court within the statutory period of limitation. So, having regard to my above findings and on considerting all the facts circumstances of the case and meterial evidences on record I hold that the case is hopelessly barred by limitation.

The contesting O.Ps state in para 6(a) of the written statement that the case is not maintainable in the Labour Court at Rajshahi as the O.P. Nos. 3—4 are residing in Dhaka having their Office there. So the case falls within the jurisdiction of 2 Labour Courts and in that case 2nd Labour Court, Dhaka is the proper forum for presentation of this case. At the time of hearing the contesting O.Ps did not argue on this point. We have seen earlier that the petitioners have failed to prove their case and as such they were not entitled to get relief prayed for. So, I do not find any reason to discuss the point referred to in para 6(a) of the weritten statement as the O.Ps did not press on this point.

Therefore, having regard to my above findings and on considering all the facts, circumstances of the case and material evidences on record I hold that the petitioners are not entitled to get relief prayed for.

I, therefore, reply the points under determination against the petitioners.

Hence, it is

ORDERED

that, the P.W. Case is dismissed on contest against sole O.P. Nos. 1 to 4 without any order asto cost.

SUDHENDU KUMAR BISWAS
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Monday, the 1st July of 1996

P.W. Case No. 19/1992

K.B. Rahman, Retired Boiler Foreman,
Rangpur Sugar Mills Ltd., Mahimaganj Gaibandha—*Petitioner,*

Versus

General Manager, Rangpur Sugar Mills Ltd., Mahimaganj Gaibandha—opposite party.

1. Mr. Korban Ali, Advocate for the Pretitioners.
2. Mr. A.K.Md. Shamsul Abedin, Advocate for the Opposite party.

JUDGEMENT

This is a case under Section 15 of the Payment of Wages Act, 1936.

The case of the Petitioner is, in short, that petitioner K.B. Rahman, joined as Fitter Boiler House on 15-9-58 in the Rangpur Sugar Mills Ltd. He was then promoted to the post of Boiler Assistant on 1-6-68 and then to Boiler Foreman on 29-4-86. He served upto 30-1-92 and went on retirement He would all along live in the Colony of the Mills. Before 1967 his residence was rent free quarter. In 1967 E P I D C took up the Mill along with other Mills and the authority fixed monthly rent of Tk. 5 and the same was adjusted from his pay. On 15-5-86 the House Rent Comimttee met in a meeting for refixation of the house rent of old F type one roomed dormatory quarter and new F type quarter (attached to the Mosque) and fixed house rent of Tk. 10 for old F Type quarter and Tk. 5% of the pay for new Ftype quarter (attached to the Mosque) and they decided that the same would be effective from May, 1986. The petitioner all along would reside in old F type one roomed dormatory quarter and he paid House rent of Tk. 10 per month from May, 1986. and the petitioner was never defaulter in paying house rent. After retirement of the petitioner the authority gave him a clearence certificate and accordingly the authority calculated his retirement benefit vide Memo No. A-152 dated 16-2-92. At the time of final payment the petitioner came to learn that the authority would delay to clear his final payment for accounts of payment of house rent. On 18-5-92 the petitioner filed an application to the authority contending inter alia. that the petitionerwas not defaulter in paying house rent. The authority without considering his prayer paid his final bill on 3-8-92 by deducting the house rent of Tk. 61,100 Hence the peitioner brought this case for an order directing the O.P. for payment of Tk. 61,100 to the petitioner.

O.P. has contested the case by filing a written statement denying most of the material allegations mado in the petition and contending inter alia that the petry has no right to file this case, that the case is not maintainable in this Court and the case is bad for defect of parties.

Defence case is, in short, that the petitioner along with someother employees and Officers of Rangpur Sugar Mills Ltd. would reside in the Mill Colony and by violating the law and order they withdrew the house rent allowance

and as such it caused loss of Tk. 5,45,395 in the year, 1986-87. The petitioner would reside in the new F type quarter (attached to the Mosque) and he withdrew the house rent allowance amounting to Tk. 61,100. A meeting consisting of the Representatives of Ministry of Industry, Department of Government Audit, Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation and the Mill on 17-10-92 and 18-10-92 in the Mill. In the meeting it was held that the Mill faced loss of Tk. 5,45,395 as the Employees and Officers of Rangpur Sugar Mills Ltd. withdrew house rent allowance in the year 1986-87. So the petitioner is not entitled to relief sought for and the case is liable to be dismissed with cost.

Now let us see whether the petitioner is entitled to get an order directing the O.P. for payment of Tk. 61,100 as prayed for.

It is admitted that the petitioner K.B. Rahman was an employee of defferent posts in Rangpur Sugar Mills Ltd. and he went on retirement on 30-1-92. It is admitted that the petitioner all along resided in the quarter of the Mills and he was allowed to withdraw the house rent. It is also admitted that at the final payment of retirement benefit the house rent amounting to Tk. 61,100 withdrawn by the petitioner was deducted at the time of his final payment.

Now we are to see here asto whether the petitioner withdrew the house rent illegally. In this case neither of the parties examined witness. The learned Advocate appearing on behalf of the petitioner contended that house rent was imposed at the rate of Tk. 10% per month from 1967 and accordingly his client paid the same. The leanred Advocate further contended that his client would all along live in old F type quarter which is known as Junior Staff Quarter for which Tk. 10 per month was realised and as such his client was never defaulter in paying house rent and as per decision of the authority his client would withdraw the house rent. On the other hand the learned advocate for the O.P. contended that the petitioner was provided with proper accommodation and he would live there with members of his family and as such he was not justified in withdrawing the house rent as per provisions of National Pay Scale, 1977. From the above submission it is deided that the petitioner was a resident of Junior Staff Quarter of the Mill concerned. Ext. 8 is the Memo bearing Nol Ref. No. LR/SF-25/282, dated 7-7-78 of the Head Office of Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation. In this etter it was decided by the Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation hat, "A family accommodation will mean and include minimum one room/ two rooms having pucca floor, pucca wall with pucca RCC Roof and provitions for independent kitchen, Latrine and running water.," The Corporation also observed that the accommocation which do not come within the purview of the above definition shall be treated as barrack/dormatory accommodation for all practical purposes as per provisions of NPS & (National Pay Scale and IWC. The Corporation also directed the General Manager, Rangpur Sugar Mills Ltd, Rangpur to take necessary action in this regard and the decision should be effective from 1-7-77. Ext. 9, the Office Order under Ref. No. RSM/HR-78/dated 3-8-78 of Rangpur Sugar Mills Ltdl, Rangpur goes", As per Head Office letter No. LR/S-F-25/282, dated 7-7-78 (Ext. 8) the following quarters of this Mills are heareby declared as Barrack/Dormatory accommodation. The Officers, Staff & Workers who are in N.P.S./IWC and

residing in the quarters mentioned below are entitled to house rent allowance/ fringe benefits w.e.f. 1-7-77 as per rules :

1. Senior Staff Quarters—Units (20),
2. Junionr Staff Quarters—Units (16),
3. Labour Quarters—Units (32),
4. Quarter of Pesh Imam attached to Mosque—Units (1)

cc: The Dy. Chief Accountant, RSM Ltd. for information & necessary action.

cc:The Civil Engineer, RSM Ltd. for information.

cc: M.F.

From the above findings it is clear that the authority of Rangpur Sugar Mills Ltd. passed Office Order as per direction of the Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation that the Officers, Staff and workers who were in National Pay Scale/IWC and residing in the quarters Sr. Staff quarters, Jr. Staff quarters, Labour quarters and quarter of Pesh Imam (attached to the Mosque) of Rangpur Sugar Mills Ltd., were entitled to housed rent allowance/ fringe beneffit with effect from 1-7-77. Ext. 10 is the Allotment of quarters under Ref. No. G/Accom-32/82 dated 27-9-92 of General Manager of Rangpur Sugar Mills Ltd. Ext. 10 shows that Junior quarters vacated by one Mrs Noorjahan Begum was alloted to K.B. Rahman, Boiler Attendant (Petitioner). From the above findings it is seen that the petitioner was allotted a quarter of Junion Staff quarter which was as per decision of the authority of the concerned Mill was Barrack/dormatory accommodation and it was not a family accommodation . As per decision of the Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation. The O.P. did not file any paper to show that the petitioner was allotted any other quarter for family accommodation other that Junion Staff quarter. So it can not be said beyond reasons that the petitioner K.B. Rahman was allotted a family accomodation quarters.

The O.P. filed some documents which are marked Exts. Ka, Kha, Ga, Gha series, Umo series, Cha series, Chha, Ja, Eno, Ta and Tha. Ext. Ka is a certificate issued by Deputy Chief Engineer of Rangpur Sugar Mills Ltd. Ext. Ka shows that F type building of residential area of the Rangpur Sugar Mills Ltd. is 560 squire ft. in area having 2 bed rooms, Bath room/Latrine, Kitchen and asbestos roof. The petr. states in his petition that there is 2 types of quarter, one is old F type and the other is new F type. These statements of the petitioner were not denied by the O.P. Ext. Ka does not show that there are 2 types of F type quarters. So this certificate can not be a barrer to the claim of the petitioner. Moreover the O.P. has not proved by sufficient evidences that the petitioner was allotted such a F type quarter mentioned in Ext. Ka. The O.P has filed some papers Exts. Uma & Cha Series regarding National Pay Scales. These papers are not helpful to the O.P. in any manner, since the O.P. has failed to prove that the petitioner was given quarter for family accommodation. Rather, we have seen earlier that the Mill authority allotted a quarter which was Barrack/Dormatory in favour of the petr. Ext. Ta is a Chart of Rangpur Sugar Mills Ltd. for realisation of house rent allowance drawn by some of the Officers and Staff including the petitioner before us for the year 1986-87. It appears fromExt. Ta tha

it has been alleged that the petitioner K.B. Rahman withdrew Tk. 61,100 as house rent for the period from 1-7-86 to 31-1-92. We have seen earlier that the petitioner was allotted a Jr. Staff quarter (Vide Ext. 102 and the same was a Dormatory /Barrack accommodation as per decision of the Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation and Mill authority (vide Exts. 8 & 9 respectively). So from the above findings it is seen that the list for realisation of Tk. 61,100 alleged to have been drawn by the petitioner illegally from 1-7-86 to 31-1-92 has no basis at all.

The learned Advocate for the O.P. contended that the house rent drawn by the petitioner was proposed to be deducted from his final pay bill on the eve of his retirement was under the direction of Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation and as such the case is not maintainable without impleading the Corporation a party in this case. The O.P. did not file any paper to show that under the direction of Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation the amount withdrawn by the petitioner was deducted. Rather, we have seen earlier that as per diredction of the Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation the authority of Rangpur Sugar Mills Ltd. opined that Jr. Staff quarter which was allotted to the petitioner was a Barrack/Dormatory accommodation and the same was not a family accommodation and the petitioner and other who were allotted such quarters were allowed to with draw the house rent allowance/fringe benefits. All these show thtat a valuable right was accrued in favour of the petitioner and others. A right once vested can not be divested. The O.P. has not pleaded any case that the above decision of he authority of Rangpur Sugar Mills Ltd. was set aside. The O.P. has not adduced any evidence to the effect.

Therefore, having regard to my above findings and on considering all the facts. circumstances fo the case and materials evidences on record I hold that the petitioner has been able to prove beyond all reasonable dopbt that the authority lillegally deducted Tk. 61,100 drawn by the petitioner as house rent from his final bill of retirement and as such of further hold that the petitioner is entitled to relief sought. for.

I, therefore, reply the point under determination in favour of the petitioner.

Hence, it is

ORDERED

that the P.W. Case is allowed on contest against the sole O.P. without any order asto cost.

The O.P. is directed to pay the petitioner Tk. 61,100 deduction from his final pay within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order.

SUDHENDU KUMAR BISWAS

Chairman,

Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

বুধবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

পি, ডাব্লিউ, কেস নং ১/৯১

আলাউদ্দিন চৌধুরী, পিতা মৃত কছিম উদ্দিন, মহল্লা জিলাপাড়া, পোঃ ও জেলা পাবনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

ম্যানেজিং পার্টনার, 'পিপ' ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান,

জুবিলি ট্যাকোর পূর্ব পার্শ্বে মহল্লা শিবরামপুর, পোঃ ও জেলা পাবনা—প্রতিপক্ষ।

১। জনাব মোঃ আবুল কাসেম (২), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব মুজিবুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা মতে একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীর মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, প্রতিপক্ষ পাবনা শহরে অবস্থিত "পিপ লিমিটেড" নামে একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং পার্টনার। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের উক্ত প্রতিষ্ঠানে গত ১৬-১-৭৭ তারিখে সহকারী কেমিষ্ট হিসাবে যোগদান করেন। দরখাস্তকারী নিয়োগপ্রাপ্তির পর হইতে সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রতিপক্ষের সন্তুষ্টির সহিত ২৮-২-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে নিয়মিতভাবে মজুরী প্রদান না করায় দরখাস্তকারী ১৮-২-৯১ ইং তারিখে তাহার সর্বমোট পাওনাদির একটি হিসাব তালিকা প্রেরণ করতঃ তাহার পাওনা টাকা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত দাবীর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল করিবার জন্য গত ২৪-২-৯১, তারিখের স্মারক নং ৯১০/এস মূলে একটি পত্র প্রেরণ করেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের উক্ত পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী ২৮-২-৯১ ইং তারিখে নিয়োগ পত্র, সার্ভিস বুক ও বেতন বহির ফটোকপি প্রতিপক্ষের বরাবর প্রেরণ করেন। তৎপর প্রতিপক্ষ ১৩-৩-৯১ ইং তারিখের স্মারক নং ৯১৮/এস মূলে কতিপয় মিথ্যা, অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগ উত্থাপন করেন। দরখাস্তকারী ২৭-৩-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে উত্থাপিত অভিযোগ ও প্রশ্নসমূহের জবাব প্রেরণ করেন। তৎপর প্রতিপক্ষ ১-৪-৯১ ইং তারিখের পত্র নং ৯৩০/এস দ্বারা দরখাস্তকারীর আইনসঙ্গত পাওনাদি উভয় পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে স্থির করিয়া শীঘ্রই প্রদান করিবেন বলিয়া জানাইয়া দেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের সদিচ্ছার প্রতি সাড়া দিয়া ৪-৪-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করিয়া আলোচনার জন্য সময় জানাইবার অনুরোধ করেন। তৎপর প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর ২৭-৩-৯১ তারিখের জবাব সন্তোষজনক নহে মর্মে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং দরখাস্তকারীকে ইং ৩০-৪-৯১ তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য ২৩-৪-৯১ ইং তারিখের ৯৪৭/এস নং স্মারক প্রেরণ করেন। দরখাস্তকারী তাহার ২৮-৪-৯১ ইং তারিখের পত্রে প্রতিপক্ষের উল্লিখিত পত্রে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি না করিয়া তাহার ন্যায্য পাওনা অতি সত্বর প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তৎপর প্রতিপক্ষ ইং ২৫-৫-৯১ তারিখের

স্মারক নং ৯৭২/এস মূলে দরখাস্তকারীর অফিস রেকর্ড দৃষ্টে দরখাস্তকারীর ন্যায্য পাওনাদি ৬০,০০০ টাকা নির্ধারণ পূর্বক উক্ত টাকা এক বৎসরে চার কিস্তিতে পরিশোধের অংগীকার করেন। উক্ত পত্রের প্রেরিত দরখাস্তকারী গত ১০-৬-৯১ ইং তারিখে তাহার পাওনাদির সঠিক হিসাব করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা একযোগে প্রদান করিবার জন্য পত্র মারফত অনুরোধ করেন। তৎপর প্রতিপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া অন্যায় ও বেআইনীভাবে ২৫-৫-৯১ ইং তারিখের ৯৭২/এস নং পত্রমূলে দরখাস্তকারীকে ৬০,০০০ টাকা প্রদানের অংগীকার বাতিল করেন এবং দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭ ধারার বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া ইং ১৯-৬-৯১ তারিখের স্মারক নং ৯৭৯/এস প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ পত্রের সিদ্ধান্তের বিষয় অবগত হইয়া দরখাস্তকারী বিস্মিত হইয়া যান এবং উক্ত পত্রের লিখিত জবাব ১-৭-৯১ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করেন এবং তাহার আইনসঙ্গত পাওনাদি একযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তৎপর প্রতিপক্ষ ২২-৭-৯১ ইং তারিখের স্মারক নং ০৫/এস মূলে দরখাস্তকারীর উপর সম্পূর্ণ অন্যায় ও বেআইনীভাবে কতিপয় মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও আক্রোশমূলক অভিযোগ আনিয়া চাকুরী হইতে ডিসমিস করেন এবং উক্ত আদেশ ১-৩-৯১ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে বলিয়া উল্লেখ করেন। দরখাস্তকারী উক্ত আদেশ ২৪-৭-৯১ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া অভিযোগ অস্বীকার করিয়া গত ৬-৮-৯১ তারিখে প্রতিপক্ষের বরাবর রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স পিটিশন দেন।

দরখাস্তকারী ১৬-১-৭৭ তারিখ হইতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ১৪ বৎসর যাবৎ প্রতিপক্ষের অধীনে সহকারী কেমিষ্ট হিসাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। দরখাস্তকারীর বকেয়া মজুরী বাবদ ১৯৮৭ সালের জুন মাস হইতে ১৯৯১ সালের ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত বাষিক ৩০ টাকা হারে ইক্রিমেন্টসহ ৬৩,১২০ টাকা পাওনা আছে। উৎসব বোনাস ১৯৮৫ হইতে ১৯৯০ সন পর্যন্ত ১৩,৭০৫ টাকা, গ্রাচুয়িটি ১৪ বৎসরের চাকরী কালের জন্য ১২৩৫ টাকা হারে ১৪ মাসের মজুরী ১৭,২৯০ টাকা, নোটিশ পে ১২০ দিনের মজুরী ৪,৯৮০ টাকা সর্বমোট ১,০৩,৩৪০ টাকা পাওনা আছে। তন্মধ্যে প্রতিপক্ষ ২৫-৩-৮৯ তারিখে ১৫০০ টাকা, ২৮-৯-৮৯ তারিখে ১২০০ টাকা, ৬-১২-৮৯ তারিখে ৩৫০০ টাকা, ২৪-৬-৯০ তারিখে, ১০,০০০ টাকা সর্বমোট ১৬,২০০ টাকা দরখাস্তকারীকে প্রদান করিয়াছেন। উক্ত টাকা বাদ দিয়া দরখাস্তকারীর বর্তমান পাওনা হইতেছে ৮৪,১৪০ টাকা। প্রতিপক্ষ উক্ত টাকা না দেওয়ায় দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে উক্ত টাকা পাওয়ার জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বিন্দ্বিতা করিতেছেন। প্রতিপক্ষ জবাবে উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারীর অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে আইনতঃ অচল। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত ও পক্ষাভাব দোষে অচল। 'পিপ' ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশীদারগণ অত্র মামলার আবশ্যকীয় পক্ষ। দরখাস্তকারীর মামলার সকল উক্তি মিথ্যা, যোগসাজসী, উদ্দেশ্য প্রণোদিত বটে। দরখাস্তকারীর দরখাস্তে উল্লেখিত দাবীর পরিমাণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বটে, মোকদ্দমা করার কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই। দরখাস্তকারী বকেয়া মজুরী, গ্রাচুয়িটি, উৎসব বোনাস, নোটিশ পে বাবদ কথিত ৮৪,১৪০ টাকা পাইতে হকদার নহেন। তাহার দাবী কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দরখাস্তকারী ইং ২৮-২-৯১ তারিখের পর হইতে প্রতিপক্ষের বিনা অনুমতিতে অসৎ উদ্দেশ্যে বিনা নোটিশে ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মস্থল হইতে অনুপস্থিত থাকায় প্রতিপক্ষের সমূহ ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে। দরখাস্তকারী তাহার কৃতকর্মের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের দুরাশায়

মিথ্যা উক্তিতে অত্র মিথ্যা মামলার সৃষ্টি করিয়াছেন। দরখাস্তকারীকে নিয়মিতভাবে মজুরী প্রদান না করায় তিনি সর্বমোট পাওনাদির একটি হিসাব প্রেরণ করতঃ পাওনা টাকা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করার উক্তি মিথ্যা। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর আরজির অধিকাংশ উক্তি অস্বীকার করেন।

প্রতিপক্ষের মতে প্রকৃত মামলার বিবরণী এই যে, প্রতিপক্ষের 'পিপ' ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন মালিক ছিলেন বর্তমান প্রতিপক্ষ এবং তাহার অন্যান্য ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের পিতা অধুনামৃত আলহাজ আবদুল হামিদ খান, যিনি ৫-৩-৮৮ তারিখে মারা গেলে বর্তমান প্রতিপক্ষ এবং তাহার অন্যান্য ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও অংশীদার হন। বর্তমান প্রতিপক্ষ উক্ত অংশীদারগণের অনুমতি সাপেক্ষে কেবলমাত্র উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির দেখাশুনার ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। বর্তমান দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের সম্পর্কে ফুফাত ভাই হইতেছেন। আলহাজ আবদুল হামিদ খান তাহার জীবদ্দশায় বর্তমান দরখাস্তকারীকে সরল বিশ্বাসে নিজ আত্মীয় মনে করিয়া প্রতিষ্ঠানের সহকারী কেমিষ্ট এর দায়িত্ব সহ উক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। আলহাজ আবদুল হামিদ খান আকস্মিকভাবে অসুস্থ্য হইয়া পড়িলে এবং তাহার উপযুক্ত পুত্র না থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানের দেখাশুনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সকল দায়-দায়িত্ব দরখাস্তকারীর উপর অর্পণ করিয়া ১৯৮৫ সালে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় চলিয়া যান। দরখাস্তকারী অসৎ উদ্দেশ্য বর্তমান প্রতিপক্ষ ও অন্যান্য কাহাকেও কোন কিছু বুঝিয়ে না দিয়া পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসাজসে বর্তমান প্রতিপক্ষের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিসে রক্ষিত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ অফিসিয়াল রেকর্ড ও অন্যান্য যাবতীয় কাগজাত গোপনে সরাইয়া লইয়া গিয়া নিজ জিম্মায় রাখেন। দরখাস্তকারী অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের যোগসাজসে 'পিপ' ম্যানুফ্যাকচারিং ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটির আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি একাধারে বন্ধ করিয়া রাখেন। ফলে বাংলাদেশ সরকারের ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর তাহাদের ২৮-১০-১৯৮৭ ইং তারিখের স্মারকে প্রতিপক্ষের ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটির ঔষধ প্রস্তুত করণ লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিল করেন। ফলে প্রতিপক্ষেরসমূহ ক্ষতির সকারণ ঘটে। তৎ কারণে দরখাস্তকারীসহ অত্র প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সকল কর্মী ও কর্মচারীবৃন্দকে এক সাধারণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাহাদের চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে ছাঁটাই করা হয়। মালিক আলহাজ আবদুল হামিদ খান তাহার চিকিৎসার জন্য ঢাকায় অবস্থানকালীন সময়ে দরখাস্তকারী ড্রাগ লাইসেন্সিং অথোরিটি বৃন্দকে উক্ত ফ্যাক্টরী প্রদর্শন করাণ এবং লাইসেন্সিং অথোরিটিবৃন্দের জিজ্ঞাসাবাদের সঠিক উত্তর প্রদানে দরখাস্তকারীর ব্যর্থতা ও ব্যাখ্যা প্রদানে অক্ষমতাজনিত কারণেই প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিল হইয়া যায়। ইহা দরখাস্তকারীর ইচ্ছাকৃত কাজের ফলশ্রুতি। উল্লেখ্য যে, দরখাস্তকারী অসৎ উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র কোম্পানীর সংস্থাপন বিভাগে অর্থাৎ অফিস কক্ষে না রাখিয়া নিজ বাসভবনে লইয়া যান এবং প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্রগুলি বেআইনীভাবে টেম্পারি করেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লাইসেন্সিং অথোরিটির আরোপিত নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন সময় হইতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার দায়িত্ব হইতে অনুপস্থিত থাকেন। অতঃপর বর্তমান প্রতিপক্ষ ৩০-৪-৯০ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির লাইসেন্সের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার করা হইলে প্রতিপক্ষ আর্থিক সংকট কাটাইবার লক্ষ্যে বর্তমান দরখাস্তকারীকে মৌখিকভাবে

বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও দরখাস্তকারী তাহার দায়িত্বে যোগদান না করিয়া কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকিয়া বর্তমান প্রতিপক্ষকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিবার মানসে এক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবী পেশ করেন যাহা বর্তমান প্রতিপক্ষ বিভিন্ন তারিখের পত্রের দ্বারা অস্বীকার করেন। অবশেষে বর্তমান প্রতিপক্ষ আইনসংগতভাবে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া ৩০-৪-৯১ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে তদন্ত অনুষ্ঠানে সাক্ষীসহ উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু দরখাস্তকারী তদন্তের বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কমিটির সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া এক খোঁড়া অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। ফলে বর্তমান প্রতিপক্ষ ইং ২২-৭-৯১ তারিখের আদেশে দরখাস্তকারীকে অসদাচরণের অভিযোগে গত ১-৩-৯১ ইং তারিখ হইতে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারীর নিয়োগ আদেশে উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুয়িটি বা অন্য কিছু প্রদানের কোন চুক্তি ছিল না। দরখাস্তকারীর কার্যাবলীর ফলে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তিনি ব্যাংকের গৃহীত ঋণের টাকা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ না করায় প্রতিপক্ষ মোটা অংকের ঋণী হইয়া পড়েন। দরখাস্তকারীর ইংগিতে ও যোগসাজসে ১৭-৫-৮৮ ইং তারিখ দিন গত রাত্রিতে দুষ্কৃতিকারীগণ পিপ ওষধ ফ্যাক্টরীতে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফাইলপত্র পুড়াইয়া ফেলে এবং মালামাল চুরি করিয়া লইয়া যায়। প্রতিপক্ষ থানায় জি, ডি, করেন। তাই, দরখাস্তকারীর মামলা ডিসমিসযোগ্য।

আলোচ্য বিষয়

১। দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থনা মোতাবেক বকেয়া মজুরী, গ্র্যাচুয়িটি, অর্জিত ছুটি, উৎসব বোনাস ও নোটিশ পে বাবদ ৮৪,১৪০ টাকার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

অত্র মামলার শুনানীনকালে দরখাস্তকারী নিজে সহ ২ জন সাক্ষী পরীক্ষা করেন, এবং তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র প্রতিপক্ষের স্বীকৃতি মতে সাক্ষ্যে ব্যবহার করা হয় এবং তাহা প্রদর্শন ১,২, ৩, ৪, ৫,৬, ৭,৮, ৯,১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪-১৪(১), ১৫, ১৬, ১৭, ১৮,১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ চিহ্নিত করা হয়। অপর পক্ষে প্রতিপক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই এবং তাহার পক্ষে দাখিলী কাগজপত্র দরখাস্তকারীর স্বীকৃত মতে সাক্ষ্যে ব্যবহার করা হয় এবং তাহা প্রদর্শন ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ-ঞ(১), ট, ঠ, ড, ঢ,ণ ত, থ ও দ চিহ্নিত করা হয়।

উভয় পক্ষের মামলার বিবরণ হইতে ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী আলাউদ্দিন চৌধুরী পিপ ওষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে ইং ১৬-১-৭৭ তারিখে সহকারী কেমিষ্ট হিসাবে যোগদান করেন এবং তিনি নিয়মিত মজুরী না পাইয়া ইং ১৮-২-৯১ তারিখে তাহার সর্বমোট ৮৪,১৪০ টাকা পাওনাদির একটি হিসাব তালিকা (প্রদঃ-২) প্রতিপক্ষের নিকট দাখিল করিয়া তাহা প্রদানের প্রার্থনা করেন এবং প্রতিপক্ষ তাহার ইং ২৪-২-৯১

তারিখের স্মারক নং ৯১০/এস (প্রদঃ-৩) মূলে দরখাস্তকারীকে তাহার কাগজপত্র দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন দরখাস্তকারীর ইং ২৮-২-৯১ তারিখে (প্রদঃ-৪ মূলে) তাহার নিয়োগ পত্রের ফটোষ্ট্যাট কপি, চাকুরীর বিবরণীর ফটোষ্ট্যাট কপি এবং প্রতিপক্ষের ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের এ্যাকুইটান্স রোলের ফটোষ্ট্যাট কপি দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ তাহার ইং ১৩-৩-৯১ তারিখের ৯১৮/এস নং স্মারক (প্রদঃ-৬ ও খ) মূলে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং দরখাস্তকারী ইং ২৭-৩-৯১ তারিখে উক্ত অভিযোগগুলি অস্বীকার করিয়া জবাব (প্রদঃ-৭) দাখিল করেন। ।প্রতিপক্ষ তাহার জবাবে ইং ১-৪-৯১ তারিখের ৯৩০/এস নং স্মারক (প্রদঃ-৮/ও গ) মূলে দরখাস্তকারী বরাবর একটি পত্র দেন এবং দরখাস্তকারীর পাওনাদি উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রদানের আশ্বাস দেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী তাহার ইং ৪-৪-৯১ তারিখের আবেদনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের নিকট আলোচনার তারিখ ও সময় নির্ধারণের বিষয় জানিতে চাহেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর ইং ২৭-৩-৯১ তারিখের জবাব সন্তোষজনক নহে মর্মে তাহার বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন এবং ইং ৩০-৪-৯১ তারিখে তদন্ত কমিটির সম্মুখে দরখাস্তকারীকে হাজির হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষ তাহার ইং ২৩-৪-৯১ তারিখের ৯৪৭/এস নং স্মারক (প্রদঃ-১০) মূলে পত্র প্রেরণ করেন। দরখাস্তকারী তাহার ইং ২৮-৪-৯১ তারিখের আবেদন পত্র (প্রদঃ-১১) দ্বারা তাহার ন্যায্য পাওনাদি অতি সত্বর প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ তাহার ইং ২৫-৫-৯১ তারিখের ৯৭২/এস নং স্মারক (প্রদঃ-১২ ও ঘ) মূলে দরখাস্তকারীর অফিস রেকর্ড দৃষ্টে ন্যায্য পাওনাদি ৬০,০০০ টাকা নির্ধারণ পূর্বক এক বৎসরের মধ্যে সম চার কিস্তিতে প্রদানের সিদ্ধান্ত তাহাকে জানাইয়া দেন। দরখাস্তকারী তাহার ইং ১০-৬-৯১ তারিখের আবেদন পত্রে (প্রদঃ-১৩) তাহার ন্যায্য পাওনাদি এককালীন প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে অনুরোধ জানান। প্রতিপক্ষ তাহার ইং ১৯-১-৯১ তারিখের ৯৭৯/এস নং স্মারক (প্রদঃ-১৪ ও ঙ) মূলে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে তাহার ইং ২৮-২-৯১ তারিখ হইতে অননুমোদিতভাবে চাকুরীতে অনুপস্থিত থাকার জন্য কেন তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারী ইং ১-৭-৯১ তারিখে তাহার জবাব (প্রদঃ-১৫) দাখিল করেন। পরে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী ইং ২৮-২-৯১ তারিখ হইতে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাহাকে ১-৩-৯১ তারিখ হইতে ইং ২২-৭-৯১ তারিখের ০৫/এস নং স্মারক (প্রদঃ-১৬ও চ) মূলে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন যাহার পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী ইং ৬-৮-৯১ তারিখে গ্রিভান্স পিটিশন (প্রদঃ-১৭) দাখিল করেন।

ইহা ব্যতীত প্রতিপক্ষ অভিযোগ করেন যে, দরখাস্তকারী তাহার পিতার ভাগ্নে এবং তাহার (প্রতিপক্ষের) ফুফাত ভাই। তাহার পিতা আলহাজ মোঃ আবদুল হামিদ খান অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য দরখাস্তকারীকে প্রতিষ্ঠানটি দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়া ১৯৮৫ সালে ঢাকায় চলিয়া যান। দরখাস্তকারী কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসাজসে প্রতিষ্ঠানটির অফিসে রক্ষিত কাগজপত্র বাড়ী

লইয়া নিজের জিম্মায় রাখেন। ফলে পিপ ল্যাবরেটরীর অবহেলার কথা চিন্তা করিয়া গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের লাইসেন্সিং অথোরটি (ড্রাগ) ২৮-১০-৮৭ইং তারিখে তদন্ত করিয়া প্রতিষ্ঠানটির লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেন এবং তাই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মী ও কর্মচারীগণকে এক সাধারণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। প্রতিপক্ষ আরও অভিযোগ করেন যে পরে দরখাস্তকারীসহ সমস্ত কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়। দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকিয়া তাহার কর্মস্থল হইতে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন। দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠানটিতে ডাকাতি করাইয়া তাহার ক্ষতিসাধন করেন এবং তাহার অসদাচরণের জন্য তাহাকে চাকুরী হইতে আইনতঃ-ভাবে বরখাস্ত করা হয়।

অত্র মামলার শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন প্রতিপক্ষের পিতা ৫-৩-৭৮ ইং তারিখে মারা যান এবং তাই দরখাস্তকারীকে কখনও তিনি ১৯৮৫ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে তাহাকে রাখিয়া যান নাই। প্রদঃ-২০ হইল পাবনা পৌরসভার মৃত্যু নিবন্ধন বহির জাবেদা। প্রদঃ-২০ হইতে দেখা যায় যে আলহাজ্ব আবদুল হামিদ খান, শিবরামপুর, পাবনা (প্রতিষ্ঠাতা পিপ ল্যাবরেটরী) ৫-৩-১৯৭৮ ইং তারিখে রাত্রী ১০.৩০ মিনিটে মারা যান। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর দাখিলী পাবনা পৌরসভার মৃত্যু নিবন্ধন বহির জাবেদা অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষের অভিযোগ যে, তাহার পিতা দরখাস্তকারীকে ১৯৮৫ সালের প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বে রাখিয়া ঢাকায় চলিয়া যান, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

প্রতিপক্ষ অভিযোগ করেন যে, ২৮-১০-৮৭ইং তারিখে প্রতিষ্ঠানটির লাইসেন্স সাময়িক ভাবে বাতিল করা হইলে দরখাস্তকারীসহ সকল কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়। জেরাকালে দরখাস্তকারী পক্ষের ১নং সাক্ষী দরখাস্তকারী নিজে বিষয়টি অস্বীকার করেন। প্রদঃ-১ ও খ দরখাস্তকারীর নিয়োগ পত্রের ফটোষ্ট্যাট কপি। প্রদঃ-১ ও খ হইতে প্রতীয়মান হয় দরখাস্ত-কারীকে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান পিপের ম্যানেজিং পার্টনার আবদুল হামিদ খান ১৬-১-৭৭ ইং তারিখ হইতে সহকারী কেমিষ্ট হিসাবে নিয়োগ করেন। প্রদঃ-১৬ হইল প্রতিপক্ষের ২২-৭-৯১ইং তারিখের দরখাস্তকারী বরাবর প্রেরীত০৫/এস নং স্মারক। উক্ত স্মারকে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন, "তাই প্রকৃত অবস্থা আর অফিসের রেকর্ড অনুযায়ী আমি আমার স্বীয় পদে ২৮-২-৯১ইং তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিয়া যথাযথভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করিয়া আসিয়াছি। আপনার এই উক্তিটি গ্রহণযোগ্য।" প্রতিপক্ষের উক্ত স্বীকার হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী ২৮-২-৯১ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে তাহার ২৮-২-৯১ইং তারিখ হইতে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহাতেও প্রতীয়মান হয় তিনি উক্ত তারিখের আগের দিন পর্যন্ত চাকুরী করিয়াছেন। তাই প্রতিপক্ষের উক্তি দরখাস্তকারীকে ২৮-১০-৮৭ইং তারিখে ছাঁটাই করা হয়, নিরভরযোগ্য নহে। প্রদঃ ২ হইতে প্রতীয়মান দরখাস্তকারী ২৮-২-৯১ ইং পর্যন্ত তাহার বকেয়া পাওনাসহ চাকুরীর অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাবদ সর্বমোট দাবী কর্তৃপক্ষের নিকট ১৮-২-৯১ইং তারিখে উপস্থাপন করেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী আর প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরী করিতে রাজী ছিলেন না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ ২৫-৫-৯১ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে তাহার সকল কাগজ পত্র পর্যালোচনা করিয়া তাহাকে ২৮-২-৯১ইং পর্যন্ত সর্বমোট ৬০,০০০ টাকা এক বৎসরের

চার কিস্তিতে প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারী এককালীন তাহার পাওনা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন। সুতরাং ২৮-২-৯১ ইং তারিখের পরে দরখাস্তকারীকে অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকিবার বিষয়টি দুর্বল হইয়া যায়, কারণ দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠানে আর চাকুরী করিতে আগ্রহী নহেন। তাই দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আনিত অভিযোগ এবং ২২-৭-৯১ ইং তারিখের দরখাস্তকারীকে তাহার চাকুরী হইতে বরখাস্তের বিষয়টি মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

দরখাস্তকারী বর্তমান প্রতিপক্ষ মোঃ আবদুল মতিন খানের পিতা আলহাজ মোঃ আবদুল হামিদ খানের ভাগ্নে। সুতরাং ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত যে উভয় পক্ষ পরস্পরের নিকটতম আত্মীয়। আমাদের পূর্বের আলোচনা মতে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে তাহার পাওনা ৬০,০০০ টাকা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে দরখাস্তকারীও উক্ত টাকা এককালীন পাইবার স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। উপরের আলোচনার প্রতি সম্মান রাখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে তাহার পাওনা বাবদ ৬০,০০০ টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি তাহার নীচে নামিতে পারিবেন না এবং একইভাবে দরখাস্তকারীও উক্ত টাকা এককালীন পাইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করায় প্রতীয়মান হয় তিনি তাহার (৬০,০০০ টাকার) অতিরিক্ত দাবী প্রতিপক্ষ বরাবর প্রত্যাখান করিয়াছেন। তাই অত্র মামলার ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষের মধ্যে যে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ থাকুক না কেন প্রতিপক্ষকে দরখাস্তকারী বরাবর ৬০,০০০ টাকা প্রদানের আদেশ প্রদান করিলে ন্যায় বিচার করা হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, অত্র মামলাটি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে দাখিল না হওয়ায় তামাদি বারিত। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের মালিক মরহুম আবদুল হামিদ খান বর্তমান ম্যানেজিং পার্টনার (আবদুল মতিন খান) ব্যতীত মোঃ আবু সালেহ্ খান, আলহাজ মিসেস মাহমুদা বেগম, মোঃ ইমদাদুল হক খান, মিসেস সাহানা বেগম, মিসেস তাজমহল বেগম, মোসাঃ রীতা ফাহিদা এবং মিসেস রোমানা খানকে রাখিয়া মারা যান এবং তাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক ও অংশীদার এবং শুধু ম্যানেজিং পার্টনার এর বিরুদ্ধে অত্র মামলা করায় মামলাটি পক্ষ দোষে দুষ্ট হইতেছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রতিপক্ষের সহিত টাকা পয়সার লেনদেন লইয়া বহুদিন যাবৎ যোগাযোগ হইতেছে এবং সেই কারণে তাহার মক্কেলের মামলা করিতে বিলম্ব হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে তিনি বিলম্বের কারণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করায় অত্র মামলা তামাদি বারিত নহে। বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে, দরখাস্তকারী পিপ ল্যাবরেটরীর ম্যানেজিং পার্টনার এর বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছেন এবং অন্যান্য অংশীদারকে অত্র মামলায় পক্ষ করিবার প্রয়োজন নাই। ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার বিধানমতে মজুরী হইতে টাকা কাটিবার তারিখ হইতে বা মজুরী যে দিন পরিশোধযোগ্য হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে মামলা করিতে হইবে। কিন্তু উপরোক্ত সময় সীমার মধ্যে আবেদন না করার পিছনে যুক্তিসংগত কারণ ছিল বলিয়া আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলে উল্লেখিত সময় সীমার পরেও পেশকৃত আবেদন গ্রহণ করা যাইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি অত্র মামলার ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী তাহার পাওনাদি লইয়া প্রতিপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিয়াছেন এবং পাওনাদি প্রদানের প্রক্রিয়ার পর তিনি অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। সুতরাং অত্র মামলা বিধিবদ্ধ

সময়ের মধ্যে দাখিল না হইলেও দরখাস্তকারী তাহার বিলম্বের কারণ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহার ফলে অত্র মামলার গ্রহণ করা যায়। অত্র মামলা প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং পার্টনারের বিরুদ্ধে দাখিল করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় ম্যানেজিং পার্টনার (মোঃ আবদুল মতিন খান) অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন এবং দরখাস্তকারীর সংগেও সকল যোগাযোগ করিয়াছেন। তিনি দরখাস্তকারীকে তাহার পাওনা বাবদ ৬০,০০০ টাকা প্রদান করিতে রাজীও হইয়াছেন। তাই সকল অংশীদারগণকে অত্র মামলায় পক্ষ না করিলেও অত্র মামলা পক্ষদোষে দুষ্ট হইবে না বলিয়া আমার মনে হয়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে তাহার পাওনা বাবদ ৬০,০০০ টাকা এক বছরের মধ্যে সমচার কিস্তিতে প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং দরখাস্তকারী উক্ত টাকা এককালীন পাইবার অনুরোধ করিয়াছেন। উভয় পক্ষের মামলার পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রতিপক্ষকে উক্ত ৬০,০০০ টাকা ছয় মাসের মধ্যে দুই কিস্তিতে দরখাস্তকারীকে প্রদান করিবার নির্দেশ করিলে ন্যায় বিচার করা হইবে।

উপরের আলোচনায় প্রতি সম্মান রাখিয়া এবং অত্র মামলার সাক্ষ্যাদি, ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা পরিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, দরখাস্তকারী তাহার পাওনা বাবদ প্রতিপক্ষের নিকট হইতে ৬০,০০০ টাকা পাইবেন।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র পি, ডব্লিউ মামলা একমাত্র প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফা বিচারে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর হয়। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তাহার পাওনা বাবদ সর্বমোট ৬০,০০০ টাকা পাইবেন।

অত্র রায়ের নকল পাওয়ায় ছয় মাসের মধ্যে সমান দুই কিস্তিতে দরখাস্তকারীকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা প্রদান করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

সুবেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং ১২/১৯৮৫

১। মইনুল ইসলাম, পিতা মৃত মোঃ আব্দুল আজিজ, গ্রাম ও পোঃ শ্যামপুর।

২। মোঃ শামসুল আলম, পিতা মৃত রহিমুদ্দিন মোল্লা, গ্রাম চক বেলঘরিয়া, পোঃ শ্যামপুর।

৩। মোঃ গোলাম মর্তুজা, পিতা মোঃ মহসিন মণ্ডল, গ্রাম কাঁটাখালী, পোঃ শ্যামপুর।

৪। মোঃ জালাল উদ্দিন, পিতা মৃত সৈয়দ আলী মণ্ডল, গ্রাম কাকৈল কাঠি, পোঃ শ্যামপুর, সকলেই নুতন সিনেমা, কাঁটাখালী, পোঃ শ্যামপুর, রাজশাহী-এর শ্রমিক—অভিযোগকারী।

বনাম

১। মোঃ আজিজুল ইসলাম খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স নতুন সিনেমা, কাঁটাখালী পোঃ শ্যামপুর, রাজশাহী। ঠিকানা সুলতানাবাদ, (বেলদার পাড়া), পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী—আসামী।

১। জনাব শাহ মোঃ কামাল চৌধুরী, অভিযোগকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মুরাদ হোসেন খান, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-২৭, তারিখ : ১০-৯-৯৬ইং

অদ্য মামলাটি আসামী পক্ষের দরখাস্ত শুনানী ও বিচারের জন্য ধার্য আছে। বাদীপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন আসামী মারা যাওয়ায় ওয়ারেশ কায়েম করায় বিধান না থাকায় অত্র মোকদ্দমা dropped হইবে বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। অন্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আজিজুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

অভিযোগকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শুনিলাম। আবেদন পত্র ও নথি দেখিলাম। অভিযোগকারীর পক্ষে বলা হয় যে আসামী মোঃ আজিজুল ইসলাম খান, ব্যবস্থাপন পরিচালক, মেসার্স নুতন সিনেমা, কাঁটাখালী, রাজশাহী মৃত্যুবরণ করায় অত্র মামলার কার্যক্রম আর চলিতে পারে না এবং অত্র মামলার বিচার শেষ হইবে। নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া বলেন যে, তাহার মক্কেল মোঃ আজিজুল ইসলাম খান ১৫-১২-১৯৯১ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এবং সেই সংগে তিনি মৃত্যুর রেজিষ্ট্রার ফরমের ফটোকপি দাখিল করিয়াছেন।

অত্র মামলার একমাত্র আসামীর মৃত্যু হওয়ায় এবং অভিযোগকারী পক্ষ অত্র মামলা আর চালাইতে রাজী না হওয়ায় অত্র মামলা শেষ হওয়ার আদেশ হইতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হইল

যে, অত্র ফৌজদারী মামলার বিচার বন্ধ করা হইল।

অত্র আদেশ দ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি হইবে।

সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।